নগর সংস্করণ

মঙ্গলবার

৫ নভেম্বর ২০২৪
২০ কার্তিক ১৪৩১, ২ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠার মূল কাগজ, ২০ পৃষ্ঠার
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যাসহ মোট ৩৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com
বর্ষ ২৭, সংখ্যা ২

বিদেশি 'নাগরিকত্ব' নিয়ে মন্ত্রী-এমপি হন ২৪ জন

দুদকের অনুসন্ধান

মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সংসদ সদস্য ছিলেন, এমন ২৪ জনের বিদেশি নাগরিকত্ব বা রেসিডেন্স কার্ড থাকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছে দুদক।

নুরুল আমিন, *ঢাকা*

আ হ ম মুস্তফা কামাল

সাইফুজ্জামান চৌধুরী

নসরুল হামিদ

শামীম ওসমান

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান গোপনে সাইপ্রাসের নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের 'রেসিডেন্স কার্ড' (স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি) রয়েছে বেলজিয়ামের। সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল যুক্তরাজ্যের নাগরিক। সাবেক দুই প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ও জুনাইদ আহ্‌মেদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার বৈধ অনুমতি বা 'গ্রিন কার্ড' রয়েছে।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন মেয়াদে মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সংসদ সদস্য ছিলেন, এমন ২৪ জনের দ্বৈত নাগরিকত্ব (কারও কারও ক্ষেত্রে রেসিডেন্স কার্ড বা গ্রিন কার্ড) থাকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পেতে চাইলে একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কোনো কোনো রাষ্ট্রে রেসিডেন্স কার্ড বা গ্রিন কার্ড পাওয়ার পরের ধাপে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়।

গণ-অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর প্রভাবশালী ১৮০ জনের (১৫ অক্টোবর পর্যন্ত) অবৈধ সম্পদ অর্জন ও বিদেশে টাকা পাচারের বিষয়টি অনুসন্ধান করছে দুদক। সেই অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত ২৪ জনের দ্বৈত নাগরিকত্ব বা রেসিডেন্স কার্ড থাকার ব্যাপারে তথ্য পেয়েছে দুদক। বিষয়টি *প্রথম আলো*কে নিশ্চিত করেছেন দুদকের তদন্ত-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করলে বা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলে তিনি সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী হতে পারেন না।

এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন *প্রথম আলো*কে বলেন, বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে, এমন কোনো ব্যক্তির সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া বা মন্ত্রিত্ব লাভের সুযোগ নেই। তথ্য গোপন করে যদি এ কাজ হয়ে থাকে, তাহলে আইন ও সংবিধান পরিপন্থী কাজ হয়েছে।

দুদকের তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, সাবেক পাঁচজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর নাগরিকত্ব রয়েছে যুক্তরাজ্যে। তাঁরা হলেন আ হ ম মুস্তফা কামাল, মো. তাজুল ইসলাম, সাইফুজ্জামান চৌধুরী, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ও মো. মাহবুব আলী। তাঁদের মধ্যে গত ১৫ সেপ্টেম্বর মাহবুব আলীকে গ্রেপ্তারের পর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বা গ্রিন কার্ড রয়েছে সাবেক চারজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ সাতজন সংসদ সদস্যের। দুদকের অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত যাঁদের

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বা গ্রিন কার্ড রয়েছে সাবেক চারজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ সাতজন সংসদ সদস্যের।
- সাবেক পাঁচজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর নাগরিকত্ব রয়েছে যুক্তরাজ্যে।
- কানাডার নাগরিকত্ব রয়েছে সাবেক এক মন্ত্রী ও পাঁচজন সাবেক সংসদ সদস্যের।

> বিদেশি নাগরিকত্ব নিয়ে যাঁরা দেশে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের মর্যাদা-সুবিধা ভোগ করেছেন, তাঁরা আসলে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।
>
> **ইফতেখারুজ্জামান**, দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

*প্রথম আলো*র ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। গতকাল সকালে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে। ছবি : দীপু মালাকার আরও খবর ও ছবি : পৃষ্ঠা ৭

প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতার আলোকে সাহসী সাংবাদিকতার প্রত্যয়

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের কঠিন দিনগুলোয় সাহস, সততা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে *প্রথম আলো*। সামনের দিনগুলোয় এই স্মৃতি ও অভিজ্ঞতায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাংবাদিকতা করার অঙ্গীকার জানালেন *প্রথম আলো*র কর্মীরা। গতকাল সোমবার দেশের প্রধান দৈনিক *প্রথম আলো*র ২৬তম বর্ষপূর্তির আনন্দঘন কর্মী সম্মেলনে এ প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

এবার বর্ষপূর্তির স্লোগান 'জেগেছে বাংলাদেশ'। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করেই বর্ষপূর্তির স্লোগানসহ সব কর্মসূচি সাজানো হয়েছে। রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ছিল এই কর্মী সম্মেলন।

*প্রথম আলো*র কর্মীদের জন্য এই দিনটি খুবই বিশেষ। সারা দেশ থেকে প্রতিনিধিসহ সব কর্মী এতে অংশ নেন। নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা, স্মৃতিচারণা, সামনের কর্মপরিকল্পনা, নতুন আশা-উদ্দীপনা, সেরা কর্মীদের স্বীকৃতি দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও ছিল কিছু আনন্দময় আয়োজন। শেষে সবাই মিলে দুপুরে একসঙ্গে আহারের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সকাল ১০টায় শুরু হয় অনুষ্ঠান।

সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীনের সঞ্চালনায় সূচনা বক্তব্যে নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ বলেন, 'অসাধারণ এক সময় পেরিয়ে এলাম আমরা। মহান মুক্তিযুদ্ধের পরে এমন এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হলাম, যা নজিরবিহীন। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই উত্তাল

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ট্রাম্প-কৌশল ঠেকাতে প্রস্তুত ডেমোক্র্যাটরা

হাসান ফেরদৌস
নিউইয়র্ক থেকে

ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবারই বলছেন, নির্বাচনে কারচুপি না হলে তিনিই জিতবেন।

এককথার মানুষ ডোনাল্ড ট্রাম্প, সেই ২০১৬ সালেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি জিতলেই কেবল ভোটের ফলাফল মেনে নেবেন। অন্যথা ধরতে হবে ভোট চুরি হয়েছে। ২০২০ সালে জো বাইডেন সাত কোটি ভোট বেশি পেয়েছিলেন, কিন্তু ট্রাম্পের এককথা, তিনিই জিতেছেন। কোনো প্রমাণ ছাড়া নিজের দাবি নিয়ে বারবার আদালতে গেছেন, প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। সব দরজা যখন বন্ধ হয়ে গেছে, তখন ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি তিনি হাজার দশেক সশস্ত্র সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দ্য ক্যাপিটল (কংগ্রেস ভবন) আক্রমণ করেছেন। কাজ হয়নি, সেখানেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

২০২৪ সালে এসেও ট্রাম্প ভাঙা রেকর্ডের মতো একই কথা বলে চলেছেন। গত রোববার পেনসিলভানিয়ায় এক সভায় বলেছেন, ২০২০ সালের নির্বাচনের পর তাঁর হোয়াইট হাউস ছেড়ে আসা উচিত হয়নি। তাঁকে বারবার প্রশ্ন করা হয়েছে, এবারের ভোটে হেরে গেলে তিনি কি সেই ফল মেনে নেবেন? তাঁর উত্তর, যদি কারচুপি না হয়, তিনি জিতবেন। একই প্রশ্ন বারবার করায় শুকনো মুখে বলেছেন, যদি মুক্ত ও সঠিক নির্বাচন হয়, যদি সবকিছু সৎ ভাবে সম্পন্ন হয়, তাহলে সেই ফলাফল তিনি মেনে নেবেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

» জিততে আত্মবিশ্বাসী দুজনেই, ফল আসতে দেরি হতে পারে পৃষ্ঠা ১১

নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। রোববার মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ইস্ট ল্যান্সিং শহরে। ছবি : রয়টার্স

শেষ মুহূর্তে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোয় জোর প্রচারণা চালান ডোনাল্ড ট্রাম্প। রোববার জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ম্যাকন শহরে। ছবি : এএফপি

আজ যুক্তরাষ্ট্রে ভোট, কে যাচ্ছেন হোয়াইট হাউসে

রয়টার্স

অপেক্ষার পালা শেষ। যুক্তরাষ্ট্রে আজ মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মহারণ। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস, নাকি রিপাবলিকান পার্টির ডোনাল্ড ট্রাম্প—কে পাচ্ছেন হোয়াইট হাউসের টিকিট, তা নির্ধারণে ভোট দেবেন মার্কিন নাগরিকেরা। দিনভর চলবে রিপাবলিকান প্রতীক হাতি ও ডেমোক্রেটিক প্রতীক গাধার লড়াই।

আজ যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্য ও ওয়াশিংটন ডিসির ভোটাররা ভোট দেবেন। বিশাল বড় দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ছয়টি টাইম জোন রয়েছে। ফলে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে সময়ের ব্যবধান রয়েছে। তাই সব রাজ্যে সময়কে সমন্বয় করে ভোট শুরু এবং শেষ হবে। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ৭ কোটি ৮০ লাখ ভোটার আগাম ভোট দিয়েছেন।

নির্বাচনে আলোচনার মূল কেন্দ্রে রয়েছেন বড় দুই দলের প্রার্থী কমলা ও ট্রাম্প। ঐতিহ্যগতভাবে তাঁরাই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। কমলার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে লড়ছেন টিম ওয়ালজ আর ট্রাম্পের ভাইস

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

কাজের অগ্রগতি তুলে ধরল ছয় সংস্কার কমিশন

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস যে বার্তা দিয়েছেন, সেটি হলো সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, এমন সুপারিশ যেন করে সংস্কার কমিশনগুলো।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংস্কার কমিশনের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি : পিআইডি

রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিতে গঠিত ছয় সংস্কার কমিশনের প্রধানেরা কমিশনের কাজের অগ্রগতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে জানিয়েছেন।

গতকাল সোমবার ঢাকার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ছয় সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এই বৈঠকে সংস্কার কমিশনের প্রধানেরা তাঁদের কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন। এ সময় অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন। পরে বৈঠকের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং গণমাধ্যমকে জানিয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত একটি সূত্র *প্রথম আলো*কে জানিয়েছে, বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস যে বার্তা দিয়েছেন, তা হলো সংস্কার কমিশনগুলো যেন এমন সুপারিশ করে, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

বৈঠকে পুলিশ সংস্কার কমিশনের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন কমিশনপ্রধান সফর রাজ হোসেন। তিনি জানিয়েছেন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ইতিমধ্যে ১০টি সভা করেছে। পাশাপাশি অংশীজনদের সঙ্গে আরও চারটি বৈঠক করেছে। জনসাধারণের মতামত চেয়ে একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়েছে, যা ইতিমধ্যে ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। কিছু আইন ও বিধি সংশোধনের প্রস্তাব এসেছে, যেগুলো যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে। মব (উচ্ছৃঙ্খল জনতা) নিয়ন্ত্রণে বলপ্রয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন করার প্রস্তাব নিয়েও কাজ চলছে। ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮-এর কিছু ধারা পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং তা পরিবর্তন করা হবে কি না, সেটিও যাচাই করে দেখা হচ্ছে।

নির্বাচন সংস্কার কমিশনের কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন এই কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, নির্বাচন সংস্কার কমিশন প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে। পোস্টাল ব্যালট নিয়েও কাজ চলছে। জাতীয় পরিচয়পত্রের সঙ্গে ভোটার তালিকা সমন্বয় করা হচ্ছে। এ ছাড়া নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জোর দিচ্ছে নির্বাচন সংস্কার কমিশন।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

সংস্কার শেষে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন : নাহিদ

বাসস, *ঢাকা*

নাহিদ ইসলাম

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, প্রয়োজনীয় সব সংস্কার শেষে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি এক সপ্তাহের মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

গতকাল সোমবার তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের অফিসকক্ষে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হাকোন অ্যারাল্ড গুলব্রান্ডসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, 'ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। ফ্যাসিস্ট সরকার প্রায় ১৬ বছরে দেশে অনেক অনিয়ম-দুর্নীতি করেছে। অন্তর্বর্তী সরকার দেশকে পুনর্গঠন করার কাজ শুরু করেছে, যাতে দেশ ও দেশের মানুষ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে।' দেশ পুনর্গঠনে নরওয়ের পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করেন উপদেষ্টা।

সরকার উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে নরওয়ের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও গণমাধ্যমের উন্নয়নে বিনিয়োগ প্রত্যাশা করে বলে বৈঠকে উল্লেখ করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বিজ্ঞানে অগ্রগতির জন্য বিভাজন নয়, প্রয়োজন সমন্বয়

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

আজকের আবহাওয়া
ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যত্র আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৭ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ৭ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ফেনী ও কুতুবদিয়ায় ৩৪° সে.
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ১৮.৪° সেলসিয়াস

লক্ষ করুন
অনিবার্য কারণে আজ নকশা এবং পৃষ্ঠা ৫-এ 'ভালো থাকুন' ও 'বিচিত্র' প্রকাশিত হলো না। **বা.স.**

জানাল প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ নিয়ে বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমকে উদ্ধৃত করে দেশের কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় 'শিল্পকলায় নাটকের প্রদর্শনী বন্ধের ঘটনা সমর্থন করে না সরকার' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তাঁর বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং গতকাল সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, এটা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

প্রেস উইং বলেছে, প্রেস সচিব প্রকৃতপক্ষে বিক্ষুব্ধকারীদের নাটক বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাকে অর্থাৎ শিল্পচর্চার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সরকার সমর্থন করে না বুঝিয়েছেন। প্রেস সচিব মনে করেন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত শনিবার সন্ধ্যায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে 'দেশ নাটক' প্রযোজিত নাটক *নিত্যপুরাণ* মঞ্চায়নের সময় এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভকারীদের নিবৃত্ত করতে ফ্যাসিস্ট সরকার যেভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জনতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিত, সে প্রক্রিয়ায় না গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য শিল্পকলা একাডেমি একাধিকবার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা ক্ষান্ত হয়নি। বরং তাদের সংখ্যা বেড়ে গেলে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন অভিনয়শিল্পী ও দর্শকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে দেশ নাটকের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে দর্শকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে প্রদর্শনী বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তা ছাড়া বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সব সময় জনগণের শিল্পচর্চার ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশ্বাস করে। এ জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ওই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কাজ করছে।

সাংবাদিকদের পরিবেশ উপদেষ্টা

সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোনো অবকাশ নেই

বাসস, *ঢাকা*

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, সরকার সেন্ট মার্টিন ও পর্যটনশিল্পকে একসঙ্গে রক্ষা করতে চায়। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোনো অবকাশ নেই।

গতকাল সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে বিশ্ব 'ওয়ান হেলথ ডে-২০২৪' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে প্রকৃতি, প্রাণিজগৎ ও পরিবেশের সুরক্ষার দিকে নজর দিতে হবে।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, 'বন ও বন্য প্রাণী রক্ষায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও দায়িত্বশীল আচরণ অত্যন্ত জরুরি। বন্য প্রাণী নিজেদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে বা লড়াই করতে পারে না। তাই তাদের অধিকার ও প্রকৃতির অধিকার রক্ষা আমাদের দায়িত্ব।' তিনি আরও বলেন, 'প্রকৃতি ও বন্য প্রাণীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই আমাদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ হতে মুক্ত রাখতে পারে।'

অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, ওয়ান হেলথের মধ্যে শুধু মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় থাকলেই হবে না, কৃষি, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ অন্য বিভাগকে এর আওতাভুক্ত করতে হবে।

ফরিদা আখতার আরও বলেন, 'আমরা খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়েছি; কিন্তু নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে যথেষ্ট পরিমাণ গুরুত্বারোপ করিনি।'

পিলখানা হত্যাকাণ্ড

বিস্ফোরক মামলা পরিচালনায় ২০ পিপি নিয়োগ

বাসস, *ঢাকা*

রাজধানীর পিলখানায় তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলসের (বিডিআর) সদর দপ্তরে ২০০৯ সালে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারির বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিস্ফোরক আইনের মামলা পরিচালনার জন্য ২০ জন স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর বিভাগ গত রোববার নিয়োগের এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) সদর দপ্তর পিলখানায় বিদ্রোহের নামে ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনায় করা হত্যা মামলায় বিচারিক আদালত ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর রায় দেন।

বিদেশি 'নাগরিকত্ব' নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নাম এসেছে, তাঁরা হলেন আব্দুস শহীদ, নসরুল হামিদ, জুনাইদ আহ্‌মেদ, মোহাম্মদ আলী আরাফাত, আবদুস সোবহান মিয়া (গোলাপ), মাহফুজুর রহমান ও সালাউদ্দিন মাহমুদ জাহিদ। তাঁদের মধ্যে সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ, সাবেক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ ও সাবেক সংসদ সদস্য আবদুস সোবহান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তারের পর এখন কারাগারে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আবদুস সোবহানের পরিবারের যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক ফ্ল্যাট বা বাড়ি থাকার বিষয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট (ওসিসিআরপি) তাদের ওয়েবসাইটে গত বছরের জানুয়ারি মাসে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ২০১৪ সালে প্রথম নিউইয়র্কে অ্যাপার্টমেন্ট কেনা শুরু করেন গোলাপ। পরের পাঁচ বছরে তিনি নিউইয়র্কে একে একে ৯টি প্রপার্টি বা সম্পত্তির (ফ্ল্যাট বা বাড়ি) মালিক হন। এসব সম্পত্তির মূল্য ৪০ লাখ ডলারের বেশি (ডলারের বর্তমান বিনিময় মূল্য অনুযায়ী প্রায় ৪২ কোটি টাকা)।

দুদকের অনুসন্ধানে কানাডার নাগরিকত্ব রয়েছে, এমন ছয়জনের নাম পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে একজন সাবেক মন্ত্রী, অন্যরা সাবেক সংসদ সদস্য। এর মধ্যে রয়েছেন আবদুর রহমান, মাহবুব উল আলম হানিফ, আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (নাসিম), শামীম ওসমান, শফিকুল ইসলাম (শিমুল) ও হাবিব হাসান।

দুদকের তথ্য অনুযায়ী, সুইজারল্যান্ডের নাগরিকত্ব রয়েছে সাবেক স্থানীয় সরকারমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেনের এবং জাপানে থাকার অনুমতি (রেসিডেন্স কার্ড) রয়েছে সাবেক রেলমন্ত্রী জিল্লুল হাকিমের। সাবেক সংসদ সদস্য (টাঙ্গাইল-২ আসন) তানভীর হাসান ওরফে ছোট মনির জার্মানির নাগরিক এবং সাবেক সংসদ সদস্য (ময়মনসিংহ-১১) এম এ ওয়াহেদ পাপুয়া নিউগিনির নাগরিকত্ব নিয়েছেন।

দুদকের অনুসন্ধানে যে ২৪ জনের নাম এসেছে, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন এখন কারাগারে। বাকিরা গত ৫ আগস্টের পর আর প্রকাশ্যে আসেননি। তাঁদের মুঠোফোন নম্বরও বন্ধ রয়েছে। আবার অনেকে দেশ ছেড়েছেন বলে প্রচার আছে। যে কারণে দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে তাঁদের বক্তব্য নেওয়া যায়নি।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার দেশ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আইনকানুন, বিধিবিধান ও নৈতিকতার তোয়াক্কা করত না বলে উল্লেখ করেছেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, খুন-গুম ও ভিন্নমতকে দমনের পাশাপাশি দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা ব্যক্তিদের দলীয় মনোনয়ন দিয়ে মন্ত্রী-এমপি করার দায়ও আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিতে হবে। পাশাপাশি বিগত নির্বাচন কমিশনগুলোকেও এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি বলেন, পুরো নির্বাচনব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। অবশ্যই এর বিচার হতে হবে।

সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে যাঁদের দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে, তাঁরা বড় অঙ্কের টাকা বিদেশে পাচার করেছেন—এমন তথ্য দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।

এ বিষয়ে দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছে। যাঁরা টাকা পাচারের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাবেক মন্ত্রী-এমপিদের বিদেশে বাড়ি

দুদকের তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, সালমান এফ রহমানের সাইপ্রাসের নাগরিকত্ব থাকলেও তাঁর 'বাগানবাড়ি' যুক্তরাজ্যে। সেখানে তাঁর চারটি বাড়ি রয়েছে।

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও আরব আমিরাতে ৬২০টি বাড়ি কিনেছেন। যার বাজারমূল্য প্রায় ৪৮ কোটি ডলার (প্রায় ৫ হাজার ৭২৪ কোটি টাকা)। গত ৩১ অক্টোবর গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি উল্লেখ করেছে সিআইডি। অবশ্য সিআইডির বিজ্ঞপ্তির আগেই গত সেপ্টেম্বর মাসে এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে কাতারভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার ইনভেস্টিগেশন ইউনিট যুক্তরাজ্যে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিপুল সম্পদ থাকার বিষয়টি তুলে ধরে।

দুদক সূত্র বলছে, সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের বাড়ি রয়েছে লন্ডনে। তাঁর এক মেয়ে আগে থেকেই লন্ডনে থাকেন।

আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা শামীম ওসমান কানাডার নাগরিক। দেশটির টরন্টো শহরে তাঁর বাড়ি রয়েছে বলে দুদক সূত্র জানিয়েছে। এ ছাড়া দুবাইয়ের আজমান শহরে তাঁর আরেকটি বাড়ি রয়েছে।

কানাডায় বাড়ি, ব্যবসাসহ বিপুল সম্পদ রয়েছে ফেনীর সাবেক সংসদ সদস্য আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর (নাসিম)। তাঁর মেয়ে কানাডায় থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি রয়েছে মানিকগঞ্জের সাবেক সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন মাহমুদ জাহিদের। তাঁর মেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।

নাটোরের সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুলের বাড়ি রয়েছে কানাডার টরন্টোর নিকটবর্তী স্কারবরো শহরে। গত বছরের শুরুতে বাড়িটি কেনা হয়। সংসদ সদস্যদের ঘনিষ্ঠ এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন, বাড়িটি কিনতে ১৭ লাখের বেশি কানাডিয়ান ডলার খরচ হয়েছে। বাংলাদেশি টাকায় যা প্রায় ১২ কোটি টাকা।

এ ছাড়া সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ও তাঁর ছেলের নামে দুবাইয়ে বড় ধরনের বিনিয়োগ থাকার বিষয়টি জানতে পেরেছে দুদক।

অনুসন্ধানে যুক্ত দুদকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে যাঁদের দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে, তাঁদের সবার বিদেশে বাড়ি-গাড়িসহ বিপুল সম্পদ থাকার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এসব তথ্য যাচাই-বাছাই করে দেখছেন তাঁরা। অনুসন্ধান শেষে দ্বৈত নাগরিকত্বসহ বিদেশে বাড়ি-বিনিয়োগ ও টাকা পাচারের সুনির্দিষ্ট তথ্য মামলায় উল্লেখ করা হবে।

শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি

বিদেশি নাগরিকত্ব নিয়ে যাঁরা দেশে মন্ত্রী-সংসদ সদস্যের মর্যাদা-সুবিধা ভোগ করেছেন, তাঁরা আসলে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলে মনে করেন দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, মন্ত্রী-সংসদ সদস্য হিসেবে তাঁদের শপথ গ্রহণই ছিল অবৈধ। দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে মন্ত্রী-সংসদ সদস্য হওয়ার বিষয়টি এখন আর অবাক হওয়ার মতো ঘটনা নয়। এর কারণ, দেশে যেভাবে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিচারহীনতার বিকাশ হয়েছে, তাতে এগুলো স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তথ্য গোপন ও প্রতারণা করা ওই সব প্রভাবশালীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা এখন জরুরি।

সাহসী সাংবাদিকতার প্রত্যয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিনগুলোতে সাংবাদিকতা করেছি। আমাদের পরিবেশিত সব তথ্য, পরিসংখ্যান মানুষ সত্য বলে গ্রহণ করেছেন, আন্দোলনকারীরা এতে আস্থা রেখেছেন। এমনকি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো তাদের সংবাদে *প্রথম আলোর* তথ্যই বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করেছে।'

প্রামাণ্যচিত্রে অভ্যুত্থানের দিনগুলো

অনুষ্ঠানে জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানে আত্ম-উৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে ছিল গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলোর ওপর রেদওয়ান রনি নির্মিত তথ্যচিত্রের প্রদর্শনী।

সংবাদ সংগ্রহের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে মঞ্চে ডেকে নেওয়া হয় *প্রথম আলোর* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি আসিফ হাওলাদার, আলোকচিত্রী শুভ্রকান্তি দাস, নিজস্ব প্রতিবেদক ড্রিঞ্জা চাম্বুগং, মাহমুদুল হাসান, আহমেদুল হাসান, জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আসাদুজ্জামান, বিশেষ প্রতিবেদক মানসুরা হোসাইন, বদরগঞ্জ প্রতিনিধি আলতাফ হোসেন ও তারাগঞ্জ প্রতিনিধি রহিদুল ইসলামকে। তাঁদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান।

সতর্ক থাকতে হবে

দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এখন এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সামাজিক মাধ্যমগুলো যেমন দ্রুত তথ্যপ্রবাহের ক্ষত্রে অভাবিত সুযোগ সৃষ্টি করছে, তেমনি এর একটি নেতিবাচক দিকও রয়েছে। মিথ্যা তথ্য, মিথ্যা সংবাদ অনেক বড় ঝুঁকির সৃষ্টি করছে। অনেক মানুষ আছে যারা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চায়, মিথ্যা প্রচার করে। *প্রথম আলো-ডেইলি স্টার* অতীতেও এমন কিছু কিছু মানুষের রোষকবলিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এ কারণে সাংবাদিকদের এখন আরও বেশি দায়িত্বশীলতার সঙ্গে, আরও বেশি সতর্কতার সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আলোচনার সময় মঞ্চের নেপথ্যের পর্দায় ভেসে ওঠে বর্ষপূর্তির স্লোগান, গণ-অভ্যুত্থানের বিভিন্ন দৃশ্য, বিজয়ের পরে শহরের দেয়ালে দেয়ালে শিক্ষার্থীদের আঁকা গ্রাফিতি।

আলাপচারিতার মাঝে মাঝে ভিন্নতা যোগ করতে ছিল কুইজসহ কিছু ব্যতিক্রমী আয়োজন। '*প্রথম আলোর* সঙ্গে বেড়ে ওঠা' পর্বে অংশ নিয়ে ডিজিটাল বিজনেস প্রধান জাভেদ সুলতান ও সহসম্পাদক সজীব মিয়া তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক বলেন, 'আমাদের বেশি বেশি করে মানুষের কথা লিখতে হবে। অনিয়ম দেখলে তা তুলে ধরতে হবে। অনেক মূল্যের বিনিময়ে মানুষ তাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। তাদের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত করে তুলতে হবে।

আলোচনার ফাঁকে একটু সুরের স্পর্শ বুলিয়ে যান প্রথম আলো ট্রাস্টের সমন্বয়ক মাহবুবা সুলতানা 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' গেয়ে।

বন্যা-দুর্যোগেও পাশে প্রথম আলো

গণ-অভ্যুত্থানের পরপরই দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল প্রবল বন্যার মতো এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে কবলিত হয়েছিল। *প্রথম আলো* সাংবাদিকতার পাশাপাশি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পর্দায় সেসব চিত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি ত্রাণ-তৎপরতার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন নোয়াখালী বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক উম্মে ফারহিন ও ফেনী বন্ধুসভার সভাপতি বিজয় নাথ। এরপর দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধি ও প্রতিবেদকেরা তাঁদের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

আলাপচারিতা পর্বের ইতি টানতে মঞ্চে আসেন সম্পাদক মতিউর রহমান। তিনি এই দীর্ঘ সময়ের পথচলায় *প্রথম আলোর* অগণিত পাঠক, লেখক, এজেন্ট-হকার, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, '*প্রথম আলোর* কর্মপরিধি বিপুল পরিসরে বিস্তৃত হয়েছে। মানুষ আমাদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছেন। সেটিই আমাদের প্রধান শক্তি। এই শক্তি নিয়েই বিগত দিনগুলোতে অনেক বাধা ও প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে *প্রথম আলো* তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।'

মতিউর রহমান বলেন, 'অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতায় আমাদের সতর্কতা, নিষ্ঠা, বস্তুনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, সৎ, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ও মানুষের ভালোবাসাই *প্রথম আলোর* সাহস ও প্রেরণা। এ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই প্রত্যয় নিয়েই আগামীর পথে *প্রথম আলো* এগিয়ে যাবে।'

প্রথম আলোর সেরা কর্মী, নিজেদের লেখা ও কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে মঞ্চের মুখরতার সমাপনী ঘটে।

"সম্প্রতি রাজনৈতিক দলের অফিসে আগুন লাগানো হয়েছে। আমরা এর সম্পূর্ণ বিরোধী।

রুহুল কবির রিজভী, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব, বিএনপি; গতকাল ফরিদপুরের নগরকান্দায় সাংবাদিকদের

সমস্যা আর দাবির বৃত্তে ঘুরছে সাত কলেজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি

সাত কলেজের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই আলাদা ব্যবস্থার ঘোষণা মানছেন না শিক্ষার্থীরা। ক্লাস বর্জন।

মোশতাক আহমেদ, *ঢাকা*

প্রায় সাত বছর আট মাস আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা রাজধানীর সাতটি বড় সরকারি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এই কলেজগুলোর উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রত্যাশিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে শুরু থেকেই এখন পর্যন্ত পরীক্ষা ও ফল প্রকাশে বিলম্ব হওয়াসহ নানা ধরনের সমস্যা আর দাবিদাওয়ার আন্দোলনের বৃত্তেই ঘুরছে সুপরিচিত এই কলেজগুলো।

পুঞ্জীভূত সমস্যার কারণে এখন কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে আন্দোলন করছেন। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সাত কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রেখে সেগুলো দেখভালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই পুরোপুরি আলাদা ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিলেও তা মানছেন না শিক্ষার্থীরা। তাঁরা বলছেন, আলাদা ব্যবস্থা করতে হলে সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কোনো ভবনে বা জায়গায় করতে হবে। এ ছাড়া তাঁরাও যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় দিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য সনদের মধ্যে বড় করে লেখা থাকা 'অ্যাফিলিয়েটেড' কথাটি বাদ দিতে হবে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিলের জন্য ৭২ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছেন।

সাত কলেজের বেশ কয়েকটিতে উচ্চমাধ্যমিক রয়েছে। ঢাকা কলেজের মতো এই কলেজগুলোকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় করতে গেলে উচ্চমাধ্যমিকের কী হবে, সে প্রশ্ন রয়েছে। অন্যদিকে এসব কলেজের শিক্ষকেরা বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা। আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় হলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সেখানে থাকতে পারবেন না।

এই সাত সরকারি কলেজের শিক্ষা ও প্রশাসনিক সমস্যা নিরসনে গত ২৪ অক্টোবর কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে শিক্ষার্থীরা বলছেন, যাঁরা উচ্চশিক্ষা নিয়ে ভাবেন, এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে দ্রুত এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

আ.লীগ সরকারের আমলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা সরকারি কলেজগুলোকে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম দফায় রাজধানীর সাতটি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।

> "চাপের মুখে হুটহাট করে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে দ্রুত আলোচনা করে যৌক্তিক সমাধান বের করতে হবে, যা সবার জন্য মঙ্গল হবে।
>
> **অধ্যাপক এস এম হাফিজুর রহমান**, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যৌক্তিক সমাধান বের করতে হবে

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের অন্যতম ঢাকা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থী আবদুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁদের প্রথম দাবি সাত কলেজের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। সাত কলেজের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে প্রশাসনিক ভবনের ব্যবস্থা করতে হবে; যেখানে সাত কলেজের জন্য আলাদা সহ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকবেন।

এ ছাড়া সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের পরিচয়ও হতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। সে ক্ষেত্রে লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের মতো করা যেতে পারে। গতকাল সোমবারও তাঁরা ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ মঙ্গলবার তাঁরা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি করবেন। আর দাবি পূরণ না হলে বুধবার থেকে কঠোর কর্মসূচিতে যাবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এস এম হাফিজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, চাপের মুখে হুটহাট করে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে দ্রুত আলোচনা করে যৌক্তিক সমাধান বের করতে হবে, যা সবার জন্য মঙ্গল হবে।

জরিমানা সাড়ে ৬৩ লাখ টাকা

রাজধানীতে রোববার ১৬৮২টি মামলা ও ৬৩ লাখ ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ট্রাম্প-কৌশল ঠেকাতে প্রস্তুত ডেমোক্র্যাটরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প তাঁর সমর্থকদের মনে নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ জাগাতেই ওই 'যদি' কথাটা ঝুলিয়ে রেখেছেন। তিনি এখনো তাঁর পুরানো 'প্লেবুক' অনুসরণ করে চলেছেন। কোনো প্রমাণ ছাড়াই তিনি দাবি করে চলেছেন, ডেমোক্র্যাটদের যোগসাজশে লাখ লাখ অবৈধ বহিরাগতদের ভোটার বানানো হয়েছে। বিদেশে বসবাসরত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ভোট নিয়েও গোপন খেলা চলেছে। তাঁর এ কথারও কোনো প্রমাণ নেই।

স্মরণ করা যেতে পারে, ২০২০ সালের নির্বাচনের পর ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ইতালি থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাঁর নামে দেওয়া ভোট বাইডেনের বাক্সে জমা হয়েছিল। এই হাস্যকর দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। উল্টো, অ্যারিজোনার মারিওকোপা কাউন্টিতে ট্রাম্পের তরফে ভাড়া করা সাইবার কোম্পানি সব ভোট আবার গোনার পর দেখা গেল, বাইডেনের নামে যত ভোটের হিসাব দেওয়া হয়েছে, আসলে তিনি তার চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। সেই পুনর্গণনার ফলে ট্রাম্পের হিসাব থেকে ২৬১টি ভোট কমবে, বাইডেনের হিসাবে ৩৬০টি ভোট বাড়বে।

সুরক্ষিত ভোটব্যবস্থা

মার্কিন নির্বাচনব্যবস্থায় ভোট কারচুপির সুযোগ খুব কম। ইলেকট্রনিক ভোটের পাশাপাশি কাগুজে ব্যালট গোনার ব্যবস্থা রয়েছে। আদালতের অনুমোদন নিয়ে সে ভোট পুনর্গণনার ব্যবস্থা করা যায়। ভোট গণনার সময় দুই দলের প্রতিনিধি ছাড়াও একাধিক বেসরকারি পরিদর্শকের ব্যবস্থা আছে। এই দেশে নির্বাচনব্যবস্থা বিকেন্দ্রিক, প্রতিটি অঙ্গরাজ্য আলাদাভাবে নির্বাচন তদারকি করে থাকে। এর অর্থ ওয়াশিংটনে বোতাম টিপে কোনো পক্ষের ভোটে নয়-ছয় করার সুযোগ নেই। ক্ষমতায় থেকেও তিনি যে পরাজিত হয়েছেন, তা থেকেই এ কথা প্রমাণিত হয়। এ ছাড়া রয়েছে বহুস্তরবিশিষ্ট সাইবার নিরাপত্তাব্যবস্থা।

তারপরও ট্রাম্পের একই গোঁ, তিনি হারেননি, ভোটে কারচুপির মাধ্যমে তাঁকে হারানো হয়েছে। ভয়ের কথা, তিনি একা নন, তাঁর অনুগত লাখ লাখ সমর্থক তাঁর কথায় বিশ্বাস করেন। এমনকি কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের সিংহভাগ, যাঁরা ৬ জানুয়ারির ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁরাও মনে করেন, ২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প জিতেছেন।

এবারও যে সেই একই দৃশ্যের অবতারণা হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ট্রাম্পের অন্যতম সমর্থক, তাঁর একসময়ের প্রধান নির্বাচনী কৌশলবিদ স্টিভ ব্যানন ইতিমধ্যেই ট্রাম্পের সমর্থকদের 'লড়াইয়ের' জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। ট্রাম্প নিজেও বারবার বলে চলেছেন, আগাম ও ডাকযোগে ভোটে বড় রকমের কারচুপি হয়েছে। তাঁর প্রচারশিবির থেকে একটি উড়ো ভিডিও দেখিয়ে বলা হয়েছে, নাগরিক নন, এমন বহিরাগতরা ভোট দিচ্ছেন। এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হাইতি থেকে আসা কিছু লোক জর্জিয়ায় একাধিকবার আগাম ভোট দিচ্ছেন।

অবশ্য মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ থেকে বলা হয়েছে, এটি একটি বানোয়াট ভিডিও, যা সম্ভবত রাশিয়া থেকে পাঠানো।

আরেকটি ভিডিওর দিকে ট্রাম্প-সমর্থকদের নজর গেছে। এতে পেনসিলভানিয়ার এক স্থানীয় আদালতের বারান্দায় একজনকে বাক্সবোঝাই 'ব্যালট' ঢেলে ফেলতে দেখা যাচ্ছে। পরে জানা গেল, ব্যালট নয়, আসলে স্থানীয় একজন ডাকপিয়ন তাঁর নিত্যদিনের ডাক গোছাতে সেখানে চিঠিপত্র ফেলেছেন।

২০২৪ সালে কী হতে পারে

ধরা যাক, ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প হেরে গেলেন, তাহলে কী হবে? ২০২০ সাল থেকে এবারের বড় পার্থক্য হলো, এখন হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প নন, আছেন জো বাইডেন। নিজের সমর্থকদের খেপিয়ে তুলে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা তিনি করতে পারেন, কিন্তু নিরাপত্তা প্রহরী, এমনকি ন্যাশনাল গার্ড ডেকে সামাল দেওয়ার কাজ বাইডেনেই করবেন, যার পুরো প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই নেওয়া শুরু হয়েছে।

২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প ও তাঁর সমর্থকেরা বারবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, বারবারই ব্যর্থ হয়েছেন। ট্রাম্প ভেবেছিলেন, তাঁর নির্বাচিত তিন রক্ষণশীল বিচারপতির সহায়তায় তিনি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। পারেননি। সে সময় তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, তাঁর মনোনীত বিচারপতিদের একজনও কিছুটা সাহস দেখালে তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকতেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকেও ট্রাম্প একই কথা বলেছিলেন। 'নিজ দায়িত্ব পালনে সাহস দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন পেন্স'—এক টুইটে (বর্তমান এক্স) মন্তব্য করেছিলেন ট্রাম্প। মার্কিন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী, কংগ্রেসের যৌথ সভায় নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্ত হয়। সেই সময় সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন ক্ষমতাসীন ভাইস প্রেসিডেন্ট। মাইক পেন্স জানতেন, নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করার কোনো আইনগত অধিকার তাঁর নেই। এই বেআইনি কাজটুকু তিনি করতে রাজি হননি বলে ট্রাম্প বিদ্রূপ করে তাঁকে 'বড্ড সৎ' বলেছিলেন।

এবারের অবস্থা ভিন্ন। কংগ্রেসের প্রত্যয়ন বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। তা ছাড়া যে আইনের ভিত্তিতে নির্বাচনী প্রত্যয়ন সভা পরিচালিত হয়, তার ফাঁকফোকর বন্ধ করা হয়েছে। এখন অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে আসা নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ কম। উল্লেখ্য, কমলা প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হলেও তাঁর এ দায়িত্ব পালনে শাসনতান্ত্রিক বাধা নেই।

তারপরও বিপদের আশঙ্কা যে একদম নেই, তা নয়। নির্বাচনের ফলাফলে অল্প ভোটের ব্যবধান হলে ট্রাম্প যে কারচুপির কথা বলবেন ও আদালতে ছুটবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বড় ব্যবধানে পরাস্ত হলে চেঁচিয়ে খুব কাজ হবে না। আইনি লড়াইয়ের জন্য ডেমোক্র্যাটরা আইনজীবী বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত বলে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার নির্বাচন শুধু প্রেসিডেন্ট পদের নয়, এতে একটি নতুন সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচিত হবে। এই নির্বাচনে সম্ভবত সিনেটের নিয়ন্ত্রণভার ডেমোক্র্যাটদের হাত বদলে রিপাবলিকানদের হাতে যাবে। প্রতিনিধি পরিষদে সামান্য ব্যবধান হলেও এখন রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এবারও প্রতিনিধি পরিষদে তাদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে স্পিকার মাইক জনসন ট্রাম্পের অনুগত সমর্থকদের নিয়ে ঘোঁট পাকানোর চেষ্টা করতে পারেন। সেটি অভাবিত একটি ব্যাপার হবে। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে দলের নেতা, তাদের পক্ষে অভাবিত অনেক কিছুই সম্ভব।

আবার ৬ জানুয়ারি

৬ জানুয়ারির মতো ঘটনা কি আবারও সম্ভব? ক্যাপিটল থেকে দূরে, রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত কোনো রাজ্যে এমন ঘটনা যে ঘটবে না, তার নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। 'কিন্তু ওয়াশিংটনে এমন ঘটনা ঘটবে না,' এ কথা জোর দিয়েই বলেছেন জ্যেষ্ঠ ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্য জেইমি রাসকিন। তিনি বলছেন, 'সে সময় হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প থাকবেন না। গতবার হ্যামবার্গার খেতে খেতে টিভিতে তিনি ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গা দেখছিলেন, তা ঠেকানোর কোনো উদ্যোগ নেননি। কিন্তু এবার প্রেসিডেন্ট থাকবেন জো বাইডেন।'

একই কথা বলেছেন কমলার প্রচারশিবিরের ব্যবস্থাপক জেন ও'ম্যালি ডিলন। তাঁর কথায়, গত চার বছর ট্রাম্প ও তাঁর দল ছক কষে চলেছে, কীভাবে নির্বাচনী ফলাফল নস্যাৎ করা যায়। কিন্তু তাদের জানা উচিত, এই চার বছর আমরা ঠিক এই রকম একটা অবস্থার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। আমরা প্রস্তুত।'

আজ যুক্তরাষ্ট্রে ভোট, কে যাচ্ছেন হোয়াইট হাউসে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট থাকছেন জে ডি ভ্যান্স। এবার আরও চারজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী রয়েছেন। তাঁরা হলেন গ্রিন পার্টির জিল স্টেইন, লিবার্টারিয়ান পার্টির চেজ অলিভার, স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্নেল ওয়েস্ট ও রবার্ট কেনেডি জুনিয়র।

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্টের পদ নিজের করে নিতে কম প্রচার চালাননি এসব প্রার্থী। শুরুতে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী ছিলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ৮১ বছর বয়সী জো বাইডেন। তবে দলীয় চাপে তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয়। গত জুলাইয়ে তাঁর স্থানে আসেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস।

নানা জরিপের ফল বলছে, দুজনের লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। নির্বাচনে জয়-পরাজয় ঠিক করে দিতে পারে দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্য। তাই শেষ মুহূর্তে দুজন চষে বেড়িয়েছেন এসব অঙ্গরাজ্য। গতকাল পেনসিলভানিয়ায় নির্বাচনী সমাবেশ করার কথা ছিল কমলার। এদিন নর্থ ক্যারোলাইনা, পেনসিলভানিয়া ও মিশিগানে সমাবেশ করেন ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্প।

জনপ্রিয়তার লড়াইয়ে কে এগিয়ে

২০২০ সালে জো বাইডেন ক্ষমতায় বসার সময় চলছিল করোনা মহামারি। তখন মহামারি পরিস্থিতি শক্ত হাতে সামলেছিল বাইডেন প্রশাসন। তবে করোনার পরে অর্থনীতিতে চাপ আসায় বেড়ে যায় দ্রব্যমূল্য, দেখা দেয় কর্মসংস্থানের অভাব। অভিবাসীদের নিয়েও শক্ত পদক্ষেপ নিতে পারেননি বাইডেন। এসবের জেরে তাঁর জনপ্রিয়তা কমতে থাকে।

রোববার সংবাদমাধ্যম *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, নানা ফৌজদারি মামলা ঘাড়ে নিয়ে চলা ট্রাম্প নির্বাচনে জিতলেও সে কৃতিত্ব তাঁর নিজের হবে না। বাইডেন প্রশাসনের প্রতি মানুষের অসন্তোষই তাঁর জয়ের পেছনে কাজ করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের ৪৩টিতে কমলা নাকি ট্রাম্প—কে জিতবেন, তা অনেকটা নিশ্চিত। সমস্যা দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্য—পেনসিলভানিয়া, অ্যারিজোনা, নেভাদা, উইসকনসিন, নর্থ ক্যারোলাইনা, মিশিগান ও জর্জিয়াকে নিয়ে। এই সাত অঙ্গরাজ্যের ফল কমলা-ট্রাম্পের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে।

গতকাল *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর জনমত জরিপে দেখা গেছে, দেশজুড়ে ৪৯ শতাংশ মানুষ কমলা ও ৪৮ শতাংশ ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এ ছাড়া দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে পেনসিলভানিয়ায় ট্রাম্প ১ শতাংশ, অ্যারিজোনায় ৪ শতাংশ, নেভাদায় ১ শতাংশ, নর্থ ক্যারোলাইনায় ১ শতাংশ ও জর্জিয়ায় ১ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। কমলা উইসকনসিনে ১ শতাংশ ও মিশিগানে ১ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।

কাজের অগ্রগতি তুলে ধরল ছয় সংস্কার কমিশন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচন সংস্কার কমিশন সূত্রে জানা গেছে, তাঁরা জানিয়েছেন কমিশন এখন পর্যন্ত ১৪টি বৈঠক করেছেন। বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে মানুষের মতামত নেওয়া হচ্ছে। ২২ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত নির্বাচনপদ্ধতি, সংবিধান ও নির্বাচনী আইনসংক্রান্ত, প্রার্থীদের যোগ্যতাসংক্রান্ত, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, ভোটের দিনে স্বচ্ছতা, নির্বাচনে সরকারি কর্মকর্তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকার বিষয়ে বেশি মতামত এসেছে।

বৈঠকে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান আব্দুল মুয়িদ চৌধুরী জানিয়েছেন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সবার মতামত সংগ্রহ শুরু হয়েছে। কমিশনের সদস্যরা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সফর করে জনসাধারণের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। এ ছাড়া জনপ্রশাসনের বিভিন্ন ক্যাডার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় শুরু হয়েছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রতিবেদন পেশ করবে বলে জানানো হয়।

বৈঠকে দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন এই কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান। জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁরা ইতিমধ্যে ১০টি সভা করেছেন। অংশীজনদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া তথ্য সংগ্রহের জন্য সুনির্দিষ্ট একটি ই-মেইল খোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে ২০০-এর বেশি প্রস্তাব পেয়েছেন। সেগুলো এখন বিশ্লেষণ করছেন।

বৈঠকে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রধান বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান অংশ নেন। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সূত্রে জানা গেছে, তাঁরা ইতিমধ্যে ১০টির বেশি বৈঠক করেছেন। তাঁদের কাজের মধ্যে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক নিয়োগের বিষয়ে রূপরেখা তৈরির কাজে বড় অগ্রগতি হয়েছে। এ ছাড়া মামলাজট কমানো ও বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া নিয়েও কাজ করছেন।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তানিম হোসেইন শাওন বলেন, তাঁরা ইতিমধ্যে অংশীজনদের সঙ্গে সভা করেছেন। আগামী সপ্তাহে আরও দু-একটি সভা হতে পারে।

সংবিধান সংস্কার কমিশনপ্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁরা অন্তত ১০টির মতো সভা করেছেন। তাঁরা সাতটি বিষয় চিহ্নিত করেছেন। এখন সেগুলো নিয়ে কাজ করছেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কমিশনগুলোকে ৯০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। এই হিসাবে জানুয়ারির প্রথম দিকে তাদের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা রয়েছে।

এ ছাড়া গত ১৭ অক্টোবর আরও চারটি বিষয়ে সংস্কার কমিশন করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কামাল আহমেদ, শ্রমিক অধিকারবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ ও নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে থাকবেন শিরীন পারভীন হক। তবে এখনো সদস্যদের নামসহ আনুষ্ঠানিকভাবে এই চার কমিশন গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেনি সরকার।

শোক

মাহবুবুর রহমান

ফেনী সদর উপজেলার ধলিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা মাহবুবুর (৭৪) রহমান গতকাল সোমবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, এক মেয়ে ও দুই ছেলে রেখে গেছেন। তাঁর এক ছেলে মো. জাকারিয়া রহমান প্রিমিয়ার ব্যাংকের ব্র্যান্ড মার্কেটিং ও পিআর বিভাগের মিডিয়া কমিউনিকেশন প্রধান। রাজধানীর কাজীপাড়ায় গতকাল বিকেলে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে গ্রামের বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে দাফনের কথা। **বিজ্ঞপ্তি**

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর জবাবে নরওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের পাশে থেকে নতুন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে জানান রাষ্ট্রদূত।

১ সপ্তাহের মধ্যে বাতিল হবে সাইবার নিরাপত্তা আইন

বৈঠকে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সাইবার নিরাপত্তা আইনের বিষয়ে জানতে চান। জবাবে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'এক সপ্তাহের মধ্যে আইনটি বাতিল হবে এবং এই আইনের অধীন যত মামলা হয়েছে, সেসব মামলাও বাতিল হবে। শুধু এই আইন নয়, মতপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে এমন সব আইন পর্যালোচনা করা হচ্ছে।'

সংখ্যালঘুরা নিরাপদে আছে

বৈঠকে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়েও জানতে চান। নাহিদ ইসলাম তাঁকে বলেন, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা নিরাপদে আছেন। সর্বশেষ দুর্গাপূজায় তাঁদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, ছুটি বাড়ানো হয়েছে। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনৈতিক খেলায় মেতে উঠেছিল।

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে বহির্বিশ্বে নানা রকম নেতিবাচক প্রচারণা করা হচ্ছে উল্লেখ করে এ বিষয়ে সত্য ঘটনা প্রচার করতে নরওয়ের সহযোগিতা কামনা করেন নাহিদ ইসলাম।

বিজ্ঞানে অগ্রগতির জন্য বিভাজন নয়, প্রয়োজন সমন্বয়

বিজ্ঞান

বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে আলাদা করে দেখার প্রবণতা অনেক বেশি। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে নিজের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা দিয়েই সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। বিজ্ঞানে অগ্রগতির জন্য সমন্বয় কেন প্রয়োজন, তা নিয়ে লিখেছেন **জেবা ইসলাম সেরাজ, আবিদুর রহমান, ইশরাত জাবিন, মুহাম্মদ মনজুরুল করিম, আরাফাত রহমান, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, জামিলুর রহমান, আবদুল করিম, আহমেদ আবদুল্লাহ আজাদ, বোরহান উদ্দিন ও হাসিনা খান**

- বৃহৎ বৈজ্ঞানিক সাফল্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশে এ ধরনের সমন্বিত প্রচেষ্টার খুবই অভাব, যার প্রতিফলন দেখা যায় আমাদের গবেষণার সামগ্রিক মানে।
- সরকারের উচিত হবে বাংলাদেশে বিজ্ঞান গবেষণায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা।

বর্তমান যুগের বিজ্ঞান গবেষণার মূলমন্ত্র হলো মাল্টিডিসিপ্লিনারি পদ্ধতির ব্যবহার। জীববিজ্ঞানও এর ব্যতিক্রম নয়। এ জন্য সম্প্রতি জটিল জীববিজ্ঞানবিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য মাল্টিডিসিপ্লিনারি পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এর সবচেয়ে অপূর্ব উদাহরণ হচ্ছে চলতি বছরের পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার।

এই দুই বিভাগেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কম্পিউটেশনাল প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ছিল। বিশেষ করে জীববিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়, প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠন নির্ধারণের মতো জটিল বিষয়ে কম্পিউটার সায়েন্স কতখানি সহায়ক হতে পারে। এর হাত ধরেই ভবিষ্যতে সিনথেটিক বায়োলজি ব্যবহার করে আরও কর্মদক্ষ প্রোটিন তৈরি করা হবে, যা অনেক জটিল জৈবিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে।

কাজেই এটা পরিষ্কার যে বর্তমানে জীববিজ্ঞান গবেষণা মাল্টিডিসিপ্লিনারি রূপ নিয়েছে এবং এই বহুমাত্রিক পদ্ধতিই ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, চিকিৎসা, কৃষি কিংবা পরিবেশ সংরক্ষণের মতো বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানে প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। অন্যদিকে জীববিজ্ঞানের ব্যাপ্তিতে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা কিংবা একটি নির্দিষ্ট ডিসিপ্লিনের বিজ্ঞানীরা ছাড়া অন্য কোনো ডিসিপ্লিনের বিজ্ঞানীদের সমস্যার সমাধানে দরকার নেই, এমন ধারণা করা এই আধুনিক যুগে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিরই বহিঃপ্রকাশ।

দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে আমরা জীববিজ্ঞান গবেষণাকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করে ফেলেছি। যেমন চিকিৎসা, কৃষি, প্রাণরসায়ন, অণুজীববিজ্ঞান, মলিকুলার বায়োলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি। কিন্তু যেকোনো জীববিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানে এই বিষয়গুলো ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত থাকে। বিশেষ করে কৃষি, প্রাণরসায়ন, অণুজীববিজ্ঞান এবং জিনপ্রযুক্তি ওপরের অনেক বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এবং এরা একে অপরের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

এই পরিস্থিতিতে কেউ যদি দাবি করে একটিমাত্র শাখার বিজ্ঞানীরাই উদ্ভিদ, প্রাণী বা মানুষের স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধে একমাত্র উপযুক্ত তা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর; বরং জীববিজ্ঞানের সব শাখা, কম্পিউটার সায়েন্স এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একীভূতকরণের মাধ্যমেই বাংলাদেশের জীববিজ্ঞানকে বৈশ্বিক মানে উন্নত করা সম্ভব। তাই বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীদের বিভক্ত না করে ঐক্যবদ্ধ করাই বাংলাদেশের বিজ্ঞান সম্প্রসারণ এবং বৈশ্বিক মানে পৌঁছার জন্য অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে আলাদা করে দেখার প্রবণতা অনেক বেশি। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে নিজের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা দিয়েই সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এ কারণেই বাংলাদেশে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের মধ্যে ফলপ্রসূ বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা গড়ে ওঠে না।

উদাহরণস্বরূপ কৃষিবিদ, মলিকুলার বায়োলজিস্টস, জিনবিজ্ঞানী, অণুজীববিজ্ঞানী এবং পরিসংখ্যানবিদদের মধ্যে সহযোগিতার অভাবের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও বাংলাদেশে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণার সম্ভাবনা অনেক বেশি, কিন্তু বিভিন্ন বিভাগের গবেষণায় জ্ঞানের লেনদেনের অভাবে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণাপত্রগুলো উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশে হিমশিম খান।

যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের দেশ ও জাপানের মতো প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত দেশগুলোতে এর ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায়। এসব-সম্পর্কিত ডিসিপ্লিনের বিজ্ঞানীরা একই প্রকল্পে একসঙ্গে কাজ করেন গবেষণার উৎকর্ষের জন্য। উদাহরণস্বরূপ ২০০৩ সালে প্রকাশিত মানব জিনোম প্রকল্পের সফলতার পেছনে জীববিজ্ঞানী, জিনতত্ত্ববিদ, কম্পিউটারবিজ্ঞানী ও পরিসংখ্যানবিদ—সবার সমান অবদান ছিল। এই উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে বৃহৎ বৈজ্ঞানিক সাফল্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজনীয়। দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে এ ধরনের সমন্বিত প্রচেষ্টার খুবই অভাব, যার প্রতিফলন দেখা যায় আমাদের গবেষণার সামগ্রিক মানে।

একই ধরনের অসহযোগিতার চিত্র বাংলাদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং জীববিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বিজ্ঞানীদের মধ্যেও লক্ষণীয়। যদিও অন্যান্য দেশে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করা হয়। ধরা যাক, একজন হেপাটাইটিস সি রোগীর সমস্যার কথা। রোগনির্ণয় করার জন্য চিকিৎসকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ তৈরিতে দরকার ফার্মাসিস্ট, প্রাণরসায়নবিদ, রসায়নবিদ, কম্পিউটারবিজ্ঞানী ও অণুজীববিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত একটি বড় গবেষণা দল। সুতরাং সর্বোত্তম রোগী ব্যবস্থাপনার জন্য চিকিৎসক এবং অন্যান্য ডিসিপ্লিনের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহযোগিতা অপরিহার্য। দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশে এ ধরনের সহযোগিতা এখনো বিরল।

বাংলাদেশের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যেখানে জীবভিত্তিক সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিক ডিসিপ্লিনের বিজ্ঞানীরা একসঙ্গে কাজ করছেন তা হলো ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)। আমরা খুবই হতাশ হয়ে লক্ষ করেছি যে এই প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ আছে। বায়োটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের একজন বিজ্ঞানীর নতুন মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদানও বাতিল হয়ে গেছে।

আমরা মনে করি, এনআইবির মহাপরিচালক অথবা যেকোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদের নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছতার সঙ্গে পদস্থ ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক যোগ্যতা এবং তাঁর আন্তর্জাতিক অবস্থানের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে জীববিজ্ঞানের যেকোনো ডিসিপ্লিনের বৈজ্ঞানিক যোগ্যতাসম্পন্ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিজ্ঞানী এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য। এটা বলা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর যে শুধু বায়োটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের একজন বিজ্ঞানীকেই এনআইবির মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।

এনআইবির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে ৪০ শতাংশ বায়োটেকনোলজিস্টস, ২২ শতাংশ প্রাণরসায়নবিদ, ১৪ শতাংশ অণুজীববিজ্ঞানী, ১২ শতাংশ কৃষিবিদ, ১০ শতাংশ উদ্ভিদবিদ এবং ২ শতাংশ প্রাণিবিজ্ঞানী এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। কাজেই 'বায়োটেকনোলজিস্টসরা এনআইবিতে বৈষম্যের শিকার' বলে যে দাবি তোলা হয়েছে, তা আসলে প্রশ্নবিদ্ধ।

এর পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের উচিত হবে বাংলাদেশে বিজ্ঞান গবেষণায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ব্যানবেইসসহ বিভিন্ন গবেষণা ফান্ডিং এজেন্সি বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে অর্থায়নের আবেদনের সময় উল্লেখ করে দিতে পারে যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের গবেষকদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে তৈরি গবেষণা প্রকল্পের আবেদন অগ্রাধিকারমূলকভাবে বিবেচনা করা হবে। এ ধরনের পদক্ষেপ বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত গবেষকদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও জ্ঞান বিনিময়ে উৎসাহিত করবে বলে আশা রাখা যায়।

২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সোসাইটি ফর গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশি বায়োটেকনোলজিস্টস (জিএনওবিবি) এনআইবি প্রতিষ্ঠার নির্দেশিকা প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। জীববিজ্ঞানের সব শাখার বিজ্ঞানীরা, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন কৃষিবিদ, চিকিৎসক, বায়োকেমিস্ট, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, প্রাণিবিজ্ঞানী, অণুজীববিজ্ঞানী, মলিকুলার বায়োলজিস্টস, বায়োটেকনোলজিস্টস, এমনকি কম্পিউটারবিজ্ঞানী এবং পরিসংখ্যানবিদেরা জিএনওবিবির সদস্য। তাঁরা সবাই একযোগে কাজ করছেন বাংলাদেশে মাল্টিডিসিপ্লিনারি বিজ্ঞানের সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য।

জিএনওবিবি বাংলাদেশি জীববিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকে বাংলাদেশ এবং বিদেশে প্রচারে সহায়তা করে। এ ছাড়া জিএনওবিবি বাংলাদেশে এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের যুগান্তকারী গবেষণাকর্মের জন্য জিএনওবিবি স্বর্ণপদক প্রদান করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম এবং সব ডিসিপ্লিনের বিজ্ঞানীদের একত্র করার যে প্রচেষ্টা, তা প্রমাণ করে যে জিএনওবিবি বাংলাদেশে মাল্টিডিসিপ্লিনারি বিজ্ঞানের সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টাবদ্ধ।

জিএনওবিবি বিশ্বাস করে যে বাংলাদেশের বিজ্ঞানকে আন্তর্জাতিক মানে নেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের কোনো বিকল্প নেই। জাতির এই ক্রান্তিকালে বিভক্তির চেয়ে ঐক্য অপরিহার্য। পরিবেশগত বৈচিত্র্য যেমন স্থিতিশীলতায় অবদান রাখে, তেমনি জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীদের সহযোগিতার মাধ্যমেই একমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার উৎকর্ষ আনা সম্ভব।

● লেখকেরা জিএনওবিবির কার্যনির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বে রয়েছেন

বিশেষ চেকপোস্ট কার্যক্রম শুরু | রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত স্থানে নিরাপত্তামূলক বিশেষ চেকপোস্ট কার্যক্রম শুরু করেছে পুলিশ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

৫৭ ধারায় করা মামলা

শহিদুল আলমের বিরুদ্ধে তদন্ত স্থগিত

আলোকচিত্রী শহিদুল আলমের বিরুদ্ধে ২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় করা মামলার তদন্ত কার্যক্রম স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। এফআইআর ও তদন্ত কার্যক্রম বাতিল চেয়ে তাঁর করা আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি মো. ইকবাল কবির ও বিচারপতি মো. রিয়াজ উদ্দিন খান সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল সোমবার রুলসহ এ আদেশ দেন। নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন ঘিরে ২০১৮ সালে শহিদুল আলমের বিরুদ্ধে ৫৭ ধারায় মামলাটি করা হয়। আদালতে শহিদুল আলমের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সারা হোসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী কাজী জাহেদ ইকবাল, আবদুল্লাহ আল নোমান ও প্রিয়া আহসান চৌধুরী। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় শহিদুল আলমের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের ৬ আগস্ট রমনা থানায় মামলাটি হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এইচআরএসএসের প্রতিবেদন

৬৮ রাজনৈতিক সহিংসতা, ২৫টিই বিএনপির অন্তঃকোন্দলে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে গত মাসে (অক্টোবর) কমপক্ষে ৬৮টি ‘রাজনৈতিক সহিংসতার’ ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪০০ জন। এসব সহিংসতার মধ্যে ২৫টি ঘটেছে বিএনপির অন্তঃকোন্দলের কারণে। এ ছাড়া বিএনপি-আওয়ামী লীগের মধ্যে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ২৬টি, বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে ৩টি ও আওয়ামী লীগের অন্তঃকোন্দলে ১টি সহিংসতা ঘটে। অন্য ১৩টি ঘটনা ঘটেছে অন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে।

গতকাল সোমবার হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) ‘বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, অক্টোবর ২০২৪’ শীর্ষক মাসিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এইচআরএসএসের নির্বাহী পরিচালক ইজাজুল ইসলাম সংবাদমাধ্যমে ওই প্রতিবেদনে পাঠিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং এইচআরএসএসের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ওই প্রতিবেদনে তৈরি করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত ৯ জনের মধ্যে অন্তঃকোন্দলে বিএনপির ৩ জন নিহত হয়েছেন। বাকি ৬ জন নিহত হয়েছেন বিরোধীপক্ষের হামলায়। ৯ জন নিহত ব্যক্তির মধ্যে ৪ জন বিএনপির, ২ জন আওয়ামী লীগের আর ৩ জন ইউপিডিএফ কর্মী-সমর্থক।

সংবিধান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ড. কামাল হোসেন। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের হলরুমে। ছবি : প্রথম আলো

ব্যক্তির কলমের খোঁচায় সংবিধান বদলাবে না

আলোচনা সভায় ড. কামাল

‘৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ সংবিধান দিবস’ উপলক্ষে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংবিধান পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। তবে কোনো একজন ব্যক্তির ইচ্ছায় সংবিধান পরিবর্তনের পক্ষে নন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ড. কামাল হোসেন।

‘৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ সংবিধান দিবস’ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. কামাল হোসেন এই অভিমত জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার বিকেলে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে এই সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি।

ড. কামাল হোসেন বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি কলমের খোঁচা দিয়ে এটাকে (সংবিধান) বদলাবে না। একজন ব্যক্তি যদি মনে করেন, প্রেসিডেন্টও যদি মনে করেন এটা ভুল হচ্ছে, এটা ওনার উচিত হবে না যে কলমের খোঁচায় এটাকে চেঞ্জ করে দেবেন। জনগণের মতামত ওনাকে রাখতে হবে, নিতে হবে।’

এই আলোচনা সভায় ড. কামাল হোসেনের পক্ষে একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আইনজীবী নাজমুন নাহার। লিখিত বক্তব্যে কামাল হোসেন বলেন, ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি হিসেবে এই সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। এই সংবিধানের ভিত্তি ছিল আমাদের ত্যাগ ও সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের সংবিধান পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই সংবিধান যাতে কোনোভাবেই অত্যাচারের সুযোগ না দেয়, তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

গণতান্ত্রিক, ন্যায়সংগত ও সাম্যভিত্তিক দেশ গড়ার আহ্বান জানিয়ে কামাল হোসেনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়—লিঙ্গ, ধর্ম, জাতিসত্তা, রাজনৈতিক বা অন্য যেকোনো পরিচয়ের কারণে বৈষম্য হতে দেওয়া যাবে না। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সব সাংবিধানিক সংস্কার আমাদের করতে হবে।

সংবিধানের বেশির ভাগ সংশোধন হয়েছে শাসকের ইচ্ছায়, জনগণের ইচ্ছায় নয় বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। আলোচনা সভায় তিনি বলেন, সংবিধানের অনেক কিছু বদলাতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ দুইবারের বেশি থাকা উচিত না বলে মনে করেন তিনি।

গত ৫২ বছরে দেশে ১২ বার সরকারপদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়েছে, যা সরকার পরিচালনায় অপরিপক্বতার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহদীন মালিক। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের প্রস্তাবের বিপক্ষে অবস্থান জানিয়ে তিনি বলেন, কেবল বেলজিয়াম এক কক্ষবিশিষ্ট সংসদকে পরিবর্তন করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদে গেছে, এ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো উদাহরণ নেই।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল চাকরিতে বৈষম্য দূর করা, সেটা হয়েছে। রাষ্ট্রের সংস্কার করা তাদের (শিক্ষার্থীদের) ম্যান্ডেট ছিল না। এটা সংসদের কাজ। সংবিধান সংশোধন করলে কতকগুলো জটিলতার সৃষ্টি হবে।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির সভাপতি সুব্রত চৌধুরী। তিনি ৪ নভেম্বর সংবিধান দিবস বাতিলের প্রতিবাদ জানান।

গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদুল বারি অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আবু ইয়াহিয়া। এ সময় আরও বক্তব্য দেন সংবিধান দিবস উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক মহিউদ্দিন আবদুল কাদের, আইনজীবী এস এম এ সবুর, আইনজীবী এ কে এম জগলুল হায়দার প্রমুখ।

সাবেক অতিরিক্ত সচিবের বাসা থেকে কোটি টাকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর উত্তরায় সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন খানের বাসা থেকে ১ কোটি ৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা, বেশ কিছু বিদেশি মুদ্রা, ১১টি আইফোন ও ব্র্যান্ডের মূল্যবান ঘড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। গত রোববার রাতে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে নগদ অর্থসহ এসব মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, রোববার রাতে উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরের ৩৩ নম্বর বাড়িতে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। এ সময় গ্রেপ্তার করা হয় সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন খান ও তাঁর ছেলে কে এম আসিফ হাসানকে। আমজাদ হোসেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্বরত অবস্থায় ২০২০ সালে অবসরে যান। তাঁর গ্রামের বাড়ি গাজীপুর সদরে।

উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন খানের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বিদেশি মুদ্রা সংরক্ষণ করার অভিযোগে একটি মামলা হয়েছে। পরে আমরা মানি লন্ডারিং মামলার জন্য আবেদন করব।’ ওসি হাফিজুর বলেন, ‘আমজাদ হোসেন খানকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমরা পরবর্তী সময়ে রিমান্ডের আবেদন করব।’

ঢাকা উত্তরসহ চার মহানগর ও ছয় জেলায় বিএনপির কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কমিটি গঠন করার আড়াই মাস পরই গত সেপ্টেম্বরে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আংশিক আহ্বায়ক কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়। গতকাল সোমবার সেই আংশিক কমিটি আবার গঠন করা হয়েছে। শুধু এ কমিটি নয়, এর পাশাপাশি আরও ৩ মহানগর, ৬ জেলাসহ মোট ১০টি আহ্বায়ক বা পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনুমোদনের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর বিএনপির ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়। এর আড়াই মাস আগে গত ৭ জুলাই সাইফুল আলম নীরবকে আহ্বায়ক ও আমিনুল হককে সদস্যসচিব করে ঢাকা মহানগর উত্তরের আংশিক আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। পরে যখন কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়, তখন এর কোনো কারণ বলা হয়নি।

তবে বিএনপির একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা ওই সময় *প্রথম আলোকে* বলেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে আহ্বায়ক কমিটির বিরুদ্ধে দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে। সে কারণে দল ব্যবস্থা নিয়েছে।

গতকাল নতুন করে বিএনপির ঢাকা মহানগর উত্তরের যে আহ্বায়ক কমিটি করা হয়েছে, সেখানে আহ্বায়ক হয়েছেন আমিনুল হক। আর সদস্যসচিব হয়েছেন মোস্তফা জামান।

ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আংশিক আহ্বায়ক কমিটির পাশাপাশি গতকাল চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, বরিশাল মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি ও সিলেট মহানগর বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

এই তিন মহানগরীর মধ্যে চট্টগ্রাম বিএনপির আহ্বায়ক কমিটিতে এরশাদ উল্লাহ আহ্বায়ক ও নাজিমুর রহমান সদস্যসচিব; বরিশাল মহানগরে মনিরুজ্জামান খান আহ্বায়ক ও মো. জিয়াউদ্দিন সিকদার সদস্যসচিব আর সিলেট মহানগরের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে রেজাউল হাসান কয়েছ লোদীকে ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক ও ইমদাদ হোসেন চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়।

গতকাল চার মহানগরীর পাশাপাশি মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির আংশিক আহ্বায়ক কমিটি ও শেরপুর জেলা বিএনপির আংশিক আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদিত হয়েছে।

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী গতকাল এই কমিটিগুলো অনুমোদনের ঘোষণা দিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ হাসিনার প্রতীকী ফাঁসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সামনে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা; দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের; জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের; বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর প্রতীকী ফাঁসি দিয়েছে ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-শ্রমিক-জনতা’।

গতকাল সোমবার বিকেলে টিএসসির সামনে বাঁশ ও কাপড় দিয়ে প্রতীকী মঞ্চ তৈরি করে ‘ছাত্র-জনতার আদালতে ফ্যাসিবাদের প্রতীকী ফাঁসি’ শিরোনামের এ কর্মসূচি পালন করা হয়। জাতীয় পার্টির সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থান ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনায় সম্প্রতি আলোচনায় আসা ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-শ্রমিক-জনতা’র ব্যানারে শেখ হাসিনাসহ পাঁচজনের প্রতীকী ফাঁসি দেওয়া হয়। এ সময় প্রতীকী ফাঁসির মঞ্চের পাশে ঝোলানো ছিল ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদ শিশু-কিশোরদের তালিকা।

‘ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-শ্রমিক-জনতা’র নেতৃত্বে আছেন নুরুল হক নুরের নেতৃত্বাধীন গণ অধিকার পরিষদের ছাত্রসংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা। তিনি আজ সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা পাঁচজনের প্রতীকী ফাঁসি দিয়েছেন। এ কর্মসূচি থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের সংসদ সদস্য, মন্ত্রীসহ হত্যা-লুটপাটে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

আরেক মামলায় গ্রেপ্তার হাজি সেলিম | রাজধানীর চকবাজার থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য হাজি সেলিমকে গতকাল গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের দ্রুত পুনঃ তদন্ত হবে

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, পিলখানা হত্যাকাণ্ডের তদন্তে কমিশন গঠন করা হবে কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে পুনঃ তদন্ত অবশ্যই হবে এবং তা দ্রুত হবে। গতকাল সোমবার সকালে রাজধানীর পিলখানায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদর দপ্তরের সীমান্ত সম্মেলনকেন্দ্রে বিজিবির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। পরে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ের সময় উপদেষ্টা এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে, তবে খুব সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছাতে আরও সময় লাগবে। মতবিনিময় সভায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সীমান্তে কোনো শিথিলতা দেখানো যাবে না। সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও নজরদারি বজায় রাখতে হবে। জাতীয় স্বার্থ বজায় রেখে চোরাচালান প্রতিরোধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বিজিবিকে তাদের আইন ও ম্যান্ডেট অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তাদের পারফরম্যান্স আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। সে জন্য সাধারণ জনগণ বিজিবির কর্মকাণ্ডে খুশি।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

২৬ প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

সেরা কর্মী ও কুইজ বিজয়ীর পুরস্কার পেলেন যাঁরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কর্মী সম্মেলনে বিভিন্ন বিভাগের সেরা কর্মী, নিজেদের লেখা ও কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। জ্যেষ্ঠ কর্মীরা বিজয়ী কর্মীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

সেরা কর্মী পুরস্কার পেলেন যাঁরা

মনোজ কুমার দে, সম্পাদকীয় সহকারী; মো. সাইফুল্লাহ, জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক; আজিজ হাসান, সহকারী বার্তা সম্পাদক; ফাহমিদা আক্তার, সহসম্পাদক; মো. আনোয়ার হোসেন, সহসম্পাদক; আব্দুর রাজ্জাক সরকার, সহসম্পাদক; আহমদুল হাসান, নিজস্ব প্রতিবেদক; সুহাদা আফরিন, নিজস্ব প্রতিবেদক; আসিফ হাওলাদার, নিজস্ব প্রতিবেদক; জাহাঙ্গীর শাহ, বিশেষ প্রতিবেদক; দীপু মালাকার, ফটোসাংবাদিক; বাবলু চাকমা, ব্যবস্থাপক, মনিটাইজেশন অ্যান্ড অ্যাড অপারেশনস; সৈয়দ জালাল উদ্দিন আকবর, উপব্যবস্থাপক, বিজ্ঞাপন; আবদুল বাছেদ, জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী; শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন, সহকারী ব্যবস্থাপক, ইভেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্টিভেশন; সাইফুল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক, হিসাব; পলাশ মন্ডল, জ্যেষ্ঠ নির্বাহী, মানবসম্পদ; দীপক কুমার পাল, জ্যেষ্ঠ নির্বাহী, প্রশাসন; গাজী ফিরোজ খান, জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম; আদনান মুকিত, সহকারী সম্পাদক, কিশোর আলো।

সেরা প্রতিনিধির পুরস্কার পেয়েছেন আব্দুল আজিজ, জামালপুর; উত্তম মন্ডল, খুলনা; মঈনুল ইসলাম, আলোকচিত্রী, রংপুর। সেরা দলের পুরস্কার পেয়েছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড সিস্টেম সাপোর্ট, আইটি বিভাগ।

নিজের লেখা প্রতিযোগিতায় সাংবাদিকতা বিভাগে প্রথম হয়েছেন মোহাম্মদ ইব্রাহীম, সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার, দ্বিতীয় হয়েছেন শিশির মোড়ল, বিশেষ প্রতিনিধি ও তৃতীয় হয়েছেন তারেক মাহমুদ, ক্রীড়া সম্পাদক। সাংবাদিকতাবহির্ভূত বিভাগে প্রথম মো. আখতারুজ্জামান সরকার, জোনাল ম্যানেজার (বগুড়া), দ্বিতীয় ঝর্না আক্তার শোভা, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, মানবসম্পদ ও তৃতীয় হয়েছেন আতিকুর রহমান, প্রশাসনিক সহযোগী।

কুইজে বিজয়ীদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন লিলি ইয়াসমিন, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, কাস্টমার সাপোর্ট (প্রথমাডটকম), দ্বিতীয় মোহাম্মদ মনজুর কাদের জিলানী, জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, কালচার অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট বিভাগ ও তৃতীয় হয়েছেন মো. মাসুদ রানা, নির্বাহী, মার্কেটিং, মার্কেটিং বিভাগ।

ঝুঁকি নিয়ে সরকার পতনের আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহের অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছেন *প্রথম আলোর* কয়েকজন সাংবাদিক। (বাঁ থেকে) আলতাফ হোসেন, আসাদুজ্জামান, মাহমুদুল হাসান, আল-আমিন, ড্রিঞ্জা চাম্বুগং, মানসুরা হোসাইন, আসিফ হাওলাদার, শুভ্র কান্তি দাশ ও আহমদুল হাসান। গতকাল রাজধানীর ফার্মগেটের বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

শুভাকাঙ্ক্ষীদের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে *প্রথম আলোকে* শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় সিক্ত করেছেন শুভাকাঙ্ক্ষীরা। তাঁরা নিজেদের ভালো লাগা প্রকাশ করেছেন নানাভাবে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে ফুল, কেক, মিষ্টিসহ শুভেচ্ছার বার্তা দিয়ে আসেন শুভাকাঙ্ক্ষীরা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দল, সংগঠন ও পাঠক *প্রথম আলোকে* শুভেচ্ছা জানান।

শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন গ্রামীণফোন, ইউনিলিভার, প্রাণ গ্রুপ, বিকাশ, ওয়ালটন, রানার গ্রুপ, নাভানা ফার্মা, মিনিস্টার গ্রুপ, মাস্টারকার্ড, ভাইয়া হাউজিং, অনর বাংলাদেশ, লিগ্যাসি প্রিন্টিং বিডি, রিয়েলমি, পদ্মা ব্যাংক, কমিউনিটি ব্যাংক, আইপিডিসি ফাইন্যান্স, শান্তা সিকিউরিটিজ, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি, বিটপী, মাত্রা, এনেক্স কমিউনিকেশন, কনসিটো পিআর, ফোরথট পিআর, টপ অব মাইন্ড, মাস্টহেড পিআর, ইনফো পাওয়ার, গ্রোনেক্সেল, সাজগোজ, গ্রুপ এম, নেক্সট ভেঞ্চারস, প্রচিতো আইএমসি লিমিটেড ও স্টারকমের প্রতিনিধিরা।

শুভেচ্ছা জানিয়েছে গণ অধিকার পরিষদ, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, নাগরিক টেলিভিশন, বাংলাভিশন এবং বাংলাদেশ নিউজপেপার সার্কুলেশন ম্যানেজার অ্যাসোসিয়েশন ও সংবাদপত্র এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন।

এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, ই-মেইলে, ফোন দিয়ে এবং মুঠোফোনে বার্তা পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী।

পুরস্কার হাতে *প্রথম আলোর* সেরা কর্মীরা। গতকাল রাজধানীর ফার্মগেটের বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

ভারতের সঙ্গে আন্তঃসীমান্ত রেলপথটি প্রমাণ করল নেপাল
কীভাবে উন্নয়নের জন্য আনা বিদেশি সাহায্য নষ্ট করে

নেপাল-ভারত ট্রেন সংযোগ নিয়ে নেপালের *কাঠমান্ডু পোস্ট*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

প্রবাসী আয়ে সুখবর

অর্থ পাচার পুরোপুরি বন্ধ হোক

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশে প্রবাসী আয় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে, এটা অবশ্যই ইতিবাচক দিক। বছরের শুরু থেকে ডলার-সংকট বাড়লে আওয়ামী লীগ সরকার প্রবাসীদের প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা দেয়। কিন্তু প্রবাসী আয় কমে যাওয়ার প্রকৃত কারণ হুন্ডি ব্যবসা বন্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় সেই প্রণোদনা খুব একটা কাজে লাগেনি।

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের সময় প্রবাসী আয়ে বড় ধরনের ধাক্কা লাগে। সেই ধাক্কা কাটিয়ে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে প্রবাসী আয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। *প্রথম আলোর* খবর অনুযায়ী, অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা প্রায় ২৮ হাজার ৭৪০ কোটি টাকার সমান (প্রতি ডলার ১২০ টাকা হিসাবে)। গত বছরের অক্টোবরে দেশে এসেছিল ১৯৭ কোটি ১৪ লাখ ডলারের প্রবাসী আয়। ফলে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ২১ শতাংশ।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত ১৪ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর। দায়িত্ব নিয়েই তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ডলার-সংকট কাটাতে আন্তব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে বিদ্যমান বন্ড ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আড়াই শতাংশ করা। এতে বিনিময় হার নির্ধারণের ক্রলিং পেগ ব্যবস্থায় ডলারের মধ্যবর্তী দাম ১১৭ থেকে সর্বোচ্চ ১২০ টাকা পর্যন্ত বাড়াতে পারছে ব্যাংকগুলো। প্রণোদনা দিয়ে ব্যাংকগুলো এখন ১২২ টাকায়ও প্রবাসী আয় কিনছে।

বিভিন্ন ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তারা *প্রথম আলোকে* জানান, দাম অতিরিক্ত বাড়িয়ে প্রবাসী আয় কেনার যে প্রতিযোগিতা ছিল, এখন তা অনেকটাই কমে এসেছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কড়াকড়ি কমায় সব ব্যাংকের জন্য সমান সুযোগ তৈরি হয়েছে। এটি প্রবাসী আয় বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশ থেকে অর্থ পাচার বেড়ে যাওয়ায় প্রবাসীদের আয় বৈধ পথে এলেও বাকিটা অবৈধ পথে বা হুন্ডির মাধ্যমে দেশে আসত। হুন্ডির মাধ্যমে আসা অর্থের বৈদেশিক মুদ্রা সেখানেই থেকে যেত। এখানে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদার দেশীয় মুদ্রায় সেটি শোধ করতেন। ফলে সরকার প্রবাসী আয়ের বিপরীতে বিরাট বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হতো।

ডলার-সংকটের আরেকটি কারণ বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাপক ঘাটতি। অর্থাৎ আমরা যে পরিমাণ অর্থের পণ্য বিদেশে রপ্তানি করি, বিদেশ থেকে আমদানি করি অনেক বেশি। পণ্য রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার একটি অংশ চলে যায় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করতে। অথচ প্রবাসীদের পাঠানো সব টাকাই যাতে বৈধ চ্যানেলে আসে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার বিদায় নেওয়ার পর অর্থ পাচার অনেকটাই কমে গেছে। ফলে প্রবাসীদের মধ্যে বৈধ পথে অর্থ পাঠানোর পরিমাণও বেড়েছে। এই ধারা ধরে রাখতে হলে অর্থ পাচার যেমন পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে, তেমনি প্রবাসীরা যাতে বৈধ পথে বেশি করে অর্থ পাঠান, সে বিষয়েও তাঁদের উৎসাহিত করতে হবে। গত আড়াই মাসে পরিস্থিতির যে উন্নতি হয়েছে, সেটা ধরে রাখতে হবে।

এ ক্ষেত্রে বিদেশে বাংলাদেশি মিশনগুলোও ভূমিকা রাখতে পারে। প্রবাসীদের অভাব-অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারলে তাঁরা আরও উৎসাহিত হবেন।

২০ হাজার মানুষের স্বস্তি

সেতু নির্মাণ করায় গ্রামবাসীকে অভিবাদন

একটি ভালো সড়ক বা সেতু না থাকায় এখনো অনেক গ্রাম পিছিয়ে আছে। কৃষিপণ্য পরিবহন থেকে শুরু করে শিশু-কিশোরদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া, মুমূর্ষ রোগীকে হাসপাতালে নিতে গেলে ভোগান্তির শেষ থাকে না। সেতু ভেঙে পড়ায় এমন ভোগান্তির মুখেই পড়েছিলেন যশোর সদরের ডাকাতিয়া গ্রামের মানুষ। তবে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বাঁশের সাঁকো তৈরি করে নিজেরা নিজেদের এই সমস্যা ঘুচিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি প্রশংসনীয় কাজ।

ডাকাতিয়া গ্রামে একটি পাকা সেতু ছিল, যেটি ১০০ বছরের পুরোনো। সদর উপজেলার কাশিমপুর ও নওয়াপাড়া ইউনিয়নের মধ্যে শতাব্দীকাল ধরে সেতুবন্ধ তৈরি করে রেখেছিল সেতুটি। সেটির ওপর নির্ভরশীল ছিল ২৬টি গ্রামের ২০ হাজার মানুষ। অবশেষে মাসখানেক আগে এক বন্যায় সেতুটি ভেঙে পড়ে। বিপাকে পড়েন এসব মানুষ। খবর পাওয়ার পরও এলজিইডি, ইউনিয়ন পরিষদ বা সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান সেতুটি সংস্কার করার জন্য এগিয়ে আসেনি। এতে গ্রামবাসী বসেও থাকেননি। নিজেরাই নেমে পড়েন নিজেদের দুর্ভোগ লাঘবে। গত শুক্রবার টাকা ও স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে বাঁশের সাঁকো নির্মাণ শুরু করেন এলাকাবাসী। এখন বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে সাইকেল ও মোটরসাইকেল নিয়ে মানুষ চলাচল করছেন।

এভাবে স্বেচ্ছাশ্রমে সেতু বা সড়ক নির্মাণ করা নতুন নয়। এরপরও আমরা যশোরের দুই ইউনিয়নের বাসিন্দাদের এ কর্মকাণ্ডের জন্য সাধুবাদ জানাতে চাই। এসব স্বেচ্ছাশ্রমের ঘটনা সরকারি কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতাকেই চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয় না, সমাজের সামষ্টিক শক্তিকেও প্রকাশ করে। সমাজের যেকোনো সংকট মোকাবিলায় সামাজিক শক্তি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা ছোট ছোট এমন স্বেচ্ছাশ্রমে আরও বেশি প্রতিফলন হয়। সেই অর্থে এসব ঘটনা কোনোভাবেই ছোট নয়।

ভৈরব নদের দুই পাড়ে আড়াআড়ি মাটি দিয়ে ভরাট করে কালভার্টের মতো ডাকাতিয়া গ্রামের সেতুটি নির্মিত হয়েছিল। ফলে ভৈরব নদের পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, নদের সঙ্গে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ঠিক রেখে এবার নতুন সেতু নির্মাণ করতে হবে। এর ফলে ভৈরব নদকে আবারও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) যশোর কার্যালয়ের বক্তব্য, ডাকাতিয়া এলাকায় নতুন একটি সেতু নির্মাণের জন্য এলজিইডি প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে, যা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

অদম্য গ্রামবাসীর দাবি দ্রুত পূরণ হোক। আমরা আশা করি সেতুটির জন্য প্রকল্প অনুমোদন ও বরাদ্দ ছাড় করা হবে।

চিঠিপত্র

সেশনজটের দায় কে নেবে

বাংলাদেশের বেশির ভাগ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো না কোনো বিভাগে সব সময় সেশনজট লেগেই থাকে। জুলাই বিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন করে সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে। এই নতুন সেশনজট সৃষ্টির পেছনে জুলাই বিপ্লব যতটা দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কারণ, জুলাই বিপ্লবের আগে, অর্থাৎ জুন মাসে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সর্বজনীন পেনশন প্রত্যাখ্যান, সুপার গ্রেড, আলাদা বেতনকাঠামোর জন্য তাঁরা বিভিন্ন আলটিমেটামের পাশাপাশি ক্লাস, পরীক্ষা বর্জনসহ সব একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ফলে শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারায় তাঁদের সেমিস্টারগুলো নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়নি।

ছাত্র-জনতার চাপে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া উপাচার্য ও অন্য কর্মকর্তারা শিক্ষার্থীদের চাপে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটে। জুলাই বিপ্লব ও বিপ্লব-পরবর্তী সময়কে মিলিয়ে মোট দুই মাসের কিছু বেশি সময় শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষার বাইরে ছিলেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি সেশনজট শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে পারে, তাহলে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন পারছে না? অবশ্যই সেখানে সদিচ্ছা ও জবাবদিহির অভাব রয়েছে।

যদি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সেশনজট নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, তবে সন্ত্রাসীরা ধীরে ধীরে আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্বৃত্তায়নের জন্ম দিতে পারে, যা ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের জন্য অশনিসংকেত হবে।

মো. হেলাল মিয়া
শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
editorial@prothomalo.com

৫০ বছরের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা

স্বাধীন সাংবাদিকতায় অবিচল থাকবে প্রথম আলো

মতিউর রহমান

আমাদের সেই তরুণ সময়ের এক উজ্জ্বল দিন ছিল ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২ সাল। সেদিন আইয়ুব শাসনবিরোধী সাহসী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেদিনের সেই ধর্মঘট আর মিছিলে আমিও ছিলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট হয়েছিল, মিছিল হয়েছিল, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল। এরপর প্রায় সপ্তাহজুড়ে ঢাকা এবং সারা দেশে এই ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি, হল অবরোধ, নির্বিচার গ্রেপ্তার এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই ছাত্র আন্দোলনের স্লোগান ছিল : সামরিক শাসন চাই না, কথা বলার অধিকার চাই, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই, নির্বাচন চাই ও গণতন্ত্র চাই।

সেদিন যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র গণ-আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিল। সে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আইয়ুব সরকারের পতন হয়েছিল, শেখ মুজিবসহ রাজবন্দীরা মুক্তি পেয়েছিলেন এবং সামরিক সরকার সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়েছিল। তখন দেশে সামরিক শাসন থাকলেও সাহসী সাংবাদিকতা ছিল।

সাপ্তাহিক একতা পর্ব : বন্ধ ও পুনঃপ্রকাশ

ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন শেষ করে ১৯৭০ সালে সাপ্তাহিক *একতা* পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলাম। সেটা তখন বেআইনি ঘোষিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র ছিল। সে সময়ে সামরিক শাসনের মধ্যেও আমরা পত্রিকায় রাজনৈতিক অধিকার, নির্বাচন, গণতন্ত্র এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলেছি। সর্বশেষ ২৫ মার্চ রাতে পৃষ্ঠাজুড়ে 'সর্বাত্মক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হউন' শিরোনামে পত্রিকা বের করেছিলাম। ২৬ মার্চ সে পত্রিকা আর বিলি হতে পারেনি। ততক্ষণে আমাদের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা তখন এক নতুন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে দিনরাত কাজ করেছি। আবার বাহাত্তর সালের ফেব্রুয়ারিতে নতুন করে সাপ্তাহিক *একতা* পত্রিকা বের করেছি।

আশা করেছিলাম, ১৯৭৩ সালের সংবিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। কিন্তু ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে জরুরি আইন জারি এবং ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়ে শেখ মুজিব একদলীয় বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ) শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। দেশে সে সময় চারটি পত্রিকা ছাড়া সব পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সাপ্তাহিক *একতা*ও বন্ধ হয়ে যায়। সেই '৬২ সাল থেকে যে দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছি, স্বাধীন বাংলাদেশে সাড়ে তিন বছরের মাথায় এসে সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গেল। সংগঠন করার স্বাধীনতা থাকল না। গণতন্ত্রও রইল না। প্রতিষ্ঠিত হলো একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবার শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড ও সামরিক শাসন জারি হলে সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। সারা দেশে এক অস্বাভাবিক ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পরে সামরিক শাসক জিয়ার শাসনামলে দেশে রাজনীতি পুনঃপ্রচলনের সময়ে *একতা* পুনঃপ্রকাশের অনুমতি পাওয়া যায়। ১৯৭৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির প্রথম শুক্রবার সাপ্তাহিক *একতা* পুনঃপ্রকাশিত হয়। আমরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার হই। সেই দিনগুলোতে বহু বাধাবিপত্তি পেরিয়ে অনেক সাহস নিয়ে সাংবাদিকতার কাজ করতে হয়েছে।

১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবার জটিল হয়ে পড়ে। শুরু হয় এরশাদের স্বৈরশাসন। ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ১৫ মে এরশাদের নির্দেশে সাপ্তাহিক *একতা* বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রায় ১০ মাস বন্ধ থাকার পর ১৯৮৭ সালের মার্চে আবার *একতা* চালু হয় এবং এরশাদের পতনের গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বিএনপি আমলে দৈনিক ভোরের কাগজ এবং বিজ্ঞাপন বন্ধ

শেষ পর্যন্ত এরশাদের পতনের পর সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসে। তার কিছুদিন পর ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমরা নব উদ্যমে দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এর প্রকাশক ও সম্পাদক হিসেবে নতুন পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করি। তখন নতুন সময়ে নতুন প্রত্যাশায় আমরা দৃঢ়ভাবে দলনিরপেক্ষ ও স্বাধীন সংবাদপত্র হিসেবে দৈনিক *ভোরের কাগজ*কে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করি।

মনে পড়ে, ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিএনপি সরকার *ভোরের কাগজ*-এর সব সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়েছিল। কারণ, আমরা বিএনপি সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম ও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ এবং সমালোচনা করছিলাম। সরকারি বিজ্ঞাপন ফিরে পেতে বহুমুখী আন্দোলন, এমনকি আমরা রাস্তায় মিছিলও করেছি। সে সময় আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধি ও আমার বিরুদ্ধে বগুড়া, সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকাসহ অনেক জায়গায় মামলা হয়েছে। জামিন পেতে জেলায় জেলায় যেতে হয়েছে।

১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। তারা সরকার গঠন করে। আমরা *ভোরের কাগজ* পত্রিকায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা অব্যাহত রাখি। কিন্তু আবার আমরা স্বাধীন সাংবাদিকতার কাজে বাধাগ্রস্ত হই। কারণ, *ভোরের কাগজ*-এর প্রকাশক তখন সরকারি দলের সংসদ সদস্য ও পরে উপমন্ত্রী হন। সরকারের চাপ তিনি আর নিতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত *ভোরের কাগজ* ছেড়ে চলে আসি আমরা।

আজ ৬২ বছর পর আবার আমাদের সেই একই দাবি তুলতে হচ্ছে; কথা বলার অধিকার চাই, সাংবাদিকের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই। ছবি : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের গ্রাফিতি

আওয়ামী লীগ আমলে প্রথম আলোর বিজ্ঞাপন ও অনলাইন বন্ধ

নতুন করে স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ সাংবাদিকতার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে আমরা আবার শতাধিক সহকর্মী নিয়ে *প্রথম আলো* প্রকাশ করি এবং দৃঢ়ভাবে স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ সাংবাদিকতা শুরু করি। সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা করি এবং পাশাপাশি সরকারের ব্যর্থতাও তুলে ধরার চেষ্টা করি। একই সঙ্গে বিরোধী দলের অগণতান্ত্রিক রাজনীতির সমালোচনাও করি।

২০০০ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারও *প্রথম আলোর* সব সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ এবং প্রথম আলো ডটকম অনলাইন সংস্করণও বন্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ২০০১ সালে আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারি বিজ্ঞাপন আবার চালু হয় এবং অনলাইনের জন্যও নতুনভাবে অনুমতি পাওয়া যায়।

পাঠকদের একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিই। ২০০১ সালের জানুয়ারিতে তৎকালীন ইউএনবির ফেনীর সাংবাদিক টিপু সুলতানকে ফেনীতে আক্রমণ করে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে রেখে যায় আওয়ামী লীগের তৎকালীন সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারীর অনুসারীরা। *প্রথম আলো* এ নিয়ে জোরালোভাবে সংবাদ ও মতামত প্রচার করে। আমরা টিপু সুলতানের চিকিৎসার জন্য তহবিল সংগ্রহ করি। সাংবাদিক টিপু সুলতানকে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাংককে চিকিৎসা নিতে হয়েছিল। তাঁর হাতে-পায়ে আটবার অস্ত্রোপচার হয়েছিল।

এসব কারণে চরম ক্ষিপ্ত হয়ে দুবার (২০০১ সালের ১২ ও ২৬ জুন) সংসদে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারী *প্রথম আলো* ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে কুৎসিত বিষোদ্গার করেছিলেন। সেদিন সংসদে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

আবার বিএনপি, আবার বিজ্ঞাপন বন্ধ

২০০১ সালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০০৬ পর্যন্ত তাদের সব ধরনের অগণতান্ত্রিক এবং দুর্নীতির সব কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল *প্রথম আলো*। বিশেষ করে চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্রের চালান ধরা পড়া এবং তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা নিয়ে আমরা বহু সত্যানুসন্ধান, বিশেষ প্রতিবেদন ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, মতামত, বক্তব্য, কার্টুন ইত্যাদি করেছিলাম, সেসব কথা আমাদের পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে।

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনায় হামলাকারী হিসেবে জজ মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে সরকার সাজানো জবানবন্দি আদায় করে। আমরা সেই সাজানো জবানবন্দি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তদন্ত নিয়েও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করি। সেই বিএনপি সরকারের আমলেও সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল শুরুতেই। এবং *প্রথম আলোর* জন্য বিজ্ঞাপন নির্ধারিত ছিল দৈনিক ১০ কলাম ইঞ্চি। তা ছাড়া তখন বিএনপির নেতারা নানাভাবে *প্রথম আলোর* বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছেন।

সেখানেই থেমে থাকেননি তাঁরা। সে সময়ের বিএনপি সরকারের আমলে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন, সংসদ সদস্য নাসির উদ্দীন আহাম্মেদ (পিন্টু) এবং সংসদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান খাগড়াছড়ির আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া প্রমুখের দুর্নীতি ও নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আমরা সংবাদ ও মতামত প্রকাশ করেছিলাম। তাঁরা *প্রথম আলোর* সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। খাগড়াছড়িতে মামলা হয়েছিল ২৭টি। কিন্তু কোনো মামলা টেকেনি। আদালত সব মামলা খারিজ করে দিয়েছেন। এ রকম আরও মামলা হয়েছিল দেশের বিভিন্ন স্থানে।

তারপরের ঘটনা, ২০০৭ ও ২০০৮ সালে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়েও গোয়েন্দা সংস্থার সমর্থনে হিযবুত তাহরীর *প্রথম আলো* পত্রিকা বিক্রিতে বাধা প্রদান করে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। আমাদের কয়েকজন সংবাদকর্মীকে গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়। একটি মহল তখন *প্রথম আলো* বন্ধ ও সম্পাদককে গ্রেপ্তার করার নানা রকম উদ্যোগও নিয়েছিল। সে জন্য বহু অপপ্রচার চালিয়েছিল তারা।

আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায়, প্রথম আলোর বিরুদ্ধে আরও আক্রমণ

সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্যোগে সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আবার আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে। এর পর থেকে দেড় দশকের বেশি সময় ধরে *প্রথম আলো* নানা রকম চাপ, ভয়ভীতি এবং আক্রমণের মুখে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এ জন্য আমাদের ওপর নানামুখী আক্রমণ এবং অনেক মামলা করা হয়েছে। একসময় মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল এক শর ওপরে। এখন ঢাকা ও ঢাকার বাইরে মিলিয়ে ২৫টি মামলা কার্যকর রয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ২০০৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর *প্রথম আলো* এবং এর সম্পাদকের বিরুদ্ধে লতিফ সিদ্দিকী, শাজাহান খান, শেখ সেলিমসহ সরকারদলীয় সংসদ সদস্যরা জাতীয় সংসদে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তীব্র আক্রমণ করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁরা *প্রথম আলোর* সম্পাদককে গ্রেপ্তার এবং সংসদে উপস্থিত করে বিচার ও শাস্তির দাবি করেছিলেন। তারপর থেকে *প্রথম আলোর* ওপর নানামুখী চাপ অব্যাহত থাকে। শুধু রাজধানী ঢাকা নয়, স্থানীয় ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিরা নানাভাবে আক্রমণের শিকার হয়েছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে মামলা হয়েছে *প্রথম আলোর* সাংবাদিক ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে।

২০১৫ সালের আগস্টে সরকার প্রায় ৫০টি বড় দেশি ও বহুজাতিক কোম্পানিকে মৌখিক নির্দেশ দিয়ে *প্রথম আলোতে* বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য করে। এর আগেই সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, অর্থনৈতিকভাবে *প্রথম আলোকে* পঙ্গু করে দেওয়া।

২০১৫ সালের ২৭ মে প্রথম খবর ছাপা হয় ঝিনাইদহে ১৫টি কলের লাঙল ক্রয়ে অনিয়ম বিষয়ে। ২ জুলাই দ্বিতীয়বার ছাপা হয় '*প্রথম আলোর* খবর অসত্য নয়, এখনো ৫ জন লাঙল কেনেননি'। জুলাই মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি সংস্থার দুর্নীতি নিয়ে *প্রথম আলো* প্রতিবেদন করলে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী 'জনস্বার্থে' সংসদে আমাদের বিরুদ্ধে তিন দিন (১৬ জুন, ১৭ জুন, ৫ জুলাই) বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সংসদে দুটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন। ওই প্রতিবেদনের জন্য *প্রথম আলোর* স্থানীয় সাংবাদিক ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে ১২টি মামলা হয়েছিল। সেসব মামলা পরে আদালতে খারিজ হয়ে গেছে।

সর্বশেষ ২০২৩ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহজুড়ে অতিসাধারণ একটি ঘটনা, সাভার প্রতিনিধির একটি সংবাদকে কেন্দ্র করে অসত্য প্রচার করে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা হয়েছে। সরকার সমর্থক লেখক, শিল্পী, অধ্যাপক, উপাচার্যসহ বিভিন্ন পেশার লোকজনকে পরিকল্পনা করে *প্রথম আলোর* বিরুদ্ধে মাঠে নামানো হয়েছিল। সংসদের ভেতরে ও বাইরে প্রচারণা হয়েছে। *প্রথম আলোর* প্রকাশনা বাতিল, সম্পাদকের গ্রেপ্তার, বিচার ও শাস্তি দাবি করা হয়েছে।

এই ঘটনায় সাভারে কর্মরত *প্রথম আলোর* সাংবাদিক শামসুজ্জামানের বিরুদ্ধে দুটি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়। শামসুজ্জামানকে জেলে যেতে হয়েছে। এর আগে *প্রথম আলোর* বিশেষ প্রতিনিধি রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে হামলা, হেনস্তা এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

প্রথম আলোর স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা নিয়ে অসত্য প্রচার, অপপ্রচার, পত্রিকা বন্ধ, বিজ্ঞাপন বাদ দেওয়াসহ স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন বা কোনো অনুষ্ঠানে *প্রথম আলোর* কোনো প্রতিনিধি বা কারও উপস্থিতির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ছিল। প্রায় সব সরকারি-আধা সরকারি অফিসে পত্রিকা নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়।

প্রথম আলোর বিরুদ্ধে সরকার এতটাই বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বলেছেন, '*প্রথম আলো* আওয়ামী লীগের শত্রু, *প্রথম আলো* গণতন্ত্রের শত্রু, *প্রথম আলো* দেশের মানুষের শত্রু।' *প্রথম আলোর* বিরুদ্ধে এসব অভিযোগের কোনো সত্যতা বা ভিত্তি ছিল না। সাংবাদিকতাসহ *প্রথম আলোর* সব কর্মকাণ্ডই হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে ভিত্তি করে আর গণতন্ত্র ও জনগণের কল্যাণকে কেন্দ্র করে। *প্রথম আলোর* সব লেখালেখি, সব প্রচার, সব অনুষ্ঠান এবং সব প্রকাশনার ক্ষেত্রেও সেটাই সত্য। সে জন্যই *প্রথম আলো* দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বড় সংবাদ প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ ২৬ বছর ধরেই এ কাজগুলো আমরা ধারাবাহিক ও একনিষ্ঠভাবে করে চলেছি। এর স্বীকৃতিও আমরা পাই আমাদের পাঠকের সক্রিয় অংশগ্রহণে, পাঠকের ভালোবাসায়। প্রতিবছর *প্রথম আলোর* সাংবাদিকেরা পুরস্কৃত হন দেশের ভেতরে। দেশের বাইরেও বিভিন্ন পুরস্কারসহ স্বীকৃতি পেয়েছে।

এটাও মনে করিয়ে দিতে চাই যে *প্রথম আলো* রাষ্ট্রের সব আইনকানুন মেনে চলে। সরকারের কাছে দেওয়া আমাদের আয়-ব্যয়ের সব হিসাব পরিষ্কার। আর সে জন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে *প্রথম আলো* ও ব্যক্তি হিসেবে *প্রথম আলো* সম্পাদক আট বছর ধরেই গণমাধ্যম বিভাগে সেরা করদাতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

নতুন সময়ে সাংবাদিকতা

বিগত জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নিপীড়ক স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের পতন হয়েছে। প্রায় তিন মাস হতে চলেছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার কাজ করছে। ভেঙেচুরে যাওয়া প্রশাসন, বিচার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এই সরকারের যাত্রা শুরু হয়েছে। এসবের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি এবং জনজীবন বহুমুখী সংকটে মানুষের জীবন কঠিন হয়ে পড়েছে। এসব থেকে দ্রুত মুক্তি নেই জেনেও মানুষ দেখতে চায় সরকার বা উপদেষ্টারা চেষ্টা করছেন এবং কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের কথা ও কাজগুলো ফলপ্রসূ হোক, সেটা দেখতে চায় মানুষ। মানুষ আশাবাদী হতে চায়।

এসব রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সফল হতে হলে সমাজের সর্বত্র উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও স্বাধীন মতপ্রকাশের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সব গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আরও খোলামেলা আলোচনা হতে হবে বাধাহীনভাবে। সে জন্য অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি করে মত ও সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা প্রয়োজন এখন। মুক্ত আলোচনার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান বা উপদেষ্টারা সজাগ আছেন বলে আমরা মনে করি। তাঁরা এসব নিয়ে কথা বলছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখছি কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচারণা চালাচ্ছেন। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছেন। এই সবকিছুই দেশের স্বাধীন সংবাদপত্রের কাজে ও গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বড় বাধা।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য আমরা বিগত স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে এসব নিয়ে কথা বলেছি। আন্দোলন করেছি। এ সময় যখন সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষত মেরামতের চেষ্টা চলছে, তখন এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এতে সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছুর সম্ভাবনা নেই।

স্বাধীনতার পর ৫০ বছরের বেশি সাংবাদিকতা জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা বলতে পারি, কোনো সরকারের আমলেই দেশে সাংবাদিকতা বাধাহীন ও স্বাধীন ছিল না। আমরাও স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারিনি। আর আমরা সব সরকারের আমলেই নির্যাতনের মুখে পড়েছি। আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। জেলায় জেলায় আদালতে যেতে হয়েছে হাজিরা দিতে। *প্রথম আলো* ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে এখনো প্রায় ২৫টি মামলা চলমান রয়েছে। একসময় মামলার সংখ্যা ছিল এক শর বেশি। তবে বিগত স্বৈরাচারী সরকারের আমলে আমরা সবচেয়ে বেশি আক্রমণের শিকার হয়েছি, বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে *প্রথম আলোর* সাংবাদিকতার কাজ।

এ রকম অবস্থার মধ্যে আর আমরা যেতে চাই না। আমরা পরিবর্তন চাই। সে জন্য আমাদের এখন রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অনেক সংস্কারের কাজ করতে হবে। সে জন্য স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সাহসের সঙ্গে আমাদের সাংবাদিকতার কাজই করে যেতে হবে।

সেই একই দাবি

শুধু সাইবার নিরাপত্তা আইন নয়, বিগত স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকার নতুন নতুন আরও চার-পাঁচটি আইন করার উদ্যোগ নিয়েছিল। এসবের প্রতিটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার পথে বাধা সৃষ্টি করবে বলে সাংবাদিক, সম্পাদক ও প্রকাশকেরা মতামত দিয়েছিলেন। সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন সবাই। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শেখ হাসিনার স্বৈরতান্ত্রিক সরকার তার অবস্থানে অনড় ছিল। এভাবেই বিগত স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। নির্বাসিত হয়েছে গণতন্ত্র।

আসলে বিগত স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের আমলে সাংবাদিকতা, সংবাদপত্র বা প্রচারমাধ্যম নিয়ে যা চলছিল, সেটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। সে রকম ব্যবস্থা আর চলতে পারে না। সে জন্য বারবার মনে পড়ে যায়, সেই ১৯৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র ধর্মঘট আর মিছিলের কথা। সেদিন আমাদের স্লোগান ছিল—কথা বলার অধিকার চাই, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই, গণতন্ত্র চাই, নির্বাচন চাই। আজ ৬২ বছর পর আবার আমাদের সেই একই দাবি তুলতে হচ্ছে; কথা বলার অধিকার চাই, সাংবাদিকের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই। নির্বাচন চাই, গণতন্ত্র চাই।

● **মতিউর রহমান** *প্রথম আলোর* সম্পাদক ও প্রকাশক

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

হয় ফ্যাসিবাদ নয়তো জায়নবাদকে বেছে নিতে হবে

হামিদ দাবাশি

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস* ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফ্যাসিবাদ নিয়ে একের পর এক নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। এক প্রতিবেদনে তারা বলেছে, 'ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে দীর্ঘতম সময় ধরে দায়িত্বে থাকা চিফ অব স্টাফ জন কেলি বলেছেন, তিনি মনে করেন, ট্রাম্প ফ্যাসিস্ট সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন।' তাদের আরেকটি নিবন্ধে প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়েছে, 'এটি কি ফ্যাসিবাদ?' অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই একই পত্রিকায় আপনি ১৩ মাস ধরে ফিলিস্তিন ও লেবাননে যে গণহত্যা ঘটে চলেছে, তার একটি ঘটনাও (ঘটনাগুলো প্রশ্নবিদ্ধ বা খারিজ করার ক্ষেত্র ছাড়া) খুঁজে পাবেন না।

ফিলিস্তিন ও লেবাননে চলা ধ্বংসযজ্ঞের জন্য যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস মূলত দায়ী, সে কথা তাদের প্রতিবেদনের কোথাও খুঁজে পাবেন না। *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস* আমেরিকানদের ট্রাম্পের ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে সতর্ক করে যাচ্ছে। কিন্তু বাইডেন ও কমলা হ্যারিসের সমর্থনপুষ্ট ইসরায়েলের গণহত্যামূলক ইহুদিবাদ নিয়ে কোনো উল্লেখ তাদের প্রতিবেদনে পাবেন না।

২০২৪ সালের আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচন মূলত দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের শীর্ষ প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। এটি একটি জাতীয় উৎসবমুখর উপলক্ষ। এই নির্বাচনে কোটি কোটি হতাশাগ্রস্ত বা বিভ্রান্ত আমেরিকানকে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাঁরা কোন ধরনের দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশা করছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাঁরা কোনটিকে বেছে নেবেন; ফ্যাসিবাদ নাকি জায়নবাদ?

প্রায় এক বছর ধরে স্বপ্রকাশিত জায়নবাদী বাইডেন সামরিক সরঞ্জাম, কূটনৈতিক কূটকৌশল, মিথ্যার চটক এবং যুদ্ধবিরতি নিয়ে প্রহসনের মাধ্যমে একটি জাতিকে নির্বিঘ্নে ধ্বংস করার চেষ্টার অংশ হিসেবে ইসরায়েলের সবচেয়ে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞে মদদ দিয়েছেন। বাইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে মিথ্যা বলে বলে তাঁর সহযোগী জায়নবাদীদের গণহত্যা চালাতে সাহায্য করছেন। তিনি হেনরি কিসিঞ্জারের চেয়েও নির্মম মিথ্যাবাদী হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বাইডেনের পূর্বসূরি ট্রাম্প প্রকাশ্য এবং নগ্ন বর্ণবাদের মাধ্যমে আমেরিকান সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্তর্নিহিত আচ্ছাদন খুলে দিয়েছেন। এখন দেখা যাচ্ছে, বাইডেনের প্রতিরূপ কমলা হ্যারিস তাঁর পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ করতে প্রস্তুত আছেন। অন্যদিকে, ট্রাম্প আগের চেয়েও খারাপ আচরণ করতে প্রস্তুত। এ কারণে প্রশ্ন উঠছে, এই দুই বড় মন্দের মধ্যে কোনটিকে ভোটাররা বেছে নেবেন। ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ যোগ্য আমেরিকান ভোটার সাধারণত কোনো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দেন না। ভোট দেওয়া ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ভোটার প্রায় সমানভাবে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটের মধ্যে বিভক্ত। এই নির্বাচনে কোনো বিবেকবান মানুষ (সে আমেরিকান হোক বা না হোক) কোনো বাস্তব বিকল্প দেখতে পাচ্ছেন না।

> আমেরিকান নির্বাচনের সমস্যাটি হলো, যাঁরা এই সত্যগুলোকে অবহেলা করেন এবং এই দুটি মন্দের মধ্যে একটিকে বেছে নেন, তাঁরা সেই বাকি আমেরিকানদের বিপক্ষে দাঁড়ান, যাঁরা শালীনতা রক্ষা করতে চান এবং বিশ্বকে আমেরিকান সামরিক বর্বরতার হাতে ছেড়ে দিতে চান না

আপনি যদি হ্যারিসকে ভোট দেন, তাহলে আপনি একটি পুরো জাতির বিরুদ্ধে চলমান গণহত্যাকে সমর্থন করবেন। আর যদি ট্রাম্পকে বেছে নেন, তাহলে আপনি একজন দোষী সাব্যস্ত অপরাধীকে নির্বাচিত করছেন যার জাতিগত বিশ্ব আধিপত্য এবং দেশীয় ফ্যাসিবাদের রেকর্ড রয়েছে। আমেরিকান নির্বাচনের সমস্যাটি হলো, যাঁরা এই সত্যগুলোকে অবহেলা করেন এবং এই দুটি মন্দের মধ্যে একটিকে বেছে নেন, তাঁরা সেই বাকি আমেরিকানদের বিপক্ষে দাঁড়ান, যাঁরা শালীনতা রক্ষা করতে চান এবং বিশ্বকে আমেরিকান সামরিক বর্বরতার হাতে ছেড়ে দিতে চান না।

● **হামিদ দাবাশি** নিউইয়র্ক সিটির কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইরানিয়ান স্টাডিজ ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক

মিডল ইস্ট আই ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৬০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

শ্রমের সচলতা

শ্রম একটি গতিশীল উপাদান। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শ্রমিক সহজেই চলাচল করতে পারেন। শ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শ্রমের সচলতা।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৯

 # এক কথায় উত্তর

৯. কোনো নিবেশনের পরিসর 30 এবং সর্বোচ্চ মান 120 হলে সর্বনিম্ন মান কত?
১০. গড় ব্যবধান নির্ণয়ে প্রথম করণীয় কী?
১১. অবিন্যস্ত উপাত্তের n সংখ্যক ব্যবধানের গড় নির্ণয়ে কয়টি ধাপ অনুসরণ করতে হয়?
১২. 3, 4 ও 5 সংখ্যা তিনটির গড় ব্যবধান কত?
১৩. প্রথম 25টি স্বাভাবিক সংখ্যার গাণিতিক গড় কত?
১৪. দুটি সংখ্যার পরিমিত ব্যবধান 3.5 হলে, গড় ব্যবধান কত?
১৫. কোনো নিবেশনের পরিসর 25 ও সর্বোচ্চ মান 67 হলে সর্বনিম্ন মান কত?
১৬. ভেদাঙ্ককে বর্গমূল করলে কী পাওয়া যায়?
১৭. n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার পরিমিত ব্যবধান কত?
১৮. 30 জন শ্রমিকের বেতনের পরিমিত ব্যবধান 24 হলে, তাদের বেতনের ভেদাঙ্ক কত?
১৯. পরিমিত ব্যবধানের সর্বনিম্ন মান কত?
২০. প্রথম n সংখ্যক বিজোড় সংখ্যার ভেদাঙ্ক কত?
২১. প্রথম 85টি স্বাভাবিক সংখ্যার পরিমিত ব্যবধান কত?
২২. 16, 19, 15, 11, 30, 25 তথ্যসারির মধ্যমা কত?
২৩. কোন কেন্দ্রীয় মান থেকে নির্ণীত গড় ব্যবধান ক্ষুদ্রতম হয়?
২৪. দুটি ভিন্ন সংখ্যার কোন বিস্তার পরিমাপের মান পরিসরের অর্ধেক হয়?
২৫. -0.25, -25, -0.5, 11, 12.5, 16 তথ্যসারির পরিসর কত?
২৬. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত?
২৭. 1 থেকে 21 পর্যন্ত সব বিজোড় সংখ্যার গড় কত?
২৮. প্রথম 6টি মৌলিক সংখ্যাগুলোর মধ্যক থেকে নির্ণীত গড় ব্যবধান কত?
২৯. পাঁচটি রাশির সমষ্টি 15 এবং বর্গের সমষ্টি 55 হলে, তাদের ভেদাঙ্ক কত?
৩০. -2a, -a, 0, a, 2a সংখ্যাগুলোর ভেদাঙ্ক কত?

সঠিক উত্তর

৯. 90, ১০. তথ্যসারির গড় নির্ণয়, ১১. 4, ১২. $\frac{2}{3}$, ১৩. 13, ১৪. 3.5, ১৫. 42, ১৬. পরিমিত ব্যবধান, ১৭. $\sqrt{\frac{n^2-1}{12}}$, ১৮. 576, ১৯. শূন্য (০), ২০. $\frac{n^2-1}{3}$, ২১. 24.54, ২২. 17.5, ২৩. মধ্যক, ২৪. পরিমিত ব্যবধান ও গড় ব্যবধান, ২৫. 41, ২৬. $\frac{n+1}{2}$, ২৭. 11, ২৮. 3.5, ২৯. 2, ৩০. $2a^2$

ডিজিটাল প্রযুক্তি
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩, সেশন ৫

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বর্তমানে কোনো প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে খুঁজে পাওয়ার জন্য কোনটির বেশি প্রয়োজন হয়?
ক. ই-মেইল খ. মুঠোফোন নম্বর
গ. ওয়েবসাইট ঘ. ফ্যাক্স
২. গ্রাহক বা নাগরিকের কোনো তথ্য পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কী খোঁজ করে?
ক. লিংক খ. ওয়েবসাইট
গ. নোটিশ ঘ. মতামত
৩. অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন নোটিশ এবং তথ্যের জন্য কী ব্যবহার করেন?
ক. ওয়েবসাইট খ. দেয়ালপত্রিকা
গ. ঠিকানা ঘ. মুঠোফোন নম্বর
৪. একটি ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য কয়টি জিনিসের ধারণা থাকতে হয়?
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি
৫. একটি ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য একটি ডোমেইন নেম ও আরেকটি কোন জিনিসের ধারণা থাকতে হয়?
ক. ডোমেইন খ. ওয়েবসাইট
গ. ওয়েব হোস্টিং ঘ. ডোমেইন লিংক
৬. ডোমেইন নাম হলো একটি ওয়েবসাইটের কী?
ক. ঠিকানা খ. প্রকৃতি
গ. নাম ঘ. অবস্থান
৭. youtube.com, google.com, wikipedia.org কে কী বলা হয়?
ক. ডোমেইন নেম খ. ডোমেইন
গ. ওয়েব হোস্টিং ঘ. ওয়েবসাইটের নাম
৮. কোনটি ক্লায়েন্ট কম্পিউটারকে ওয়েবসার্ভারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করে?
ক. ডোমেইন নেম খ. ওয়েব হোস্টিং
গ. ওয়েবসাইট ঘ. আইপি
৯. প্রতিটি ওয়েবসাইটের একটি নির্দিষ্ট কী থাকে?
ক. ওয়েব হোস্টিং খ. আইপি অ্যাড্রেস
গ. ডোমেইন ঘ. ব্রাউজার
১০. ১৮০.১০২.৪৩৪.৮ কে কী বলা হয়?
ক. ডোমেইন খ. ওয়েব হোস্টিং
গ. আইপি অ্যাড্রেস ঘ. প্রটোকল
১১. আইপি-এর বাংলা পূর্ণরূপ কোনটি?
ক. ইন্টারনাল প্রটোকল
খ. ইন্টারনেট প্রোটেকশন
গ. ইন্টারনেট প্রফেশনাল
ঘ. ইন্টারনেট প্রটোকল

সঠিক উত্তর

সেশন ৫ : ১. গ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. গ ৬. গ ৭. ঘ ৮. ক ৯. খ ১০. গ ১১. ঘ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-১৫

বাংলা

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

প্রতিশব্দ

বাংলায় বিভিন্ন শব্দের একই ধরনের অর্থ রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, বিভিন্ন বাক্যে একই অর্থ প্রকাশের জন্য ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়।
যেমন : পাখিরা আকাশে উড়ছে; বিহঙ্গেরা গগনে উড্ডীন।

বাক্য দুটি একই অর্থ প্রকাশ করছে, কিন্তু প্রতিটি শব্দের রূপগত পার্থক্য আছে। এক্ষেত্রে যেসব শব্দের অর্থ প্রায় অনুরূপ তাকে প্রতিশব্দ বলা হয়।

একে সমার্থক শব্দও বলা হয়। রচনার মাধুর্য সৃষ্টির জন্য একটি অর্থকেই বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

প্রশ্ন : প্রতিশব্দ কাকে বলে?
উত্তর : যেসব শব্দের অর্থ প্রায় সমান বা অনুরূপ, তাকে প্রতিশব্দ বলে।
প্রশ্ন : নিচের শব্দগুলোর দুটি করে প্রতিশব্দ লেখো।
দিন, নদী, মাথা, সূর্য, চোখ।
উত্তর :
দিন—দিবস, দিবা;
নদী—নদ, গাঙ;
মাথা—মস্তক, মুণ্ড;
সূর্য—রবি, দিবাকর;
চোখ—নয়ন, নেত্র।
প্রশ্ন : 'সমুদ্র' শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ কোনটি?
— রজনী/ সিন্ধু/আদিত্য।
উত্তর : সিন্ধু।
প্রশ্ন : অন্ধকার আমার ভালো লাগে না। নিচে দাগ দেওয়া শব্দটির প্রতিশব্দ ব্যবহার করে বাক্যটি পুনরায় লেখো।
উত্তর : আঁধার আমার ভালো লাগে না।
প্রশ্ন : 'কানন' কোন শব্দের প্রতিশব্দ?
— কন্যা/নীর/বন।
উত্তর : 'বন'।
প্রশ্ন : 'মাথা' শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ কোনটি?
—মস্তক/গিরি/অরুণ।
উত্তর : মস্তক।

আরও কিছু প্রতিশব্দ
অনেক : বেশি, বহু, প্রচুর, অধিক, অত্যন্ত।
অন্ধকার : আঁধার, তিমির, তমঃ, তমিস্র, আন্ধার।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রমজান মাহমুদ, *সিনিয়র শিক্ষক*
গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪. কোনো ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে তার পরিমাণকে কী বলে?
ক. মুনাফা
খ. মুনাফার হার
গ. মুনাফা আসল
ঘ. আসল
১৫. লাভের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক. ক্রয়মূল্য = বিক্রয় মূল্য
খ. ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য + লাভ
গ. বিক্রয়মূল্য > ক্রয়মূল্য
ঘ. বিক্রয়মূল্য < ক্রয়মূল্য
১৬. বার্ষিক ১০% মুনাফায় ৫০০ টাকার ১ বছরের সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য কত টাকা?
ক. ৫৫০ টাকা খ. ৫০০ টাকা
গ. ৫০ টাকা ঘ. ০ টাকা
১৭. ২০% হারে মুনাফায় ৫০০ টাকার ৩ বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত টাকা?
ক. ১৬৪ টাকা
খ. ২০০ টাকা
গ. ৩৬৪ টাকা
ঘ. ৩৯০ টাকা
১৮. চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র কোনটি?
ক. I = prn খ. $I = (I-r)^n$
গ. $p = c(1+r)^n$
ঘ. $C = p(I+r)^n$
১৯. ১০% মুনাফায় ৩০০০ টাকায় ২ বছরের চক্রবৃদ্ধি মূল কত টাকা?
ক. ৩৬৩০ টাকা
খ. ৩৬০৬ টাকা
গ. ৩৩৬০ টাকা
ঘ. ৩৩০৬ টাকা
২০. ক্রয়মূল্য ১০০০ টাকা হলে, ১২% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য কত টাকা হবে?
ক. ৮.৮০ টাকা খ. ৮৮ টাকা
গ. ৮৮০ টাকা ঘ. ৯৮৮ টাকা
২১. কোনো আসল ১০ বছরের মুনাফা-আসলে তিন গুণ হলে মুনাফার হার কত?
ক. ৩০% খ. ২০%
গ. ১০% ঘ. ৭.৫%
২২. ১০৫০ টাকায় ৮% = কত টাকা?
ক. ৮০ টাকা খ. ৮২ টাকা
গ. ৮৪ টাকা ঘ. ৮৬ টাকা
২৩. বিক্রয়মূল্য ৬৬০ টাকা ও ক্রয়মূল্য ৬০০ টাকা হলে শতকরা কত লাভ হবে?
ক. ১.১% খ. ৬%
গ. ১০% ঘ. ৬০%
২৪. শতকরা বার্ষিক কত মুনাফায় ২০০০ টাকার ৫ বছরের মুনাফা ১০০০ টাকা হবে?
ক. ৫% খ. ১০%
গ. ১২% ঘ. ১৫%
২৫. ৩০০০ টাকার ১৫% = কত টাকা
ক. ৪৫০ টাকা খ. ৩০০ টাকা
গ. ২০০ টাকা ঘ. ১৫০ টাকা

সঠিক উত্তর

১৪. ঘ ১৫. গ ১৬. ঘ ১৭. গ ১৮. ঘ ১৯. ক ২০. গ ২১. খ ২২. গ ২৩. গ ২৪. খ ২৫. ক।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ২য় পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

ব্যাকরণ : পরিচ্ছেদ ১২

১. সমাসের মাধ্যমে কী গঠিত হয়?
ক. নতুন শব্দ খ. নতুন বাক্য
গ. নতুন বর্ণ ঘ. নতুন ধ্বনি
২. সমাসবদ্ধ শব্দকে কী বলে?
ক. সমস্ত পদ খ. সমস্যমান পদ
গ. পূর্বপদ ঘ. পরপদ
৩. যেসব শব্দ দিয়ে সমস্ত পদকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে কী বলে?
ক. পূর্বপদ খ. পরপদ
গ. ব্যাসবাক্য ঘ. সমস্যমান পদ
৪. অর্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বাংলা সমাস কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার
৫. কোন সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কিছু বোঝায়?
ক. দ্বিগু সমাস খ. তৎপুরুষ সমাস
গ. বহুব্রীহি সমাস ঘ. কর্মধারয় সমাস
৬. যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদে পূর্বপদের বিভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাকে কী বলে?
ক. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
খ. ব্যতিহার বহুব্রীহি
গ. পদলোপী বহুব্রীহি
ঘ. অলুক বহুব্রীহি
৭. 'সময়সূচি' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক. সময়ের সূচি
খ. সময়বিষয়ক সূচি
গ. সময়-সংক্রান্ত সূচি
ঘ. সময় দেখার সূচি
৮. বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করার প্রক্রিয়া কোনটি?
ক. পদ খ. বচন
গ. সমাস ঘ. কারক
৯. সমস্যমান পদের প্রথম অংশকে কী বলে?
ক. পূর্বপদ খ. পরপদ
গ. সমস্ত পদ ঘ. উত্তর পদ
১০. 'মহাজ্ঞান'-এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক. মহান যে জ্ঞান খ. মহা যে জ্ঞান
গ. মহৎ যে জ্ঞান ঘ. মহতী যে জ্ঞান
১১. 'মহাকীর্তি'-এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক. মহান কীর্তি যার
খ. মহা যে কীর্তি
গ. মহতী যে কীর্তি
ঘ. মহান যে কীর্তি

সঠিক উত্তর

পরিচ্ছেদ ১২ : ১. ক ২. ক ৩. গ ৪. গ ৫. গ ৬. ঘ ৭. গ ৮. গ ৯. ক ১০. গ ১১. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

জীববিজ্ঞান | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, *প্রভাষক*
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৬

১. মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন কোন বিজ্ঞানী?
ক. বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার
খ. বিজ্ঞানী মাদাম কুরী
গ. বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান মেন্ডেল
ঘ. বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন
২. 'ফ্লুইড অব লাইফ' বলা হয় কোনটিকে?
ক. অ্যান্ডোপ্লাজম খ. প্রোটোপ্লাজম
গ. পানি ঘ. সাইটোপ্লাজম
৩. কলয়েডজাতীয় শুকনা বা আধা শুকনা পদার্থ তরল শুষে নেয় কোন প্রক্রিয়ায়?
ক. অভিস্রবণ খ. ব্যাপন
গ. ইমবাইবিশন ঘ. প্রস্বেদন
৪. প্রস্বেদনকে 'প্রয়োজনীয় ক্ষতি' নামে অভিহিত করেছেন কে?
ক. বিজ্ঞানী কার্টিস খ. বিজ্ঞানী মাদাম কুরী
গ. বিজ্ঞানী মেন্ডেল ঘ. বিজ্ঞানী নিউটন
৫. কোনটি হাইড্রোফিলিক পদার্থ?
ক. সেলুলোজ খ. লিগনিন
গ. ট্যানিন ঘ. কাইটিন
৬. বেশি ঘনত্বের এলাকা থেকে কম ঘনত্বের এলাকায় কোনো পদার্থের অণু ছড়িয়ে পড়লে, তাকে কী বলে?
ক. অভিস্রবণ খ. ব্যাপন
গ. ইমবাইবিশন ঘ. প্রস্বেদন
৭. অভিস্রবণ প্রক্রিয়া ঘটতে হলে দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণকে কী দ্বারা পৃথক করতে হবে?
ক. ভেদ্য পর্দা খ. বৈষম্যভেদ্য পর্দা
গ. অভেদ্য পর্দা ঘ. যেকোনো পর্দা
৮. উদ্ভিদে পানি সরবরাহ করতে হয়—
i. প্রোটোপ্লাজমকে বাঁচানোর জন্য
ii. প্রস্বেদন কমানোর জন্য
iii. সালোকসংশ্লেষণ চালু রাখার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৯. উদ্ভিদে ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে—
i. কোষপ্রাচীর
ii. নিউক্লিয়ার মেমব্রেন
iii. প্রোটোপ্লাজম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১০. উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে কোন পানি শোষণ করে?
ক. কৈশিক পানি খ. কণাজাত পানি
গ. জলীয়বাষ্প ঘ. অভিকর্ষীয় পানি
১১. কোন প্রক্রিয়ায় বিপাকীয় শক্তির সাহায্যে কোষপর্দার মাধ্যমে খনিজ আয়নের চলাচল হয়?
ক. নিষ্ক্রিয় শোষণ খ. সক্রিয় শোষণ
গ. প্রত্যক্ষ শোষণ ঘ. পরোক্ষ শোষণ
১২. পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবহন করে কোনটি?
ক. জাইলেম খ. ভাজক টিস্যু
গ. পত্ররন্ধ্র ঘ. ফ্লোয়েম
১৩. বড় উদ্ভিদের পাতায় পানি পৌঁছায় কিসের মাধ্যমে?
ক. ট্রাকিড খ. ভেসেল
গ. সিভনল ঘ. সঙ্গীকোষ
১৪. মূলরোম থেকে একটি প্রক্রিয়ায় পানি কর্টেক্সে পৌঁছায়। একইভাবে পানি—
i. অন্তত্বক হয়ে পরিবহন কলাগুচ্ছে পৌঁছায়
ii. কর্টেক্স হয়ে পরিবহন কলাগুচ্ছে পৌঁছায়
iii. পরিচক্র হয়ে পরিবহন কলাগুচ্ছে পৌঁছায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৬ : ১. ক ২. গ ৩. গ ৪. ক ৫. ক ৬. খ ৭. খ ৮. খ ৯. খ ১০. ক ১১. খ ১২. ঘ ১৩. গ ১৪. খ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি** : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি
- **অষ্টম শ্রেণি** : গণিত
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ২য় পত্র, জীববিজ্ঞান, পৌরনীতি ও নাগরিকতা
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা** : বাংলা
- **নোটিশ বোর্ড** : শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭টি ভাষা শিক্ষা প্রোগ্রাম

পৌরনীতি ও নাগরিকতা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৩৭. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উদাহরণ কোনটি?
ক. বাংলাদেশ খ. শ্রীলঙ্কা
গ. মালদ্বীপ ঘ. ভারত
৩৮. জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই কোন শাসনব্যবস্থায়?
ক. একনায়কতন্ত্রে খ. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে
গ. গণতন্ত্রে ঘ. স্বৈরতন্ত্রে
৩৯. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য—
i. অসচ্ছলদের ওপর উচ্চহারে কর ধার্য
ii. রাস্তাঘাট নির্মাণ
iii. খাদ্যে ভর্তুকি প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৪০. বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা কেমন ধরনের?
ক. এককেন্দ্রিক খ. রাজতান্ত্রিক
গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ. রাষ্ট্রপতি শাসিত
৪১. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোন সরকারের গুণাবলি?
ক. একনায়কতান্ত্রিক
খ. এককেন্দ্রিক
গ. সমাজতান্ত্রিক
ঘ. যুক্তরাষ্ট্রীয়
৪২. সহজ সাংগঠনিক ব্যবস্থা কোন সরকারের প্রধান গুণ?
ক. সংসদীয় খ. এককেন্দ্রিক
গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ. গণতান্ত্রিক
৪৩. 'মিতব্যয়িতা' কোন সরকারের গুণ?
ক. সংসদীয় খ. গণতান্ত্রিক
গ. এককেন্দ্রিক ঘ. পুঁজিবাদী
৪৪. এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ কোনটি?
ক. স্থায়িত্ব খ. নমনীয়তা
গ. জাতীয় ঐক্যের প্রতীক
ঘ. দায়িত্বশীলতা
৪৫. কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের অনুকূল নয়?
ক. এককেন্দ্রিক খ. যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ. সংসদীয় ঘ. রাষ্ট্রপতি শাসিত
৪৬. বড় রাষ্ট্রের জন্যে কোন সরকার সুবিধাজনক নয়?
ক. পুঁজিবাদী খ. সংসদীয়
গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ. এককেন্দ্রিক
৪৭. কোন সরকারের গঠনপ্রণালি জটিল?
ক. এককেন্দ্রিক খ. যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ. রাষ্ট্রপতি শাসিত ঘ. একনায়কতন্ত্র

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৪ : ৩৭. ঘ ৩৮. খ ৩৯. গ ৪০. ক ৪১. খ ৪২. খ ৪৩. গ ৪৪. গ ৪৫. ক ৪৬. ঘ ৪৭. খ

নোটিশ বোর্ড

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেশনাল এমবিএ প্রোগ্রাম

■ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বছর ও ২ বছর মেয়াদি প্রফেশনাল এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
প্রোগ্রামের মেজর এরিয়া : হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ও ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং।
যোগ্যতা : সিজিপিএ ২.৫০ সহ চার বছরের বিবিএ ডিগ্রিধারীদের জন্য এ প্রোগ্রাম হবে ১ বছর মেয়াদি এবং অন্য গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ২ বছর মেয়াদি।
ভর্তির যোগ্যতা : যেকোনো ডিসিপ্লিনে গ্র্যাজুয়েট এবং মৌখিক পরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য স্কোর।
আবেদনের শেষ তারিখ : ১৩ নভেম্বর ২০২৪।
আবেদনের প্রক্রিয়া : আবেদন ফরম পাওয়া যাবে https://www.bou.ac.bd Resource/forms এই ওয়েবসাইট থেকে অথবা অনলাইন আবেদনপত্র লিংকের জন্য admissions.sok@gmail.com ঠিকানায় মেইল করতে হবে। জনতা ব্যাংক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শাখা, গাজীপুর এর 'Evening MBA Central (online A/c) No. 0100018803865' অ্যাকাউন্টে জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখায় এক হাজার টাকা আবেদন ফি জমা দিতে হবে।
মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও স্থান :
১৫ নভেম্বর ২০২৪ বিকেল ৪টায়- ঢাকা ক্যাম্পাস, ৪/ক, গভ. ল্যাবরেটরি স্কুল রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৫ নভেম্বর ২০২৪ সকাল ৯টায় - গাজীপুর ক্যাম্পাস।
নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ : ১৭ নভেম্বর ২০২৪।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.bou.ac.bd

ভারতেশ্বরী হোমসে ছাত্রী ভর্তি, ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণি

■ ভারতেশ্বরী হোমসে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ৫ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অনলাইনে ১ নভেম্বর রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ভর্তি পরীক্ষা : ২০ ডিসেম্বর। ফলাফল প্রকাশ : ২১ ডিসেম্বর।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.bharateswarihomes.edu.bd

চীন সফরে যাচ্ছেন জান্তাপ্রধান

ক্ষমতা দখলের পর এই প্রথম চলতি সপ্তাহে চীন সফরে যাচ্ছেন মিয়ানমার জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং। এএফপি

সংক্ষেপে

চীন

মহাকাশ স্টেশন থেকে ফিরলেন ৩ নভোচারী

ছয় মাসের বেশি সময় পর মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন চীনের তিন নভোচারী। এ সময় তাঁরা মহাকাশের তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশনে ছিলেন। চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ইয়ে গুয়াংফু, লি কং ও লি গুয়াংসু শেনঝু মহাকাশযানে করেইনার মঙ্গোলিয়ার দনফেং ল্যান্ডিং স্টেশনে ফিরে আসেন। তাঁরা সুস্থ আছেন। গত এপ্রিলের শেষের দিকে তাঁরা তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশনে যাত্রা করেন। গত ৩০ অক্টোবর নতুন তিন নভোচারীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের মধ্যে চীনের প্রথম নারী মহাকাশযান প্রকৌশলীও ছিলেন। পৃথিবীতে ফিরে আসার আগে নতুন নভোচারীদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে আসেন তাঁরা। প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের অধীনে চীন 'মহাকাশের স্বপ্ন' অর্জনের পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করেছে। ছয় মাস পরপর তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশনে তিনজন করে নভোচারী দায়িত্ব পালন করেন। এদিকে চীন বলেছে যে দেশটি ২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে একটি ক্রু মিশন পাঠানোর পথে রয়েছে, তারা চাঁদের পৃষ্ঠে একটি ভিত্তি তৈরি করতে চায়।
এএফপি, *বেইজিং*

ভারত

যাত্রীবাহী বাস খাদে, নিহত ৩৬

ভারতের উত্তরাখন্ড রাজ্যে একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে অন্তত ৩৬ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অনেকে। গতকাল সোমবার সকাল আটটার দিকে উত্তরাখন্ডের আলমোড়া জেলায় একটি পাহাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গতকাল বিকেলে রাজ্য সরকারের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেন, 'এখন পর্যন্ত আমরা বাসটির ৩৬ যাত্রী নিহত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি। গুরুতর আহত তিনজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গতকালের এ দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে দুই লাখ রুপি ও আহত ব্যক্তিদের ৫০ হাজার রুপি করে দেওয়া হবে। এদিকে উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ উদ্‌ঘাটনে একটি তদন্ত কমিটি করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।
এএফপি, *দেরাদুন*

ইন্দোনেশিয়া

অগ্ন্যুৎপাতে মৃত্যু ১০

ইন্দোনেশিয়ায় একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক বাড়িঘর। গতকাল সোমবার দেশটির কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় ফ্লোরস দ্বীপে গত রোববার মধ্যরাতের দিকে লেওতোবি লাকি-লাকি পাহাড়ে এ ঘটনা ঘটে। পাহাড়টিতে ৫ হাজার ৫৮৭ ফুট উচ্চতায় পাশাপাশি দুটি আগ্নেয়গিরির অবস্থান। এ ঘটনায় কয়েকটি গ্রামের ১০ হাজারের বেশি মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের মুখপাত্র আবদুল মুহাইরি। গ্রামের বাসিন্দারা জানান, ঘটনার সময় তাঁরা ঘুমিয়ে ছিলেন। আগুনের গোলার শব্দে তাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। এর মধ্যে ছিটকে আসা পাথর তাঁদের বাড়িঘরে পড়তে শুরু করে। বিশেষ করে কাঠের তৈরি ঘরগুলোতে আগুন ধরে যায়। ৩২ বছর বয়সী নরসুন্দর হারমানুস মিতে বলেন, হঠাৎ দুবার তাঁর চৌকি কেঁপে ওঠে। তিনি ভেবেছিলেন কেউ তাঁকে ধাক্কাচ্ছে। চোখ খুলে আগুনের শিখা দেখে তিনি বুঝতে পারেন, অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে।
এএফপি, *ইন্দোনেশিয়া*

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে বিধ্বস্ত বাড়িঘরে চলছে উদ্ধার তৎপরতা। গতকাল ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় ক্লাতানো গ্রামে। ছবি : এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

জিততে আত্মবিশ্বাসী দুজনেই, ফল আসতে দেরি হতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রে ভোট গ্রহণ আজ

কে জিততে যাচ্ছেন, নির্বাচনের রাতেই ভোটাররা প্রাথমিকভাবে সে ধারণা পেয়ে যান।

বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা আজ মঙ্গলবার ভোট দিয়ে তাঁদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট বেছে নেবেন। নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনে জিততে দুজনেই আত্মবিশ্বাসী। তবে ফল আসতে দেরি হতে পারে।

এবারের নির্বাচনে মোট ছয় প্রার্থীর নাম ব্যালটে দেখতে পাবেন ভোটাররা। তাঁরা হচ্ছেন কমলা হ্যারিস, ডোনাল্ড ট্রাম্প, জিল স্টেইন, কর্নেল ওয়েস্ট, চেজ অলিভার ও রবার্ট কেনেডি জুনিয়র। এর মধ্যে কেনেডি জুনিয়র ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেও কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর নাম প্রার্থী তালিকায় থেকে গেছে। ভোট গ্রহণ শেষের পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সম্ভাব্য বিজয়ী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। আবার পরিস্থিতি বিবেচনায় ফলাফল পেতে কয়েক দিন এমনকি কয়েক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে।

বিভিন্ন জরিপে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প দুজনের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস দেওয়া হয়েছে। জাতীয় ও দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে দুজনের যে তীব্র প্রতিযোগিতার আভাস দেওয়া হয়েছে তাতে জয়ের ব্যবধান হতে পারে খুব অল্প ভোটে। অনেক ক্ষেত্রে ভোট পুনর্গণনার দাবিও আসতে পারে।

২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচনের ফল অনেকটা ধীরগতিতে আসতে পারে। কারণ, অনেক অঙ্গরাজ্যে ভোট গণনার নিয়মে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। অন্যদিকে আবার মিশিগানের মতো অঙ্গরাজ্যে গণনা দ্রুত হবে। কারণ, সেখানে ডাকযোগে আসা ভোট কমেছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় মঙ্গলবার দিবাগত রাত বা সকালে ফল পাওয়া যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাররা ভোট শেষ করে রাতে যখন ঘুমানোর প্রস্তুতি নেবেন, তখন ট্রাম্পের সমর্থকেরা বিজয়ী হওয়ার আত্মবিশ্বাস দেখাতে শুরু করতে পারেন। তবে কমলার সমর্থকেরা বলছেন ট্রাম্প আগাম জয় দাবি করলে তাঁরা প্রস্তুত রয়েছেন।

যেসব কারণে জিততে পারেন কমলা-ট্রাম্প

কমলা	ট্রাম্প
তিনি ট্রাম্পের মতো নন।	ক্ষমতায় নেই। পরিবর্তন চান ভোটাররা।
তিনি বাইডেনের মতোও নন।	খারাপ খবরে অসংবেদনশীল।
নারী অধিকার নিয়ে তিনি চ্যাম্পিয়ন।	অবৈধ অভিবাসী নিয়ে প্রচার।
শিক্ষিত ও বয়স্ক ভোট বেশি।	কম ডিগ্রিসম্পন্ন ভোটার বেশি।
বেশি তহবিল সংগ্রহ ও খরচ করেছেন।	অস্থিতিশীল বিশ্বে শক্তিশালী ভাবমূর্তি।

তথ্যসূত্র : বিবিসি

২৭০ ছোঁয়াই প্রধান লক্ষ্য

আল-জাজিরা

যুক্তরাষ্ট্রে ভোটদাতারা সরাসরি প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে পারেন না, ভোট হয় 'ইলেকটোরাল কলেজ' নামের একটি পদ্ধতির মাধ্যমে। দেশটির ৫০টি রাজ্য মিলিয়ে মোট ৫৩৮ জন ইলেকটর রয়েছেন। ক্ষমতা দখল করতে প্রয়োজন হয় ২৭০টি ভোট। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, জনগণের ভোট বেশি পেয়েও শেষ পর্যন্ত হারতে হয়েছে কোনো প্রার্থীকে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এর দুটি উদাহরণ—২০০০ ও ২০১৬-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এভাবেই হেরে যান দুই ডেমোক্র্যাট প্রার্থী, যথাক্রমে আল গোর ও হিলারি ক্লিনটন।

একজন প্রার্থী যে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট নিজের দিকে টানতে পারবেন, সেই রাজ্যের সব কটি ভোটই তাঁর হয়ে যায়। যেমন ক্যালিফোর্নিয়ায় ৫৫ জন ইলেকটর রয়েছেন। কমলা হ্যারিস বা ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি এই প্রদেশে বেশি ভোট পাবেন, তিনিই প্রদেশের ৫৫ জন ইলেকটরকে জিতে নেবেন। ১৩ ডিসেম্বর ইলেকটররা রাজ্যের রাজধানীতে জড়ো হয়ে তাঁদের দলের প্রার্থীকে ভোট দেবেন। তবে নির্বাচনের এই পর্যায় নেহাতই আনুষ্ঠানিক। কারণ, ৫ নভেম্বরের জনসাধারণের ভোট থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, রিপাবলিকান না ডেমোক্র্যাট, কোন প্রার্থী জিতছেন।

ইলেকটোরাল পদ্ধতিতে ভোট হওয়ার প্রধান অসুবিধা, অনেক সময় গোটা দেশের জনমত আর ইলেকটোরাল সংখ্যায় ফারাক থেকে যায়। যেমন হয়েছিল ২০১৬ সালে। সেবার জনগণের ভোটের নিরিখে ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন পেয়েছিলেন ৪৮.২ শতাংশ ভোট আর রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প পেয়েছিলেন ৪৬.১ শতাংশ ভোট।

এদিকে জনমত সমীক্ষা বলছে, কমলার সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে ট্রাম্পের। কিন্তু নির্বাচন বিশ্লেষকদের মতে, ইলেকটোরাল কলেজের ভোটে ট্রাম্প এগিয়ে। নেভাদা, অ্যারিজোনা, মিনেসোটা, পেনসিলভানিয়া, জর্জিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা, উইসকনসিন—এই দোদুল্যমান রাজ্যগুলোই ঠিক করবে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প ফিরছেন কি না।

ডাকযোগে আগাম ভোট কমলার

এএফপি, *ডেট্রয়েট*

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আগাম ভোট দিয়ে ফেলেছেন। গত রোববার তিনি বলেন, নিজের অঙ্গরাজ্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনি ডাকযোগে ভোট দিয়েছেন।

মিশিগানে নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত কমলা সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি আমার ব্যালট পূরণ করে পাঠিয়ে দিয়েছি।' তিনি আরও বলেন, তাঁর ব্যালট ক্যালিফোর্নিয়ার পথে রয়েছে।

নিউইয়র্কের ব্যালটে বাংলা ভাষা

পিটিআই

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের শহর পরিকল্পনা দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সেখানে ২০০ ভাষাভাষী লোকের বাস। কিন্তু সেখানকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যালটে ইংরেজির পাশাপাশি মাত্র চারটি অন্য ভাষা স্থান পেয়েছে। এ চারটির ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাও রয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচনী বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক মাইকেল জে রায়ান বলেন, 'ইংরেজির পাশাপাশি চায়নিজ, স্প্যানিশ, কোরিয়ান ও বাংলা ব্যালটে রয়েছে।

জাতিসংঘ সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল ইসরায়েল

এএফপি, *জেরুজালেম*

ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য কাজ করা জাতিসংঘ সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ইসরায়েল। এ সিদ্ধান্তের বিষয়টি গতকাল সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘকে জানিয়েছে দেশটি। এর আগে দখল করা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে সংস্থাটিকে নিষিদ্ধ করে ইসরায়েলি পার্লামেন্টে বিল পাস হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের গাজায় ত্রাণ সরবরাহ করা সবচেয়ে বড় সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ। এমন সময় সংস্থাটিকে নিষিদ্ধ করল ইসরায়েল, যখন গাজায় দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ।

আগামী জানুয়ারি থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। ইসরায়েলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রও দেশটির এ সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সতর্ক করে বলেছে, সংস্থাটিকে নিষিদ্ধ করার ফলে লাখ লাখ ফিলিস্তিনির ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

গতকাল হিজবুল্লাহর এক শীর্ষস্থানীয় কমান্ডারকে হত্যা করার দাবি করেছে ইসরায়েল।

আবারও অশান্ত হয়ে উঠছে জম্মু-কাশ্মীর, চোরাগোপ্তা হামলা

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

বিধানসভার ভোটের আগে জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি ফিরিয়ে আনার দাবিতে যারা মুখর ছিল, ভারতের সেই শাসক দল বিজেপির কপালের রেখা ফের গাঢ় হতে শুরু করেছে। ভোটের পর নতুন সরকার গঠনের সময় থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে সশস্ত্র তৎপরতা। হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে নতুন করে। তাতে প্রাণহানি ঘটছে। রক্ত ঝরছে। হঠাৎ কেন এই চোরাগোপ্তা আক্রমণ বৃদ্ধি, তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে, অতি দ্রুত জম্মু-কাশ্মীর কি ফিরে যাচ্ছে সেই আগের অনিশ্চিত দিনগুলোয়?

দীর্ঘ ১০ বছর পর জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভার ভোট হয়েছে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায়। তিন দফার ভোটের পর্ব শেষ হয় গত ১ অক্টোবর। ভোটের আগে এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয়ে উঠেছিল শান্তির নিকেতন। ৪ অক্টোবর গণনা শেষে জয়ী হয় ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)। ১৬ অক্টোবর আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ওমর আবদুল্লাহ্। তার পর থেকে গত রোববার পর্যন্ত ১৯ দিনে ১০টি সশস্ত্র হামলা হয়েছে।

তালিকাভুক্ত কোম্পানি তুংহাইয়ের কার্যক্রম বন্ধ | ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পরিদর্শনে তালিকাভুক্ত কোম্পানি তুংহাইয়ের কার্যক্রম বন্ধ পাওয়া গেছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

হজযাত্রীদের বিমান টিকিটের শুল্ক প্রত্যাহার

আগামী বছরের হজযাত্রীদের বিমান টিকিটের ওপর থেকে আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এতে হজের খরচ কমবে বলে মনে করছে সংস্থাটি। এ ছাড়া যাত্রী নিরাপত্তা ফি, এম্বারকেশন ফি ও এয়ারপোর্ট নিরাপত্তা ফির ওপর থেকে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাটও প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার এ ব্যাপারে আদেশ জারি করেছে এনবিআর। সাধারণত এয়ারলাইনসের টিকিট বিক্রির সময়ই যাত্রীদের ভ্রমণ কর বা আবগারি শুল্ক সংগ্রহ করে তা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে সৌদি আরবগামী বিমান টিকিটের ওপর চার হাজার টাকা আবগারি শুল্ক দিতে হয়। হজযাত্রীদের জন্য এটি মওকুফ করা হয়েছে। আগামী বছর বাংলাদেশ থেকে হজ পালনের সুযোগ পাবেন ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন। **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

এফবিসিসিআইয়ের সহায়ক কমিটি পুনর্গঠন

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইর প্রশাসককে তাঁর কার্যক্রমে সহায়তা দিতে গঠিত সহায়ক কমিটি গতকাল সোমবার পুনর্গঠন করা হয়েছে। গত ১৭ অক্টোবর তিন সদস্যের এ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির সদস্য ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সহসভাপতি আবুল কাশেম হায়দার, সাবেক পরিচালক আবদুল হক ও সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন। তাঁদের মধ্যে সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন দায়িত্ব পালনে অপরাগতা প্রকাশ করেন। ফলে তাঁকে বাদ দিয়ে নতুন করে দুজনকে কমিটিতে যুক্ত করা হয়েছে। নতুন যে দুজনকে কমিটিতে নেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক নাসরিন ফাতেমা আউয়াল ও মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী। সরকার গত সেপ্টেম্বরে এফবিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ বাতিল করে। **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

এনবিআরে প্রশিক্ষণ নিলেন বিজিএপিএমইএর সদস্যরা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাস্টমস বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জনে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বিজিএপিএমইএর ৬০ সদস্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। বিজিএপিএমইএ হলো তৈরি পোশাকশিল্পের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও মোড়কপণ্য সরবরাহকারী কারখানার মালিকদের সংগঠন। গতকাল সোমবার ঢাকায় এনবিআর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। বিজিএপিএমইএর সভাপতি মো. শাহরিয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরী।
বিজ্ঞপ্তি

মূলধনি মুনাফার কর কমল, ঘুরে গেল সূচক ও লেনদেন

শেয়ারবাজার

এনবিআর জানিয়েছে, ব্যক্তিশ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে এখন ৫০ লাখ টাকার বেশি মূলধনি মুনাফায় করহার হবে ১৫ শতাংশ।

- ডিএসইএক্স সূচকটি গতকাল ৬২ পয়েন্ট বা ১ শতাংশের বেশি বেড়েছে।
- প্রায় দেড় মাস পর আবারও সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে ঢাকার বাজারে।
- এনবিআর জানিয়েছে, মূলধনি মুনাফার কর কমার এই সুবিধা থাকবে আগামী জুন পর্যন্ত।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেয়ারবাজারে ব্যক্তিশ্রেণির বড় বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে অবশেষে মূলধনি মুনাফার করহার কমানো হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) গতকাল সোমবার করহার কমানোর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শেয়ারবাজারে লেনদেন চলাকালে গতকাল দুপুরে মূলধনি মুনাফার কর কমানোর এই ঘোষণা আসে। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বাজারে দ্রুত সূচক বাড়তে শুরু করে। তার আগে বাজারে দরপতন চলছিল। তবে মূলধনি মুনাফার কর কমানোর খবরে দিন শেষে প্রধান শেয়ারবাজার ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৬২ পয়েন্ট বা ১ শতাংশের বেশি বেড়েছে। লেনদেনও বেড়েছে ১৩৪ কোটি টাকার বেশি।

এনবিআরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শেয়ারবাজারে ৫০ লাখ টাকার বেশি মূলধনি মুনাফার ক্ষেত্রে করহার কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সাধারণ ব্যক্তি পর্যায়ে এই করহার ছিল সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ। আর উচ্চ সম্পদশালী করদাতাদের বিদ্যমান আইনে সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশ হারে সারচার্জ দিতে হয়। তাতে এ শ্রেণির করদাতাদের জন্য মূলধনি মুনাফার ক্ষেত্রে করহার দাঁড়ায় সর্বোচ্চ ৪০ দশমিক ৫০ শতাংশ। এখন উচ্চ সম্পদশালীদের ক্ষেত্রে মূলধনি মুনাফার ওপর করহার কমিয়ে ২০ দশমিক ২৫ শতাংশ করা হয়েছে।

এনবিআর জানিয়েছে, শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ধারণ-পরবর্তী লেনদেনের সময়-নির্বিশেষে অর্থাৎ শেয়ার ক্রয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে অথবা পাঁচ বছর পরে সব ক্ষেত্রে শেয়ার বিক্রি থেকে অর্জিত মূলধনি আয়ের ওপর প্রযোজ্য করহার হবে ১৫ শতাংশ। এর ফলে গত ১ জুলাই থেকে আগামী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার লেনদেন থেকে ৫০ লাখ টাকার বেশি মূলধনি আয় হলে এই হারে কর দিতে হবে। তবে যেসব করদাতার নিট সম্পদের পরিমাণ ৪ কোটি, ১০ কোটি, ২০ কোটি ও ৫০ কোটি টাকার বেশি তাদের প্রদেয় করের ওপর যথাক্রমে ১০ শতাংশ, ২০ শতাংশ, ৩০ শতাংশ ও ৩৫ শতাংশ হারে সারচার্জ আরোপ হবে।

চলতি অর্থবছরের বাজেটে ব্যক্তিশ্রেণির বিনিয়োগকারীদের ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত মূলধনি মুনাফা করমুক্ত রাখা হয়। ৫০ লাখ টাকার বেশি মুনাফা করলে তার ওপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার কার্যকরের কথা বলা হয়।

সম্প্রতি শেয়ারবাজারে দরপতন শুরু হওয়ায় ব্যক্তিশ্রেণির বড় বিনিয়োগকারীদের মূলধনি মুনাফার ওপর আরোপিত কর প্রত্যাহারের জন্য ডিএসইর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়। সম্প্রতি এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খানের সঙ্গে এক বৈঠকে ডিএসইর পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে এই দাবি জানানো হয়।

এ ছাড়া গত বুধবার অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কার্যালয় পরিদর্শনে গেলে সেখানে বিএসইসির পক্ষ থেকে শেয়ারবাজারের জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রণোদনা হিসেবে এই মূলধনি মুনাফার করহার কমানোর অনুরোধ জানানো হয়। তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল এনবিআর এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করে।

শেয়ারবাজারে উন্নয়নে বিএসইসির পক্ষ থেকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি একগুচ্ছ নীতিসহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিএসইসি যেসব নীতি পদক্ষেপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে বাজারে তারল্য সরবরাহ বাড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তহবিল জোগানে সহায়তা, জরিমানার মাধ্যমে বিএসইসির আদায় করা অর্থ বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায় কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারি-বেসরকারি ভালো ও লাভজনক কোম্পানিগুলোকে দ্রুত বাজারে আনতে আইপিও আইন সংস্কার ও কর প্রণোদনার ব্যবস্থা করা, শেয়ারবাজারে লেনদেন নিষ্পত্তির সময় কমিয়ে এক দিনে নামিয়ে আনা, ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে পরিমাণ অনাদায়ি পুঞ্জীভূত ঋণাত্মক ঋণ (নেগেটিভ ইক্যুইটি) রয়েছে, চূড়ান্তভাবে সেগুলোর নিষ্পত্তি করা, শেয়ার পুনঃ ক্রয়ব্যবস্থা চালুর বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভবিষ্যতে আর কখনো ফ্লোর প্রাইস আরোপ না করা।

এদিকে ঢাকার বাজারে গতকাল লেনদেনের শুরু থেকে শেয়ারবাজারে ছিল ধীরগতি। দুপুর ১২টার পর মূলধনি মুনাফার কর কমানোর ঘোষণা আসার পর দ্রুতই বাড়তে থাকে শেয়ারের দাম। তাতে ডিএসইএক্স সূচকটিও দ্রুত বাড়তে শুরু করে। দিন শেষে সেটি বেড়ে আবার ৫ হাজার ২৫২ পয়েন্ট ছাড়িয়েছে। এর আগে সর্বশেষ গত ১৭ অক্টোবর এই সূচকটি ৫ হাজার ২৫৭ পয়েন্টের সর্বোচ্চ অবস্থানে ছিল। সূচকের পাশাপাশি এদিন লেনদেন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬৫ কোটি টাকায়। গত প্রায় দেড় মাসের ব্যবধানে এটিই ডিএসইতে সর্বোচ্চ লেনদেন। এর আগে সর্বশেষ গত ২৫ সেপ্টেম্বর ডিএসইতে সর্বোচ্চ ৭৯৭ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল।

বাংলাদেশ ডেনিম এক্সপো নামে দুই দিনের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে দর্শনার্থীরা। গতকাল ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জ আয়োজিত এ প্রদর্শনী শুরু হয়। ছবি : প্রথম আলো

ঢাকায় দুই দিনব্যাপী ডেনিম প্রদর্শনী শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) বাংলাদেশ ডেনিম এক্সপো নামে দুই দিনের এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী গতকাল সোমবার শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জ আয়োজিত এই প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'দ্য ব্লু নিউ ওয়ার্ল্ড'।

এবারের প্রদর্শনীতে স্বাগতিক বাংলাদেশসহ ভারত, পাকিস্তান, চীন, তুরস্ক, স্পেন ও ইতালির ৪৫টির বেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে ডেনিম কাপড় উৎপাদনকারী, ডেনিম ও নন-ডেনিম পোশাক প্রস্তুতকারক, ওয়াশিং লন্ড্রি, সরঞ্জাম, রাসায়নিক ও যন্ত্রপাতি উৎপাদক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান।

ডেনিম এক্সপোটিতে ট্রেন্ড জোন রয়েছে। সেখানে দর্শনার্থীরা ডেনিমের নতুন উদ্ভাবন ও ট্রেন্ড সম্পর্কে জানতে পারছেন। প্রদর্শনীতে বাংলাদেশে উৎপাদিত কাপড়, নকশা ও প্রযুক্তিতে তৈরি ডেনিম পণ্য প্রদর্শিত হচ্ছে। এ ছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছে প্যাসিফিক জিনসের ডেনিম লাউঞ্জ, যেখানে প্রদর্শন করা হচ্ছে অত্যাধুনিক ও অনন্য নকশার সেরা ডেনিম পণ্য।

বাংলাদেশ ডেনিম এক্সপোর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মোস্তাফিজ উদ্দিন বলেন, 'দেশের পোশাক খাতের রূপান্তরের সময় এসেছে। কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে বিশ্বের সামনে উচ্চমানের টেকসই পোশাকের নেতৃস্থানীয় দেশে রূপান্তরিত করতে পারি।'

প্রদর্শনীর প্রথম দিনে 'পোশাকশিল্পে নেতৃত্ব দিতে বাংলাদেশকে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আমদানি-রপ্তানির সুযোগ বাড়বে এলসি ছাড়াই

আন্তসীমান্ত ডিজিটাল বাণিজ্য

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

দেশে প্রথমবারের মতো ক্রস বর্ডার (আন্তসীমান্ত) ডিজিটাল বাণিজ্য নীতিমালা হচ্ছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা আমদানি-রপ্তানি করার পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে সেগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্যই করা হচ্ছে এ নীতিমালা। আমদানি-রপ্তানির বিপরীতে আর্থিক লেনদেন নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করাও এ নীতিমালা তৈরির উদ্দেশ্য। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নীতিমালাটির একটি খসড়া গতকাল সোমবার জনমতের জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, এ নীতিমালা হলে ঋণপত্র (এলসি) খোলা ছাড়াই দেশে বসে যেকোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে পণ্য ও সেবা আমদানি-রপ্তানি করা যাবে। আমাজন, আলী বাবা, বেস্টবাইসহ বিশ্বজুড়ে থাকা সব ধরনের বিদেশি ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে অনলাইনে খুচরা ও বাল্ক আকারে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে।

খসড়ায় বলা হয়েছে, কোভিড-১৯-এর পর থেকে ডিজিটাল বাণিজ্যের ক্ষেত্র বাড়ছে এবং ডিজিটাল বাণিজ্য এখন আর নিজ দেশের সীমান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সম্ভাবনার পাশাপাশি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জও দেখা দিচ্ছে এ খাতে। বাংলাদেশ একটি দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। আন্তসীমান্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে এ দেশের হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে।

তবে আন্তসীমান্ত ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে নকল বা ভেজাল পণ্য এবং কল্পিত বা ধারণাগত পণ্য কেনাবেচা করা যাবে না। অনলাইন লটারি, জুয়া, বেটিং, গেমিং ইত্যাদি আয়োজন করা যাবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া কোনো গিফট কার্ড, গিফট ভাউচার বা অর্থের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, এমন কোনো কার্ড বা ডিজিটাল নম্বর বা মাধ্যম কেনাবেচা করতে পারবে না।

খসড়ায় আরও বলা হয়েছে, ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিজিটাল বিজনেস আইডেনটিটি (ডিবিআইডি) গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে অনলাইনে খুচরা পণ্য বা সেবা বিক্রির ক্ষেত্রে বিদেশি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশে ডিবিআইডি নিতে হবে। আর দেশের ভেতরে পণ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে পণ্যের বাল্ক আমদানি করা যাবে। ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে আমদানি করে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে ব্যবহার করলে ইপিজেডের মতো সুবিধা পাওয়া যাবে। তবে আমদানি করা পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর ও ভ্যাট দিতে হবে। বিদেশি ডিজিটাল বাণিজ্য কোম্পানি দেশের অভ্যন্তরে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবে।

খসড়ায় বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে বিজনেস-টু-কনজ্যুমার (বিটুসি) এবং কনজ্যুমার-টু-কনজ্যুমার (সিটুসি) সীমান্ত বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ছে। বিশ্ববাণিজ্যের পরবর্তী পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বাংলাদেশকেও এ ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে।

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ জরুরিভিত্তিতে ৪নং সেক্টরের ৭নং রোডে ৯ম/১০ম তলায় ২৩০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। ০১৭৮৬৪৭৪৯১৯, ০১৯৭৭৪৭৪৯১৯। ডি-৬০৪২২৬

✱ ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ২৩২৮, ৩০০০ বর্গফুট এবং ১২ এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫৩, ০১৮৪৪৬০০৩৫১। ডি-৬০৪২৩৪

✱ ধানমন্ডি ৩নং রোডে ১৬৪৫ বর্গফুটের ৩ বেডের পার্কিং, লিফট, গ্যাস সংযোগসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩৭৩১২০৯, ০১৭১৩৩৫৮৮৯১। সি-৬০৪১৩৯

✱ উত্তরা সোনারগাঁও জনপথ মেইন রোড, বিআরটি অপজিটে, মেট্রোরেল সংলগ্ন, ইডেন ভিলা প্রজেক্টে অ্যাপার্টমেন্ট বুকিং চলিতেছে। # ০১৭১৭৪৫৪৩৪৪। মিবু-৬০৪২০১

✱ খিলক্ষেত ল্যা-ম্যারিডিয়ান হোটেল ও এলিভেটেড ওয়ে সংলগ্ন শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে ৩ বেডের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫-৫১১০২৩, ০১৭৫৫-৫১১০২৬। মো.বু-৬০৪২০২

✱ লালমাটিয়া বি ব্লক মসজিদ সংলগ্ন ১৬০০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪১৭০০৭৬, ০১৭০৪১৭০০৭৭। মো.বু-৬০৪২০৩

✱ বসুন্ধরা ডি ব্লকে সেমি-ফেয়ারফেস সিঙ্গেল ইউনিটের ২০৫০ বর্গফুটের নির্মানাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবা : ০১৭০৪১৭০০৭৮, ০১৭০৪১৭০০৭৭। মো.বু-৬০৪২০৪

✱ মোহাম্মাদপুর বসিলায় নিরিবিলি পরিবেশে ১১২০-২২০০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী রেডি/ নির্মানাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৮১০০৩২৫১৪, ০১৮১০০৩২৫১১। মো.বু-৬০৪২০৫

✱ বাইতুল আমান হাউজিং লি. ও আদাবরে কর্ণার ও দক্ষিণমুখী (৮৯০-১৮২০ ব.ফু.)-এর ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০০৩২৫১০, ০১৮১০০৩২৫১৫। মো.বু-৬০৪২০৬

প্লট বিক্রয়

✱ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠা প্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৯৭৬২৩৯৮৪। টিবু-৬০৩৯৭৭

✱ গাজীপুর সিটি ৮নং ওয়ার্ড কোনাবাড়ি, প্লট আকারে (৬.৮৫ শতাংশ) জমি বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৯১৪০৯৮০৭৮, ০১৭১৫০২৯২৩৫। ডি-৬০৪২১১

✱ বসুন্ধরা আ/এ ব্লক-পি, ৫ কাঠার দক্ষিণমুখী প্লট (৮২০০+) জরুরি বিক্রয়। (বি.দ্র.) প্লটটি এখনো রেজিস্ট্রি হয়নি আপাতত ফাইল টান্সফার হবে। প্রতি কাঠা ৬৫ লক্ষ একদাম। মোবা : ০১৭১৩-৪৭৮৫৬৮। ডি-৬০৪২৩৩

✱ আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট, এখনই বাড়ি করে বসবাস করুন। কাঠা ৫ লক্ষ। ০১৩২৯৭১১৫৩৬। সি-৬০৪২৫২

✱ ঢাকা-মাওয়া ৪০৺ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট কম মূল্যে বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৪৩। সি-৬০৪২৫৪

✱ পূর্বাচল ৩০৺ ও আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির সাথেই রিহ্যাব/রাজউক নিবন্ধকৃত বালিভরাটকৃত প্লট। কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৭০৮-৪২৯৯৯৭। ডি-৬০৪২৪২

✱ বসুন্ধরা আ/এ, এম-ব্লকে ৬০৺ রোডে ৩ ও ৬ কাঠা, এন-ব্লকে ৪, ৫ দক্ষিণমুখী, এল-ব্লকে ৩+৩=৬ কাঠা ৪০৺, ২৫৺ রোডের কর্ণার। # ০১৭১১-৯৯৩৮৩০। ডি-৬০৪২৪৬

জমি বিক্রয়

✱ মিরপুর-১ গুদারাঘাটে ১০৬ কাঠা এবং গাজীপুর জিরানী বাজারে ২৩১ শতাংশ বাউন্ডারিওয়াল করা নিষ্কণ্টক জমি বিক্রয় করা হবে। মোবাইল : ০১৭১২০২১০৭২। ডি-৬০৪২৩১

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা ১০নং সেক্টরে, দক্ষিণমুখী ২য় তলায় ২ বেড, ২ বাথ, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেনসহ ১০০০ ব.ফু. সম্পূর্ণ নতুন ২টি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭১২৫৩১১১৮। ডি-৬০৪২১০

✱ যশোর শহরে রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট/দোকান দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭০৮৫২১৩৮৬। ডি-৬০৪২০৭

✱ ২ লক্ষ টাকা ছাড়ে দোকান ও ৫ লক্ষ টাকা ছাড়ে রেডি ফ্ল্যাট যশোর শহরে রেডি ফ্ল্যাট/দোকান বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৬৮১২৩৬৬৩। ডি-৬০৪২০৮

✱ ধানমন্ডিতে ৩নং রোডে ২ পার্কিংসহ ২২২০, ১১/এ নং রোডে দক্ষিণমুখী ৩২০০ বর্গফুট ৪ বেড ও ৬নং রোডে ১২০০ বর্গফুট ৩ বেডের ফ্ল্যাট। মোবাইল : ০১৭৯৩-৩১১৭৬১। ডি-৬০৪২৩২

✱ জলসিঁড়িতে (৪০৺-১০০৺ রাস্তা) নির্মাণাধীন প্রকল্পে সেক্টর-১৩, ১৭তে ২৭৫০ ও ২৮০০ বর্গফুট এর ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৪০। সি-৬০৪২৫৫

✱ মুগদা জিরোপয়েন্ট ১০ তলা বিল্ডিংয়ের ৭ তলায় নতুন রেডি ১২৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৩১৩-৫২১১৬৬। ডি-৬০৪২৪৮

✱ উত্তরায় ১৬৭০, সাভার ডিওএইচএস ১৩৯০, গেন্ডারিয়ায় ৭/৯৬৫ ও উত্তর বাড্ডায় ১২৫০ বর্গফুট রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭২৪-০৭৯৭৯৬, ০১৭৩৪-২০৯৯৯৮। ডি-৬০৪২৪৪

✱ উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরের ১১ রোডে পার্কিং ছাড়া ১৪০০ বর্গফুটের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। যোগাযোগ : ০১৬৭৭-৯৭৪৬৯৩। ডি-৬০৪২৪৫

জমি শেয়ার

✱ ইসিবি চত্বর ১৮০ ফিট রাস্তার সাথে জমির শেয়ার বিক্রয় পার শেয়ার ২৮৫০,০০০/= ফ্ল্যাট সাইজ ১৩৭০ ব.ফু. ১৩ তলার ফ্ল্যাট লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ হবে ৯ কাঠা জমি। ০১৭১১০৭০১৭৩, ০১৩০৩৮৭৪৮৩৭। সি-৬০৪০৬৭

পাত্র-পাত্রী চাই

✱ সুপ্রতিষ্ঠিত বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার বিসিএস ডাক্তার, পররাষ্ট্র, ম্যাজিস্ট্রেট, শিল্পপতি, সিটিজেনশীপ, হিন্দু সম্প্রদায়সহ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তামান্না আপা, হোম সার্ভিস। ০১৭৮৭৫১১৭১৭, tamannamediaonline@gmail.com ডি-৬০৪২১৯

✱ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে"# ০১৬১৭-০১৪১৪০/ ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯। ডি-৬০৪২১৮

✱ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডারসহ সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ-উত্তরা-হোম সার্ভিস। ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০৪২১৪

✱ আর্মির ডাক্তার, বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, মেজর, ম্যাজিস্ট্রেট, পিএইচডি, আমেরিকার সিটিজেন ও এমবিএ সুন্দরীসহ পাত্র-পাত্রীর প্রতিষ্ঠান। মোস্তফা স্যার, হোম সার্ভিস। ০১৭৭৭৬৫৯৯০০। ডি-৬০৪২৬৩

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, ঢাকা

মানি ডিক্রি জারী মোকদ্দমা নং-০৯/২০১৭

M/S AWCPL & FAEL JV, Address: 29/Kha, Boundary Road (ground floor), Section-6, Mirpur, Dhaka- 1216.

................ডিক্রিদার।

বনাম

Bangladesh Export Processing Zone Authority, represented by its Chairman, Address: House-9/D, Road No.-6, Dhanmondi, Dhaka-1205.

..................দায়িক।

ডিক্রিকৃত টাকার পরিমান **১,০৯,১২,১৫১.০৫** টাকা **৩০/০৬/২০১৭ ইং তারিখ পর্যন্ত।**

নিলামের স্থানঃ ঢাকা জেলা জজ আদালতের নেজারত অফিস।

নিলামের সময়ঃ বেলা **১২:০০** ঘটিকায়

নিলামের তারিখ ঃ **১৬/০১/২০২৫ ইং**

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি উপরোল্লেখিত স্থান, তারিখ ও সময়ে প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রয় করা হইবে। দরখাস্তকারী/ডিক্রিদারের পাওনা **৩০/০৬/২০১৭ ইং তারিখ পর্যন্ত ১,০৯,১২,১৫১.০৫** টাকা মাত্র এবং তৎসহ টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত টাকার উপর আদায় কালতক সুদসহ মোকদ্দমার খরচ। ইচ্ছুক ক্রেতা সাধারণকে উক্ত তারিখ বেলা ১২:০০ ঘটিকায় ঢাকা জেলা জজ আদালতের নাজির অফিসে উপস্থিত থাকিয়া নিলামে অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

তফসিল

All that piece and parcel of land measuring 1 (one) acre equivalent to 60 (sixty) katha of plot No. 1, 2, 3 and 4, Road No.-3/B, Sector No.-15/H, Uttara, 3rd Phase, Dhaka, butted and bounded by
a) Plot No.-5, at the North;
b) Road No.-3/A at the East;
c) Road No.-3/B at the West; and
d) Road No.3 at the South.

অদ্য ২৮/১০/২৪ ইং তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

আদালতের আদেশক্রমে
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জেলা জজ আদালত, ঢাকা।

পাত্রী চাই

✱ ইউএসএ গ্রীনকার্ড হোল্ডার, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মাইক্রোসফট, বিএসসি (সিএসই) বুয়েট, পিএইচডি আমেরিকা (৩৩-৫-৮৺) নামাজি পাত্রের দেশে/প্রবাসে শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী। মোবা : ০১৭৩২২৩১৩০৭। ডি-৬০৪২২৭

✱ ইংল্যান্ডে সরকারি মেডিকেল অফিসার, এমবিবিএস ডিএমসি, এমআরসিপি কোর্সে আছেন ইংল্যান্ড (৩৪-৫-৮৺) ডিভোর্স পাত্রের জন্য পাত্রী। ০১৭৪৭৯৬১১৮০। ডি-৬০৪২২৮

✱ মেজর, ক্যাপ্টেন, স্কোয়াড্রন লিডার, লেফটেন্যান্ট কমান্ডারসহ, বিসিএস এডমিন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ২৭ থেকে ৩৫ বছর বয়সের অনেক পাত্রের সন্ধান রয়েছে। ০১৭১৬০৬৯৫৩৭। ডি-৬০৪২২৯

✱ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (হেড অফিস) বিবিএ, এমবিএ, আইবিএ জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকায় সেটেল্ড) (৩৭+৫-৭৺) শর্ট ডিভোর্স পাত্রের আর্জেন্ট যোগাযোগ : ০১৯৩৯৫০০৭০৯। ডি-৬০৪২২৪

✱ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার একমাত্র ছেলে (৫-৮৺+৩২) সুদর্শন বিএসএস, এমএসএস আইআর জাবি। ৩৮তম বিসিএস (এনডিসি) শর্ট ডিভোর্স পাত্রের পাত্রী। যোগাযোগে অভিভাবকগণ। ০১৭১৫৪৯৭৮৬৫। ডি-৬০৪২২৫

✱ কানাডার সিটিজেন বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার পিএইচডি কানাডা বাবা-মা বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ছোট পরিবার ঢাকায় সেটেল্ড (৩৭-৫-১০৺) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৯৯৩৮১৯৭৯৫। ডি-৬০৪২২২

আবশ্যক

✱ ডিটিসি কোম্পানীতে পরিচালক, ম্যানেজার ও একাউন্টেন্ট কাম ক্যাশিয়ার প্রয়োজন। অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী অগ্রাধিকার। ১৯/১০, হাতিরপুল, ঢাকা। ০১৭৪২-১৮৬৮৪৬, ই-মেইল : dtc5800@gmail.com মিবু-৬০৪২০০

ভাড়া হবে

✱ **অফিস :** ধানমন্ডি রোড নম্বর ৬/এ : ২০০০ বর্গফুট ও ১২৫০ বর্গফুট অফিস ভাড়া হবে। যোগাযোগ মোবাইল : ০১৭০৮৫১৯০৮৮। ডি-৬০৪২৩৭

পাত্রী চাই

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এ লেভেল লন্ডন হতে বিএসসি/এমএসসি (২৯-৫-৯৺) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবা : ০১৯০৭-৫৫০৩৬১/০১৭২৯-২৬১৮৭৬। ডি-৬০৪২১৬

✱ অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন, বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়াতে কর্মরত, বাবা-মা ডাক্তার প্রফেসর (৩৪-৫-১০৺) সরাসরি অভিভাবকগণ যোগাযোগ : ০১৮৬৩৮২৭০০৮ হোয়াটসঅ্যাপ। যাবু-৬০৪২৫১

✱ শর্ট ডিভোর্স সরকারি চাকরিজীবী, বিএসসি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-বুয়েট ঢাকায় সেটেল্ড সুদর্শন (৩৭-৫-৭৺) পাত্রের পাত্রী চাই। মোবা : +৮৮০১৭৬৭০০১৯৮৬। ডি-৬০৪২৬৬

✱ বিসিএস-ডাক্তার (৩১-৫-৯৺), প্রফেসর (৩৩+৫-৯৺), ম্যাজিস্ট্রেট (২৯+৫-১০৺), বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার (২৯+৫-৭৺) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক (২৮+৫-৮৺), সিটিজেন ও মাল্টিন্যাশনাল পাত্রদের। সোনিয়া আপা, হোম সার্ভিস। ০১৭০৬৬৮৭১৪৪। ডি-৬০৪২৬২

✱ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (অ্যাডমিন ক্যাডার) বিএসসি বুয়েট। নিরিবিলি ছোট পরিবারের (৩০-৫-৮৺) সুদর্শন পাত্রের যেকোনো প্রফেশনের পাত্রী। মোবা : ০১৭৫০-৮৭৯৬৪৪। ডি-৬০৪২৪৭

পাত্র চাই

✱ ঢাকায় সেটেল্ড, শিক্ষিত পরিবারের ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাক গ্রাউন্ড গ্র্যাজুয়েশন অধ্যয়নরত অথবা পাসকৃত ২২ থেকে ৩০ বছর বয়সের অনেক সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান রয়েছে 'বিবাহ বন্ধন' # ০১৭১৫৬৪৩৯৬৮। ডি-৬০৪২৩০

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ও/এলেভেল অস্ট্রেলিয়া হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৬-৫-৩৺) পাত্রীর পাত্র চাই। মোবাইল : ০১৬১৮-৮৭১০৪৬/ ০১৯৯২-৪৩৩৩২৪। ডি-৬০৪২১৫

✱ অভিজাত এলাকার ও/এ লেভেলকৃত ফরেন ডিগ্রি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার্স/অনার্সকৃত ট্যালেন্টেড সুদর্শনাদের। 'গুলশান মিডিয়া', বাড়ি-১৩, রোড-৯, গুলশান-১। ৫৮৮১৪০৪৪, +৮৮০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪। www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০৪২৫৩

✱ অ্যারিজোনা, নিউইয়র্ক, টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, বোস্টন, ফ্লোরিডা, ডালাস এবং ওয়াশিংটনে বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত পাত্রীদের লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০৪২৪৩

✱ চট্টগ্রামে সেটেল্ড বাবা ডাক্তার (জন্ম ৯৬-৫-৫৺) ডাক্তার সুদর্শনা পাত্রীর যে কোন প্রফেশনের প্রতিষ্ঠিত পাত্র। কান্তা আপা # ০১৭১১৮৬০২৬১। lion121kanta@gmail.com খিলবু-৬০৪২৫৮

USAID | BANGLADESH

FROM THE AMERICAN PEOPLE

Position Vacancy Announcement

Position: Development Assistance Specialist (Front Office Senior Advisor), FSN – 13

The United States Agency for International Development (USAID) in Bangladesh is seeking applications from qualified Bangladeshi nationals for the position of **Development Assistance Specialist, FSN – 13** in the Office of the Director (DIR).

Location: USAID/Bangladesh, Deadline for application submission: December 4, 2024

For a complete job description, required qualifications and detailed information on how to apply please visit USAID/Bangladesh website: http://www.usaid.gov/bangladesh/work-with-us/careers and www.bdjobs.com

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

বিজ্ঞপ্তি

নম্বর-৮০.০০.০০০০.৯০৩.০৪.০০১.২১-১৩৮ — তারিখ: ০৩ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি:।

বিষয়ঃ প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের লক্ষ্যে আগ্রহপত্র বা Expression of Interest (EOI) আহবান।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনার জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের লক্ষ্যে আগ্রহপত্র বা Expression of Interest (EOI) আহবান করা হচ্ছে। কমিশনের Web Address: www.bpsc.gov.bd এ ০৩ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখের ৮০.০০.০০০০.৯০৩.০৪.০০১.২১-১৩৭ নম্বর স্মারকে বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাবে। আগ্রহী আইনজীবীগণ ২০.১১.২০২৪খ্রি: তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২য় তলায় রক্ষিত বক্সে সরাসরি/ডাকযোগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ আবেদন জমা দিতে পারবেন।

আইন উপদেষ্টা
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, ঢাকা।

TITAS GAS TRANSMISSION & DISTRIBUTION PLC

(A COMPANY OF PETROBANGLA)
"Titas Gas Bhaban", 105, Kazi Nazrul Islam Avenue
Kawran Bazar Commercial Area, Dhaka-1215, Bangladesh.
Fax: 880-2-9120513, Phone : 8155497 PABX : 9103960-69.
E.Mail: localpurchasetgtdcl@gmail.com

Ref.No.28.13.0000.056.07.012.23/24-25/OTM-11/Gas Bill Book — Date : 03/11/2024

e-Tender Notice

The e-Tenders have been invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the Procurement of the following Goods. Details are given below :

Sl. No.	Tender ID, Tender Invitation Reference No & Publishing Date	Description of Goods	Tender last selling/ Downloading (Date & Time)	Tender Closing (Date & Time)	Tender Opening (Date & Time)	Last Date of Depositing Tender Security
1.	1031036, 28.13.0000.056.07.012.23/24-25/OTM11/Gas Bill Book, Date : 30-Oct-2024	Procurement of Residential Gas Bill Book	12-Nov-2024 16:00 PM	14-Nov-2024 12:00 PM	14-Nov-2024 12:00 PM	14-Nov-2024 11:30 AM
2.	1030231, 28.13.0000.056.07.008.24/ Portable Gas Detector, Date : 31-Oct-2024	Procurement of 80 Portable Gas Detector Machines	20-Nov-2024 16:00 PM	21-Nov-2024 12:00 PM	21-Nov-2024 12:00 PM	21-Nov-2024 11:30 AM
3.	1032103, 28.13.0000.056.07.015.24/ Electric Fan, Date : 03-Nov-2024	Procurement of Electric Fan	17-Nov-2024 16:00 PM	18-Nov-2024 12:00 PM	18-Nov-2024 12:00 PM	18-Nov-2024 11:30 AM
4.	1031678, 28.13.0000.056.07.013.24/24-25/OTM-1/Telephone/Re, Date : 03-Nov-2024	Procurement of Telephone sets, Telephone related goods and accessories	18-Nov-2024 16:00 PM	19-Nov-2024 12:00 PM	19-Nov-2024 12:00 PM	19-Nov-2024 11:30 AM

These are online tenders, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tenders, registration in the National e-GP system Portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required. The fees for downloading the e-Tender Documents from the National e-GP system portal have to be deposited online in any registered Bank's Branch.
Further, information and guidelines are available in the National r-GP System Portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

Deputy General Manager (Purchase)

কৃষি মন্ত্রণালয়

সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং ১২.০০.০০০০.০৩০.৪০.০০৬.২৪ (অংশ-১)-১২৬ — তারিখ ঃ ১৯/০৭/১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ০৪ /১১/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

বিজ্ঞপ্তি

বিষয় ঃ বেসরকারি পর্যায়ের মাধ্যমে নন-ইউরিয়া (টিএসপি ও ডিএপি) সার আমদানির লক্ষ্যে প্রস্তাব আহবান।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ফসল উৎপাদন মৌসুমসমূহে ব্যবহারের জন্য ভর্তুকির আওতায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ টিএসপি ও ডিএপি সার আমদানির লক্ষ্যে "নন-ইউরিয়া সার আমদানি, বিক্রয় এবং ভর্তুকি প্রদান পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিপত্র" মোতাবেক বেসরকারি সার আমদানিকারকগণের নিকট হতে প্রস্তাব আহবান করা যাচ্ছে।

- বেসরকারি পর্যায়ের মাধ্যমে নন-ইউরিয়া (টিএসপি ও ডিএপি) সার আমদানির লক্ষ্যে আগামী ১০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২:০০ ঘটিকার মধ্যে সীলগালাকৃত খামে প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত খামের উপর সারের নাম উল্লেখ করতে হবে। সীলগালাকৃত খামে প্রস্তাবসমূহ বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৪নং ভবনের ৫০৫ নং কক্ষের সামনে রক্ষিত নির্ধারিত বাক্সে অথবা বিএডিসি'র সদস্য-পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ), {৪৯-৫১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা} এর দপ্তরে রক্ষিত বাক্সে জমা দিতে হবে। একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান *একটি মাত্র* প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। একটি প্রস্তাবে একাধিক দর উল্লেখ থাকলে প্রস্তাব বাতিল মর্মে গণ্য হবে।
- নন-ইউরিয়া সার আমদানি, বিক্রয় এবং ভর্তুকি প্রদান পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসারে আমদানিকারকগণকে প্রস্তাবের সাথে সারের উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে **Manufacturer Certificate** জমা দিতে হবে। **Manufacturer Certificate**-এ সারের বিনির্দেশসহ সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহে সম্মত মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে। উক্ত পরিপত্রে বর্ণিত অন্যান্য শর্ত মোতাবেক প্রস্তাব দাখিলে ব্যর্থ হলে বা কোন অসম্পূর্ণ/ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব দাখিল করলে তা বাতিল মর্মে গণ্য হবে।
- এছাড়াও এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য/নির্দেশনা এবং "নন-ইউরিয়া সার আমদানি, বিক্রয় এবং ভর্তুকি প্রদান পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিপত্র" কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.moa.gov.bd) হতে সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৪/১১/২৪
(মোঃ মনিরুজ্জামান)
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০৮৬৭
ই-মেইল ঃ dsfmm@moa.gov.bd

Government of the People's Republic of Bangladesh

Office of the Project Director
Customs Modernization and Infrastructure Development Project
Room No. 403, Custom House, Dhaka
Kurmitola, Dhaka-1229.
E-mail: cmid.nbr@gmail.com

Nothi No. 08.01.0000.104.014.012.24-170 — Date: 03 November, 2024

Request for Expressions of Interest (REOI)

Ministry/Division	:	Ministry of Finance/Internal Resources Division
Agency	:	National Board of Revenue
Procuring Entity Name	:	Project Director, Customs Modernization and Infrastructure Development Project
Procuring Entity Code	:	Not used at present
Procuring Entity District	:	Dhaka
Expressions of Interest for Selection of	:	Individual Consultant Service for Feasibility Study, Conceptual Design, Cost Analysis for Custom House, Dhaka (DCH), Custom House, Benapole (BCH) and Customs Risk Management Commissionerate (CRMC) (Lump-sum) (Package No. SD-18)
EOI Ref. No.	:	08.01.0000.104.014.012.24-170
Date	:	03 November, 2024
KEY INFORMATION		
Procurement Sub-Method	:	Selection of Individual Consultants (SIC)
FUNDING INFORMATION		
Budget and Source of Funds	:	Development Budget GoB
PARTICULAR INFORMATION		
Project/Program Code	:	224381900
Project/Program Name	:	Customs Modernization and Infrastructure Development Project
EOI Closing Date and Time	:	EOI (along with soft copy) shall be submitted in person, or my mail in a sealed envelope and be clearly marked "Expression of Interest for Selection of [*Title of Service*] or by E-mail mentioning "Expression of Interest for Selection of [*Title of Service*] on or **before 24/11/2024 at 3.00 pm to the undersigned.**
INFORMATION FOR APPLICANT		
Brief Description of Assignment	:	The Scope of the Assignment: Feasibility Study (Stakeholder Consultations, Preliminary Baseline, Traffic Studies, Economic Appraisal etc.), Conceptual Design (Conceptual Master Plans, Designs and Drawings etc.). Detailed Terms of Reference (TOR) and other information will be available upon request from the address provided below either through email or in person. The TOR can be found at the following website: (www.nbr.gov.bd).
Experience, Resources and Delivery Capacity Required	:	QUALIFICATION OF THE CONSULTANT The broad qualification of the individual consultant is given below. The responsibilities shall be assigned by the Consultant to complete all the deliverables in a professional manner. The individual consultant can add team members, as required to complete the above scope of work. INDIVIDUAL CONSULTANT QUALIFICATION • Education: 5 years Bachelor in Architecture, preferably international accreditation, Sustainable Practice, Construction Management, or related field; relevant trainings and Member of local Professional Institute. Experience: 15 years in designing and supervision of Highrise Building with 5 years as Team Leader of multidisciplinary team of experts in design and supervision package. Experience as Team Leader for Detailed Design & Cost analysis Document preparation of infrastructure of any Govt Division is preferred.
Other Details (if applicable)	:	A copy of the terms of reference (TOR), Request for Application (RFA) may be obtained from the NBR website (www.nbr.gov.bd)
Association with foreign firms is	:	Not Applicable

EOI Detail Information

Ref No.	Phasing of Services	Location	Start Date	Completion Date
01	Single: Lump-sum	Custom House, Dhaka (DCH), Custom House, Benapole (BCH) and Customs Risk Management Commissionerate (CRMC)	01/01/2025	30/09/2025

PROCURING ENTITY DETAILS

Name of Official Inviting EOI	:	AKM Nurul Huda Azad
Designation of Official Inviting EOI	:	Project Director
Address of Official Inviting EOI	:	Room No. 403, Custom House, Dhaka, Kurmitola, Dhaka-1229
Contact Details of Official Inviting EOI	:	E-mail: cmid.nbr@gmail.com

The Procuring Entity reserves all the right to accept or reject all EOI

3.11.2024
AKM Nurul Huda Azad
Project Director
Customs Modernization and Infrastructure Development Project
Room No. 403, Custom House, Dhaka
Kurmitola, Dhaka-1229.
E-mail: cmid.nbr@gmail.com

প্রয়াত জোনস

২৮ বার গ্র্যামিজয়ী মার্কিন শিল্পী কুইন্সি জোনস গত রোববার মারা গেছেন। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

২০ দেশে ‘দরদ’

১৫ নভেম্বর একই সঙ্গে বিশ্বের ২০টি দেশে মুক্তি পাবে শাকিব খান অভিনীত সিনেমা *দরদ*। নির্মাতা অনন্য মামুন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। জানা গেছে, ছবিটি অন্যান্য দেশের সঙ্গে মালদ্বীপেও মুক্তি পাবে। এই প্রথম কোনো বাংলাদেশি সিনেমা মালদ্বীপে মুক্তি পাবে। ছবিতে শাকিব খান ছাড়াও আছেন সোনাল চৌহান, পায়েল সরকার, রাহুল দেব, অলোক জৈন, রাজেশ শর্মা, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। **বিনোদন ডেস্ক**

দরদ-এ সোনাল চৌহান ও শাকিব খান। ছবি : নির্মাতার ফেসবুক থেকে

সাবেকের প্রশংসা

মুক্তির অপেক্ষায় থাকা *আনস্টপেবল* সিনেমায় জেনিফার লোপেজের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বেন অ্যাফ্লেক। আগামী ৬ ডিসেম্বর মুক্তির অপেক্ষায় থাকা এ ছবির অন্যতম প্রযোজক বেন। বেনের বিরুদ্ধে বিচ্ছেদের আবেদন করেছেন লোপেজ। তবে গায়িকা-অভিনেত্রীর কাজের প্রশংসা করলেও ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলেননি অভিনেতা। **বিনোদন ডেস্ক**

আনস্টপেবল-এর দৃশ্য। ছবি : আইএমডিবি

ক্যানসারে আক্রান্ত

মার্কিন অভিনেতা জেমস ভ্যান ডার বেক কলোরেক্টাল ক্যানসারে আক্রান্ত। সিএনএনকে দেওয়া এক বিবৃতিতে অভিনেতা নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন। ৪৭ বছর বয়সী এই অভিনেতা জানান, তাঁর চিকিৎসা চলছে এবং আগের চেয়ে ভালো বোধ করছেন তিনি। **বিনোদন ডেস্ক**

জেমস ভ্যান ডার বেক। ছবি : রয়টার্স

কত রূপে যে পর্দায় এসেছেন **মোশাররফ করিম**। একসঙ্গে এবার বহু রূপে নতুন করে আসছেন এই সময়ের আলোচিত তারকা। শুরু করেছেন অমিতাভ রেজা চৌধুরীর ওয়েব সিরিজ *বোহিমিয়ান ঘোড়া*র শুটিং। এই তারকার সঙ্গে কথা বলে তাঁর সাম্প্রতিক খোঁজখবর জানাচ্ছেন **মনজুরুল আলম**

বহু রূপে নতুন মোশাররফ করিম

আবার বহু রূপে

বছর কয় আগে মোশাররফ করিমকে একটি গল্প শুনিয়েছিলেন অমিতাভ রেজা চৌধুরী। শুনেই গল্পটি তাঁর মনে ধরে যায়। দীর্ঘ প্রায় সাত বছর মনের মধ্যে লালন করা সেই গল্প নিয়েই সম্প্রতি শুরু হয়েছে হইচইয়ের ওয়েব সিরিজ *বোহিমিয়ান ঘোড়া*র শুটিং। এখন তাই এই ‘ঘোড়া’র পেছনেই ছুটছেন মোশাররফ। অভিনেতা জানালেন, ‘এমন গল্পের চরিত্রে আগে কখনোই কাজ করিনি। অসাধারণ একটি গল্প। যে গল্পের জন্য অপেক্ষা করি। বহু রূপে দর্শক আমাকে দেখবেন। নতুন করে ফিরছি। যেখানে চুল, দাড়ি বা বেশভূষায় নয়, মানসিকভাবে বহু রূপে ফিরছি।’

বাংলা নাটক, সিনেমা কিংবা ওটিটিতে বহুবার বহু রূপে দর্শকের সামনে এসেছেন মোশাররফ করিম। নতুন করে বারবার কি ফেরা যায়? এ প্রশ্নে মোশাররফ করিম উল্টো প্রশ্ন করেন, ‘চরিত্রের কি শেষ আছে? একজন শিল্পীর চরিত্র শেষ হলে তার সত্তা কি টিকে থাকবে? একই কাজ কি দর্শক বারবার দেখবে?’ পরে নিজেই কথাটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন, ‘বারবার নতুন চরিত্র দিয়ে আমি দর্শকের সামনে আসতে চাই। চরিত্রের এই ভেরিয়েশনের জন্য একজন শিল্পী প্রতিবার চায় দর্শকদের কাছে নতুন করে আসতে, সত্তাকে টিকিয়ে রাখতে। প্রতিটি আলাদা চরিত্রই আমাকে আনন্দ দেয়। অভিনয় থেকে আনন্দ না পেলে সেটা শিল্প হবে না। বহু রূপে ভক্তরা পছন্দ করে বলেই বহু রূপে বহুবার ফিরতে চাই।’

জনপ্রিয়তার পথে হাঁটেন না

দুই দশক ধরে সময়ের আলোচিত, জনপ্রিয় তারকাদের তালিকা করলে শুরুর দিকে তাঁর নামই থাকবে। সেই তারকাই নাকি কখনো জনপ্রিয়তার কথা ভাবেন না। ভাইরাল শব্দটি যখন অনেক তারকার কাছে অতি আপন শব্দ হয়ে উঠছে, তখন চরিত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভাইরালের চেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয়টার ওপর বেশি জোর দেন মোশাররফ করিম। ‘সব কাজই আমার প্রিয়। সেটা দর্শকদের কাছে পৌঁছাবে কি না, তার চেয়েও আমার মনোযোগ থাকে অভিনয়ে জায়গা আছে কি না, আমি ভাবি চরিত্র নিয়ে, সময়কে নিয়ে। চরিত্র পছন্দ না হলে সেই কাজ করা কঠিন হয়ে যায়। আমার চরিত্রভাবনার সঙ্গে দর্শকদের মিল পড়ে গেলেই সেই কাজটি নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু আলোচনায় থাকতে কাজ করি না,’ বলেন এই অভিনেতা।

তখন মন খারাপ হয়ে যায়

ক্যারিয়ারে কখনো কখনো অভিনয়ে ছাড় দিতে হয়েছে। কিন্তু এখন আর ছাড় দিয়ে কাজ করতে চান না। শুটিংয়ে চরিত্রের পেছনে ঠিকমতো সময়টা দিতে পারলেই তিনি খুশি। এ ক্ষেত্রে নাটকে কিছুটা কম সময় পেলেও ওটিটি বা সিনেমার কাজে তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় না। তবে নিজের চেষ্টায় চরিত্র থেকে চরিত্রে ছড়িয়ে যেতে চান তিনি। কিন্তু অনেক সময় পরিচালক বা ইউনিটের কারণে ছাড় দিতে হয় কি না? এমন প্রশ্নে মোশাররফ বলেন, ‘সব কাজের অবকাঠামো এক থাকে না। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও কাজ করতে হয়। কখনো ছাড় দিতে হয়। তখন আমার ভালো লাগে না। তখন মন খারাপ হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই আমার পরিকল্পনা থেকে দূরে সরে যাই। কখনো এটা কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলে। এটা হয়তো সব শিল্পীরই হয়।’

যে গল্পে নেই

চরকির ওয়েব সিরিজ *আধুনিক বাংলা হোটেল*-এর আগে হরর নাটকে আপনাকে কেন দেখা যায়নি? মোশাররফ বলেন, ‘ভৌতিক আবহের গল্প আমাকে সব সময়ই টানে। কিন্তু ভৌতিক গল্পের প্রস্তাব সব সময়ই কম এসেছে। এবার যখন প্রস্তাব আসে, চরিত্রটি পছন্দ হয়, তখন সাদরে রাজি হয়েছি। কারণ, ভক্তদের সব সময় নতুন কিছু দেওয়ার তাগিদ থাকে। যে কারণেই হয়তো যাঁরা চরকির *বোয়াল মাছের ঝোল* দেখেছেন, তাঁরা পছন্দ করেছেন। অনেক সময় নিয়ে কাজটি করা।’

নাটকের পাশাপাশি বর্তমানে ওটিটি ও সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত এই তারকা। শিগগিরই ঈদের কাজগুলো নিয়ে বসবেন। সর্বশেষ কলকাতায় *হুব্বা* সিনেমা দিয়ে আলোচনায় আসেন। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে ফজলুল কবীরের পরিচালনায় *বিলডাকিনী*, শরাফ আহমেদ জীবনের *চক্কর ৩০২*, নিয়ামুল মুক্তার *বৈদ্য*সহ বেশ কিছু সিনেমা। ‘কিছু সিনেমার কাজ বেশ আগেই করা। সেসব সিনেমা কেন অনেক দিন ধরে বসিয়ে রাখা হয়, সেটা মাঝেমধ্যে ভাবায়। কোনো কাজের শুটিংয়ের পরে বড় বিরতিটা আমার ভালো লাগে না।’

মোশাররফ করিম। ছবি : খালেদ সরকার

কায়রো উৎসবে ‘প্রিয় মালতী’

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কায়রো চলচ্চিত্র উৎসবের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে তরুণ নির্মাতা শঙ্খ দাশগুপ্তর প্রথম চলচ্চিত্র *প্রিয় মালতী।* শঙ্খ জানান, মিসরের মর্যাদাপূর্ণ এ চলচ্চিত্র উৎসবে *প্রিয় মালতী*র বিশ্ব প্রিমিয়ার হবে। উৎসবে ছবিটির চারটি প্রদর্শনী হবে। এর মধ্যে দর্শকদের জন্য দুটি আর প্রেস ও জুরিদের জন্য একটি করে শো। শো শেষে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকবে।

ফ্রেম পার সেকেন্ড ও চরকির প্রযোজনায় সিনেমায় নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন মেহজাবীন চৌধুরী। সিনেমাটির চিত্রনাট্য করেছেন শঙ্খ দাশগুপ্ত ও আবু সাইদ রানা। পরিচালনার পাশাপাশি সিনেমার গল্পও লিখেছেন শঙ্খ দাশগুপ্ত।

গতকাল নির্মাতা *প্রথম আলো*কে জানান, শিগগিরই ছবিটি দেশে মুক্তি পাবে। ২০২৩ সালের মাঝামাঝির দিকে সিনেমাটির দৃশ্যধারণ শুরু করেছিলেন নির্মাতা।

মেহজাবীন চৌধুরী গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘পুরো টিমের জন্যও এটি অনেক গর্বের সংবাদ। কখনো ভাবিনি, বাংলাদেশের ওপর ভিত্তি করে তৈরি গল্প আন্তর্জাতিক মঞ্চেও এতটা প্রাসঙ্গিক হবে।’

মেহজাবীন চৌধুরী ছাড়াও সিনেমায় নাদের চৌধুরী, আজাদ আবুল কালাম, শাহজাহান সম্রাট, রিজভী রিজুসহ অনেকে অভিনয় করেছেন।

১৩ থেকে ২২ নভেম্বর মিসরের অপেরা হাউসে বসবে কায়রো চলচ্চিত্র উৎসবের ৪৫তম আসর।

প্রিয় মালতী সিনেমার দৃশ্যে মেহজাবীন চৌধুরী।

আলাপন

আতিফ আসলাম পরিচালিত সুইচ-এ অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন **ফারিন খান**। নাটক ও চলচ্চিত্র নিয়ে গত শুক্রবার তরুণ অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলেছে ‘বিনোদন’

ফারিন খান। ছবি : অভিনেত্রীর সৌজন্যে

ভিউ না থাকলে ভালো কাজ নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে যায় না

‘সুইচ’ নাটকে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

‘বারফি’ নামে একদম নতুন একটি চ্যানেলে নাটকটি মুক্তি পেয়েছে। কোনো সাবস্ক্রাইবারই ছিল না। মাত্র তিন দিনে এক মিলিয়ন দেখা হয়েছে। এটা অনেক বড় প্রাপ্তি। এতে আমি ও সোহেল মণ্ডল অভিনয় করেছি। সোহেল ভাই ওটিটিতে অনেক জনপ্রিয় ও ভালো একজন অভিনেতা। সোহেল ভাই আমার চেয়ে পুরোনো। কিন্তু আমি একদমই নতুন। ওই জায়গা থেকে এত ভিউ অনেক বড় একটি ব্যাপার। সোহেল ভাই ও পরিচালক (আতিফ আসলাম) আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছেন।

ছয় দিনে নাটকটি ১১ লাখের বেশিবার দেখা হয়েছে। অভিনয়শিল্পী হিসেবে আপনার কাছে ভিউ কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

একটা কাজের সঙ্গে প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পীসহ আরও অনেকে যুক্ত থাকেন। প্রযোজকেরা অর্থ লগ্নি করেন। ভিউর কারণে অর্থটা তুলতে পারেন। পরের কাজের পরিকল্পনা করতে পারেন। ভিউ আমাদের উৎসাহিত করে। তবে একজন অভিনয়শিল্পী হিসেবে বলতে পারি, কাজটাকেই আগে মূল্যায়ন করা দরকার। কাজটা কতটা মানসম্পন্ন হচ্ছে, কাজটা কতটা মানসিকভাবে শান্তি দিচ্ছে, সেটা বিবেচনা করি। অভিনয় শুধু পেশা নয়, নেশাও। ফলে ভিউ খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। অনেক ভালো কাজ আছে, দেখা গেছে সেটার ভিউ নেই। ভিউ না থাকলে ভালো কাজটা নিশ্চয়ই খারাপ কাজ হয়ে যায় না। আবার প্রযোজকের কথা চিন্তা করলে ভিউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আগামী দিনে আপনাকে আর কী কী নাটকে পাওয়া যাবে?

রুবেল আনুশ ভাইয়ের একটি কাজ করেছি। আমার সঙ্গে পার্থ শেখ আছেন। অনেক দিন পর মনে হয়েছে, চমৎকার একটি কাজ করেছি। জুনায়েদ বোগদাদী, আবু হুরায়রা তানভীরের সঙ্গে কাজ করেছি। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইমতিয়াজ বর্ষণ ভাই, শাশ্বত দত্তের সঙ্গে কাজ করছি। ওটিটির দু-একটি কাজ শুরু করব। পাশাপাশি একটি বিজ্ঞাপনচিত্রের কাজ করব।

২০১৭ সালে ‘ধ্যাততেরিকি’ দিয়ে আপনার অভিনয়ে অভিষেক। পরে সিনেমায় নিয়মিত হলেন না কেন?

তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম। সবে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পরে কলেজে ভর্তির ব্যাপার ছিল। ফলে অভিনয় থেকে দূরে ছিলাম। মাঝখানে কোভিডের মধ্যে আর কাজ করা হয়নি। কোভিড শেষ হওয়ার পর চারটি সিনেমার কাজ শেষ করেছি। কবে মুক্তি পাচ্ছে, সেটা এখনো বলতে পারছি না।

এর মধ্যে ২০২২ সালের শেষের দিকে প্রাচ্যনাটে থিয়েটার করেছিলাম। তখন ভাবলাম, শুধু সিনেমার জন্য অপেক্ষা না করে ছোট পর্দায়ও কাজ করতে পারি। সেই ভাবনা থেকে (কাজল আরেফিন) অমি ভাইয়ের *ফিমেল* দিয়ে নাটক শুরু করেছি। এক বছর ধরে নাটকে কাজ করছি।

নাটকের পাশাপাশি দীপ্ত প্লের ‘ত্রিভুজ’, চরকির ‘প্রচলিত’ সিরিজের ‘বিলাই’ গল্পে কাজ করেছেন। ওটিটিতে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন?

ওটিটিতে কাজের অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। ওটিটিতে সিনেমার স্বাদ পাওয়া যায়। ওটিটিতে বড় আয়োজনে কাজ হয়, সিনেমার মতোই। রিহার্সাল হয়, নাটকে সেটা পাই না। ভালো পরিচালকের কাজ পেলে অবশ্যই করি। ওটিটি নিয়ে আলাদা পরিকল্পনাও আছে।

অভিনয়ে এলেন কীভাবে?

স্কুলে নাচতাম। বড় হওয়ার পর বেশ কিছু রিয়েলিটি শোতে নেচেছি, মডেলিং করেছি। জাজ মাল্টিমিডিয়ার আবদুল আজিজ ভাই আমাকে একটা শোতে দেখেছিলেন, ওখান থেকে *ধ্যাততেরিকি* সিনেমা দিয়ে অভিনয়ে এসেছি।

সাক্ষাৎকার : বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

> ফল তো সৃষ্টিকর্তার হাতে, তবে লড়াই করতে পেরে আমি খুশি।
>
> **মোহাম্মদ রিজওয়ান**
> **অস্ট্রে**লিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে **হারে**র পর পাকিস্তান অধিনায়ক

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডেও খেলবেন নিগাররা

এফটিপি ২০২৫-২৯

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের মেয়েদের ব্যস্ততা বাড়িয়ে দিয়েছিল আইসিসি উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপ। ২০২২-২০২৫ চক্রে প্রথমবার এই টুর্নামেন্টে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আটটি তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলার সুযোগ পায় বাংলাদেশ। ওই চক্র শেষ হওয়ার আগেই গতকাল মেয়েদের নতুন ভবিষ্যৎ সফর পরিকল্পনা বা এফটিপি ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের মেয়েদের দল আছে নতুন এফটিপির উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপেও। ২০২৫ সালের মে মাস থেকে ২০২৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত চার বছরের এই চক্রে বাংলাদেশ নারী দল প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলবে।

চতুর্থ উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপে একটি দল বাড়লেও আগের মতোই দলগুলো চারটি হোম ও চারটি অ্যাওয়ে ওয়ানডে সিরিজ খেলবে। চলমান তৃতীয় উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপটা ২০২৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব হিসেবেও কাজ করছে। ২০২৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাছাইপর্ব হিসেবে কাজ করবে চতুর্থ উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপ। ওই টুর্নামেন্টে নতুন দল হিসেবে সুযোগ পেয়েছে জিম্বাবুয়ে নারী দল।

বাংলাদেশ একটি হোম সিরিজ খেলবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেও। ওই সিরিজে ওয়ানডে তিনটি ছাড়াও থাকছে তিনটি টি-টোয়েন্টি। জিম্বাবুয়ে ছাড়াও বাংলাদেশের মেয়েরা উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে ঘরের মাঠে খেলবেন শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। এ সময়ে দেশের বাইরে বাংলাদেশ নারী দল সিরিজ খেলবে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিপক্ষে। প্রতিটি ওয়ানডে সিরিজের সঙ্গেই থাকবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজও।

উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপের বাইরেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি ওয়ানডে ও দুটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ নারী দল। সব মিলিয়ে শুধু দ্বিপক্ষীয় সিরিজেই ২৭টি ওয়ানডে ও ৩০টি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা বাংলাদেশের।

দ্বিপক্ষীয় সিরিজের বাইরেও এ সময়ে পাঁচটি বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট খেলার সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশের মেয়েদের। ২০২৫ সালে ভারতে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২৬ সালে যুক্তরাজ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৭ সালে মেয়েদের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি টি-টোয়েন্টি, ২০২৮ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক।

২০২৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপে আটটি দল, ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ১২টি, ২০২৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ৬টি ও ২০২৮ অলিম্পিকে সম্ভাব্য দলের সংখ্যাও ৬। ২০২৮ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলের সংখ্যা এখনো নির্ধারিত হয়নি।

বাংলাদেশের সিরিজ

- **২০২৫ (ডিসেম্বর) প্রতিপক্ষ : ভারত***
  ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
- **২০২৬ (এপ্রিল) প্রতিপক্ষ : শ্রীলঙ্কা**
  ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
- **২০২৬ (অক্টোবর) প্রতিপক্ষ : অস্ট্রেলিয়া***
  ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
- **২০২৬ (ডিসেম্বর) প্রতিপক্ষ : নিউজিল্যান্ড***
  ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
- **২০২৭ (মার্চ) প্রতিপক্ষ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ**
  ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
- **২০২৭ (মে-জুন) প্রতিপক্ষ : নিউজিল্যান্ড**
  ৩ টি-টোয়েন্টি
- **২০২৭ (সেপ্টেম্বর) প্রতিপক্ষ : ইংল্যান্ড***
  ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
- **২০২৭ (নভেম্বর) প্রতিপক্ষ : জিম্বাবুয়ে**
  ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
- **২০২৮ (এপ্রিল) প্রতিপক্ষ : দক্ষিণ আফ্রিকা**
  ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
- **২০২৮ (অক্টোবর) প্রতিপক্ষ : পাকিস্তান***
  ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি

*অ্যাওয়ে সিরিজ

ছোট পর্দায় আজ

জাতীয় ক্রিকেট লিগ	*ইউটিউব/বিসিবি*
ঢাকা বিভাগ-চট্টগ্রাম	সকাল ১০টা
সিলেট-রংপুর	সকাল ১০টা
ঢাকা মহানগর-খুলনা	সকাল ১০টা
রাজশাহী-বরিশাল	সকাল ১০টা
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ	*রাত ১১-৪৫ মি.*
পিএসভি-জিরোনা	সনি স্পোর্টস ২
ব্রাতিস্লাভা-জাগরেব	সনি স্পোর্টস ৫
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ	*রাত ২টা*
স্পোর্তিং-ম্যান সিটি	সনি স্পোর্টস ১
লিভারপুল-লেভারকুসেন	সনি স্পোর্টস ২
রিয়াল মাদ্রিদ-এসি মিলান	সনি স্পোর্টস ৫

প্রস্তুতি শারজা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আফগানিস্তান সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করেছে বাংলাদেশ। কাল অনুশীলনের একফাঁকে পেস বোলিং কোচ আন্দ্রে অ্যাডামসের সঙ্গে কথা বলছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান (ডানে), তাসকিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম। ছবি : বিসিবি

রোমাঞ্চ শেষে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার হাসি

ওয়ানডে সিরিজ

খেলা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে পাকিস্তানের ইনিংস শেষে মনে হয়েছিল রান অনেক কম হয়েছে। কিন্তু ম্যাচ শেষে বোঝা গেল আর কিছু রান হলেই হয়তো হয়ে যেত!

এই যে আর কিছু রান না হওয়ার আক্ষেপ—পাকিস্তানের সমর্থকদের মনে তা হয়তো অনুরণন তুলেছে। কিন্তু পাকিস্তান অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ানের মুখে এমন কিছু শোনা গেল না। মেলবোর্নে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে কাল স্বল্প রানের ম্যাচে ২ উইকেটে হারের পর রিজওয়ান বলেছেন, ভাগ্য সঙ্গে থাকায় অস্ট্রেলিয়া জিতেছে।

সব শঙ্কা উড়িয়ে দলকে জেতানোর পর মিচেল স্টার্কের সঙ্গে উদ্‌যাপন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের। ছবি : এএফপি

আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৪৬.৪ ওভারে ২০৩ রানে অলআউট পাকিস্তান। ৯ নম্বরে নেমে নাসিম শাহ ৪০ না করলে সেটিও হতো না। তাড়া করতে নেমে ৩ উইকেটে ১১৩ রান তোলার পর ৭২ রানের মধ্যে আরও ৫ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। ১৯.৪ ওভার থেকে ২০.২ ওভারের মধ্যে ৫ বলে শূন্য রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৩৯/৩ থেকে ১৩৯/৬ হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।

৩০তম ওভারে শন অ্যাবট রানআউট হওয়ার সময় অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৮ উইকেটে ১৮৩। ২ উইকেট নিয়ে ১২২ বলে ১৯ রান দরকার তখন অস্ট্রেলিয়ার। পাকিস্তানের জয়ের জন্য দরকার ছিল মাত্র দুটি উইকেট নেওয়া ডেলিভারি। রউফরা সেটি যেমন পারেননি, তেমনি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের অপরাজিত ৩১ বলে ৩২ রানের ইনিংসে শেষ পর্যন্ত জিতেছে অস্ট্রেলিয়াই।

হারের পর পাকিস্তান অধিনায়ক রিজওয়ান বলেন, 'পরিস্থিতি যেমনই হোক, আমরা সাহস দেখিয়ে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এমন ম্যাচে আসলে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এমন ম্যাচ কোন দিকে যাবে, সেটাও বোঝা কঠিন। ফল তো সৃষ্টিকর্তার হাতে। তবে লড়াই করতে পেরে আমি খুশি। ভাগ্য অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ছিল এবং সে জন্যই তারা জিতেছে।'

এর আগে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা পাকিস্তান ১১৭ রানেই হারিয়ে ফেলেছিল প্রথম ছয় ব্যাটসম্যানকে। অস্ট্রেলীয় পেসার মিচেল স্টার্ক ২৪ রানের মধ্যে দুই ওপেনারকে তুলে নেওয়ার পর সাবেক অধিনায়ক বাবর আজম ফেরেন দলকে ৬৩ রানে রেখে ব্যক্তিগত ৩৭ রানে। চারে নামা অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান ফেরেন ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে ৪৪ করে। এরপর শেষের দিকে নাসিমের সেই ব্যাটিং।

শুক্রবার অ্যাডিলেডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ৪৬.৪ ওভারে ২০৩ (রিজওয়ান ৪৪, নাসিম ৪০, বাবর ৩৭, আফ্রিদি ২৪; স্টার্ক ৩/৩৩, কামিন্স ২/৩৯, জাম্পা ২/৬৪)।
অস্ট্রেলিয়া : ৩৩.৩ ওভারে ২০৪/৮ (ইংলিস ৪৯, স্মিথ ৪৪, কামিন্স ৩২*; রউফ ৩/৬৭, আফ্রিদি ২/৪৩)
ফল : অস্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : মিচেল স্টার্ক।

মাঠের বাইরেও ছড়াবে বিপিএল

নতুন পরিকল্পনা

বিপিএলের সময় টুর্নামেন্টকে ঘিরে দেশব্যাপী ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিপিএল মানেই যেন একটা না একটা বিতর্ক। বিসিবির ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক একমাত্র টি-টোয়েন্টি লিগের প্রায় প্রতি আসরেই মাঠের খেলায় ছায়া ফেলেছে মাঠের বাইরের আলোচনা-সমালোচনা। এবার সে ধারা থেকে বেরিয়ে এসে সাত দলের টুর্নামেন্টটিকে নতুনভাবে সাজানোর উদ্যোগ নিচ্ছে বিসিবি। এ ক্ষেত্রে তারা পাশে পাচ্ছে সরকারকেও। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অলিম্পিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিপিএলকে দেশে ও দেশের বাইরে জনপ্রিয় করে তুলতে চায় বিসিবি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। সূচি অনুযায়ী আগামী ৩০ ডিসেম্বর শুরু হওয়ার কথা বিপিএলের ১১তম আসর।

টুর্নামেন্ট সামনে রেখে কাল মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের ক্রিকেট বোর্ড কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সম্প্রচার স্বত্বাধিকারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিসিবি। নতুন বিপিএলকে কীভাবে আরও বেশি জনসম্পৃক্ত করা যায়, সে আলোচনাই হয়েছে সভায়।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সর্বশেষ প্যারিস অলিম্পিকের পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। আজ মিরপুরে বিসিবি পরিচালক নাজমূল আবেদীন সাংবাদিকদের বলেছেন, তাঁর সে অভিজ্ঞতা আলো ফেলবে এবারের বিপিএলে, 'এ ধরনের ইভেন্টের সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মানুষকে কীভাবে আরও সম্পৃক্ত করতে হয়, মানুষকে উজ্জীবিত করে অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা যায়, এ বিষয়গুলো আমাদের প্রধান উপদেষ্টার চেয়ে ভালো কেউ জানেন না।'

> সামাজিক বিভিন্ন ব্যাপারে বিপিএলকে কাজে লাগানো হবে। আমরা শুধু খেলার মাঠেই বিপিএলকে দেখব না। সারা দেশে কোনো না কোনোভাবে বিপিএল ছড়িয়ে পড়বে।
>
> **নাজমূল আবেদীন**, বিসিবি পরিচালক

বিপিএলকে দেশের বাইরে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রেও এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে বলে আশা নাজমূল আবেদীনের, 'কীভাবে এটাকে আন্তর্জাতিক মানের টুর্নামেন্টে পরিণত করা যায়, কীভাবে এটাকে ব্র্যান্ড হিসেবে তৈরি করা যায়, কীভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া যায়...বিশ্ব যেন দেখে বাংলাদেশের তরুণেরা কেমন, বাংলাদেশের সমাজটা কেমন, বাংলাদেশের খাওয়া কেমন...এ জিনিসটা যেন সবাই দেখে। শুধু বিপিএল নয়, বাংলাদেশও একটা ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিতি পাবে এই বিপিএলের পর।'

এবার বিপিএলে খেলার বাইরের অনেক বৈশ্বিক তারকাকে দেখা যাবে বলে আভাস দিয়েছেন নাজমূল আবেদীন। তারকা ক্রিকেটার, ফুটবলার, এমনকি দেখা যেতে পারে হলিউড অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও, 'প্রধান উপদেষ্টা যদি মাঠে আসেন, একটা বক্তব্য দেন, বিদেশ থেকে দারুণ নামকরা একজন ফুটবলার বা হলিউড থেকে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী এখানে এসে সংযুক্ত হন, এটা নিশ্চয়ই সারা পৃথিবীর মিডিয়াতে আসবে। আমাদেরও সে চেষ্টা থাকবে।'

ক্রিকেট মাঠের বাইরেও বিপিএলকে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা এবার। সে জন্য এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। বিপিএলের সময় এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে দেশব্যাপী ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ক্রীড়া ফেডারেশনও এ সময় বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন করতে পারবে। জুলাই-আগস্টের গণজাগরণের পর তারুণ্যের যে উচ্ছ্বাস, সেটা যেন সব খেলায়ও ছড়িয়ে যায়, সে জন্যই ইয়ুথ ফেস্টিভ্যালের পরিকল্পনা। এ নিয়ে নাজমূল আবেদীন বলেছেন, 'সামাজিক বিভিন্ন ব্যাপারে বিপিএলকে কাজে লাগানো হবে। আমরা শুধু খেলার মাঠেই বিপিএলকে দেখব না। সারা দেশে কোনো না কোনোভাবে বিপিএল ছড়িয়ে পড়বে। সম্প্রতি যে আন্দোলন হয়েছে, সেখানে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এবং সেটার যে চেতনা, সেটাও আমরা দেখতে পাব বিপিএলের বিভিন্ন পর্যায়ে।'

বিপিএলের ১১তম আসরে নতুন করে থিম সংও তৈরি হচ্ছে। প্রথমবারের মতো এবার বিপিএলে থাকবে মাসকটও। ট্রফি ট্যুর আর মাসকট ট্যুরেরও পরিকল্পনা আছে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবে কনসার্ট। তাতে পাকিস্তানের বিখ্যাত সংগীতশিল্পী রাহাত ফাতেহ আলী খানের আসার সম্ভাবনা আছে। শুধু মিরপুরে নয়, কনসার্ট হবে অন্য দুই ভেন্যু চট্টগ্রাম আর সিলেটেও।

মার্শালের ২৬তম সেঞ্চুরি

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৬তম সেঞ্চুরিটি পেয়ে গেলেন মার্শাল আইয়ুব। কাল ঢাকা মহানগর অধিনায়ক সর্বশেষ সেঞ্চুরিটি পেলেন দলের ঘোর বিপদের সময়। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে খুলনা বিভাগের ৩৭৬ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে ২১০ রানে অলআউট হয় ঢাকা মহানগর। ১৬৬ রানে পিছিয়ে থাকা মহানগরকে ফলোঅন করান খুলনার অধিনায়ক নুরুল হাসান। সেই মহানগরকে ১৩০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে টেনে তুলেছেন মার্শাল। ২০০ বল খেলেছেন মহানগর অধিনায়ক। তৃতীয় দিন শেষে ২৯৭ রান তুলে মহানগর এগিয়ে ১৩১ রানে, হাতে আছে ৬ উইকেট।

কক্সবাজারে সেঞ্চুরির সুযোগ হারিয়েছেন রাজশাহীর প্রিতম কুমারের। বরিশালের বিপক্ষে ৮০ রানের ইনিংস খেলেছেন এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। বরিশালকে ২০৫ রানে থামিয়ে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৭৫ রান করেছে রাজশাহী। পাশের মাঠে ঢাকা বিভাগের অধিনায়ক মাহিদুল ইসলাম ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরেই অপরাজিত আছেন ৯৯ রানে। এর আগে জয়রাজ শেখ ৭৪ রান করেন। ঢাকা দিন শেষে করেছে ৪ উইকেটে ২৮১ রান। প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রান করা চট্টগ্রাম এখনো এগিয়ে ৯০ রানে।

বগুড়ায় রংপুর বিভাগের ১৯০ রানের জবাবে ব্যাট করছে সিলেট বিভাগ। তৃতীয় দিন শেষে তাদের রান ২ উইকেটে ৫১। আজ শেষ দিনে জয়ের জন্য সিলেটের দরকার ১৩৯ রান।

মার্শাল আইয়ুব : অপরাজিত ১৩০

ডেঙ্গুতে আরও ৬ জনের মৃত্যু

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৩২০ জনের মৃত্যু হলো। আর এ বছর ৬৫ হাজার ৭৬৮ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ছয়জনের মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গেছে। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৩২০ জনের মৃত্যু হলো।

গতকাল সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ছয়জনের মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের হাসপাতালে তিনজনের, চট্টগ্রাম বিভাগে দুজনের এবং ঢাকা বিভাগে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ২৯৭ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি—৩৩৮ রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে ২৬৪ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮৫, খুলনা বিভাগে ১৭১, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৪৩, বরিশাল বিভাগে ৮৯, রংপুর বিভাগে ৩৬, রাজশাহী বিভাগে ৩৪, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৩ ও সিলেট বিভাগের হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ৪ জন ভর্তি হয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এ বছরের জুলাই থেকে দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ওই মাসে ডেঙ্গুতে ২ হাজার ৬৬৯ জন আক্রান্ত হন। পরের মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৫২১। সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় তিন গুণ বেড়ে হয় ১৮ হাজার ৯৭। এ বছর এখন পর্যন্ত ৬৫ হাজার ৭৬৮ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে গত মাসেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ৮৭৯ জন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। তখন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি—৩৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৯ হাজার ৫৯৮ জন।

এ বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালগুলোতে। সেখানকার হাসপাতালে ১৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে।

‘শৃঙ্খলাভঙ্গে’ আরও ৫৮ জন প্রশিক্ষণরত এসআইকে অব্যাহতি

প্রতিনিধি, *রাজশাহী*

রাজশাহীর সারদায় পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত আরও ৫৮ উপপরিদর্শককে (এসআই) অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে গত রোববার তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। গতকাল সোমবার দুপুরে তাঁরা একাডেমি থেকে চলে যান। এ নিয়ে দুই দফায় ৩১০ জন প্রশিক্ষণরত এসআইকে অব্যাহতি দেওয়া হলো।

পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন) এনামুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেন। অবশ্য অব্যাহতিপ্রাপ্ত কয়েকজন বলেছেন, এ সংক্রান্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই তাঁরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন, এখানে তাঁরা থাকতে পারবেন না। একটা ঘটনা সাজিয়ে তাঁদের বিদায় করা হলো।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২৩ সালে এসআই পদে (৪০তম ক্যাডেট ব্যাচ) নিয়োগের জন্য ৮২৩ জনকে চূড়ান্ত করে প্রশিক্ষণের জন্য তাঁদের সারদায় পুলিশ একাডেমিতে পাঠানো হয়। গতকাল এ প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

সিএনজি ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণে নিহত ২, আহত ৯

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ময়মনসিংহ*

ময়মনসিংহ নগরের একটি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সিএনজিচালিত অটোরিকশায় গ্যাস নেওয়ার সময় সিলিন্ডার লিকেজ থেকে বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে দগ্ধ হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ৯ জন। গতকাল সোমবার বেলা পৌনে তিনটার দিকে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল মহাসড়কের রহমতপুর বাইপাস মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া দুজন হলেন ময়মনসিংহ সদরের রহমতপুর এলাকার মো. হিমেল (২৬) ও আবদুল কদ্দুস (৮৫)। হিমেল নিজের প্রাইভেট কারে গ্যাস নিতে এসেছিলেন। ঘটনাস্থলে হিমেলের ও হাসপাতালে আবদুল কদ্দুসের মৃত্যু হয়।

ময়মনসিংহ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মো. মোফাজ্জল হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, সিএনজিচালিত অটোরিকশায় গ্যাস দেওয়ার সময় সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে বলে তাঁরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন।

খুলনার পিটিআই মোড়ে দেয়ালে আঁকা গ্রাফিতি

CROSSWALK_2024

দৃশ্যপট | মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

৫ নভেম্বর ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের ৬০তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ২০ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে চার বছরের জন্য নতুন নেতা পাবে বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশটি। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনরায় ক্ষমতায় ফিরবেন নাকি বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসই হবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে চলছে জোর আলোচনা।

নির্বাচনের দিন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রতি চার বছর পরপর। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম ৬৯ বছর নির্বাচনের জন্য কোনো আলাদা দিন নির্দিষ্ট ছিল না। অঙ্গরাজ্যগুলো তাদের পছন্দসই দিনে ভোটগ্রহণের আয়োজন করত। কিন্তু এর ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এ বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে ১৮৪৫ সাল থেকে নভেম্বরের প্রথম সোমবারের পরদিন মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

যারা ভোট দিতে পারেন

নাগরিক পরিচয়পত্রে ১৮ বছর বা এর বেশি বয়সি মার্কিন নাগরিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। এ ছাড়া কারাবন্দিদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রেও অঙ্গরাজ্যগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন আইন রয়েছে। ভোটের দিন কোনো সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় না। ভোটাররা সাধারণত নির্বাচনের দিন কোনো ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে থাকেন। তবে সাম্প্রতিককালে বিকল্প পন্থায় যেমন: ডাকযোগে ভোট দেওয়ার সংখ্যা বাড়ছে।

প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর যোগ্যতা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে হলে তাকে অবশ্যই তিনটি প্রাথমিক শর্ত বা তিনটি প্রাথমিক যোগ্যতা থাকতে হবে। প্রথমত, জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত ১৪ বছর বসবাসের প্রমাণ থাকতে হবে। তৃতীয়ত, প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স ৩৫ বছর হতে হবে। উপর্যুক্ত তিনটি যোগ্যতা থাকলে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের একটি ফরম পূরণ করে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার আবেদন করা যাবে এবং প্রচার কমিটির জন্য আরেকটি ফরম পূরণ করতে হবে। এর পরবর্তী ধাপ প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের ভোট ব্যালটে নাম ওঠানো। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থিতা ঘোষণা করা হবে।

প্রার্থী বাছাই

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া দুই পদ্ধতিতে হয়। এ দুই পদ্ধতি হলো প্রাইমারি ও ককাস। দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের সরাসরি ভোটে প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়াকে প্রাইমারি বলে। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ নির্বাচনের মতোই একজন প্রার্থী বিজয়ী হন। অন্যদিকে, ককাস শব্দের অর্থ বৈঠক, সাক্ষাৎ বা জড়ো হওয়া। ককাসের দিন নির্দিষ্ট দলের ভোটার ও সমর্থকরা তাদের প্রিসিংক্টের একটি নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হন। প্রিসিংক্ট হলো যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলোর সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর। এছাড়া দলীয় কনভেনশনের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী চূড়ান্ত হয়। অঙ্গরাজ্যগুলোতে নির্বাচনের মাধ্যমে ডেলিগেট ঠিক হয়। দলীয় মনোনয়ন পেতে হলে একজন প্রার্থীর অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুপাতে ডেলিগেট ভোট জিততে হবে।

রাজনৈতিক দল

১৮৫২ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান পার্টি অথবা ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে। ডেমোক্রেটরা সাধারণত উচ্চ কর সমর্থন করেন, যাতে করে সরকারি কাজকর্ম সচল থাকে। আর রিপাবলিকানরা সাধারণত কম করের পক্ষে এবং সরকারের আকার ছোট রাখার পক্ষে। দুটি দলই মোটামুটি মধ্যপন্থি রাজনৈতিক মতাদর্শ পোষণ করে। রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছু ছোট ছোট রাজনৈতিক দল রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— লিবার্টারিয়ান, কনস্টিটিউশন, সোশ্যালিস্ট অথবা গ্রিনপার্টি। এছাড়া কেউ ইচ্ছা করলে স্বতন্ত্রভাবেও নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে পারেন।

যেভাবে নির্বাচিত হন

নাগরিকদের সরাসরি ভোটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন না; বরং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি হলো পরোক্ষ। প্রথমে জনগণ ভোট দিয়ে ইলেকটোরাল কলেজ বা নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচন করেন। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য— ব্যালট পেপারে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের নাম লেখা থাকে। আর একেক অঙ্গরাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচকমণ্ডলীর নাম উল্লেখ থাকতেও পারে, নাও পারে। জনগণ কোনো নির্দিষ্ট প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অর্থ হলো ঐ প্রার্থীর দলের নির্বাচকমণ্ডলী মনোনীত করা। পরবর্তী সময়ে সেই নির্বাচকমণ্ডলী ভোট দিয়ে জনগণের পছন্দের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে নির্বাচন করেন। নির্বাচকমণ্ডলী চাইলে দলের বাইরে গিয়ে বিরোধী দলের

প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য বরাদ্দ ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা সেই অঙ্গরাজ্যে জনপ্রতিনিধি ও সিনেটরের সংখ্যার সমান থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে মোট ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা ৫৩৮টি। এর মধ্যে শুধু ক্যালিফোর্নিয়াতেই রয়েছে সর্বাধিক ৫৫টি। আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে গেলে একজন প্রার্থীকে অবশ্যই ন্যূনতম ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পেতে হবে। সাধারণত জনসংখ্যার ওপর ইলেকটোরের সংখ্যা নির্ভর করে। নিয়ম হলো, প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে জনসংখ্যা যেমনই হোক, ন্যূনতম তিন পয়েন্ট দিতেই হবে। এরপর জনসংখ্যা অনুযায়ী এ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় প্রতি ১০ বছর পরপর।

ইলেকটোরাল ২৭০ ভোট না পেলে

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজে জয় না পেলে মার্কিন সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধির হাতে থাকে একটি করে ভোট। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হলে একজন প্রার্থীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অঙ্গরাজ্যে জিততে হবে। আর ভাইস প্রেসিডেন্ট বাছাই করে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ বা সিনেট। সিনেটরদের হাতেও থাকে একটি করে ভোট। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ১৮০৪ সালের পর কোনো প্রার্থী ইলেকটোরাল কলেজে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার ঘটনা একবারই ঘটে। ১৮২৪ সালে ইলেকটোরাল ভোটগুলো চারজন প্রার্থীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এককভাবে কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেতে সফল হননি। এদের মধ্যে ডেমোক্রেট প্রার্থী অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের পক্ষে ছিল সবচেয়ে বেশি ইলেকটোরাল ভোট। পপুলার ভোটেও তিনি বেশি পান। কিন্তু চতুর্থ স্থানে ছিলেন হেনরি ক্লে। তিনি আবার ছিলেন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার। এ হেনরি ক্লে দ্বিতীয় স্থানে থাকা জন কুইন্সি অ্যাডামসকে নির্বাচিত করার ব্যাপারে হাউসকে প্রভাবিত করেন। অবশেষে অ্যাডামসই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সংখ্যাতত্ত্বে মার্কিন নির্বাচন

০১	যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন।
০২	প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে দুই মেয়াদের বেশি কেউ নির্বাচিত হতে পারবেন না।
০৪	প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ৪ বছর। চার মেয়াদে নির্বাচিত একমাত্র প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট।
১৩	যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় স্টেটের সংখ্যা ছিল ১৩টি।
১৯	সংবিধানের ১৯তম সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে।
২০	সংবিধানের ২০তম সংশোধনীর মাধ্যমে ২০ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের দিন নির্ধারণ করা হয়।
২৫	প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হতে হলে প্রার্থীকে অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হয়।
৩৫	যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর।
৪২	৪২ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হন থিওডোর রুজভেল্ট।
৪৩	৪৩ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত কনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হন জন এফ কেনেডি।
৪৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত ৪৫ জন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড ২ মেয়াদে (২২তম এবং ২৪তম) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
৪৬	জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট।
৫০	মোট অঙ্গরাজ্য ৫০টি।
৫৫	ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে সর্বোচ্চ ৫৫টি ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে।
৭৮	৭৮ বছর বয়সে সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জো বাইডেন।
১০০	মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা।
২৭০	কোনো প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়ী হতে হলে ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পেতে হয়।
৪৩৫	মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা।
৫৩৮	মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইলেকটোরাল ভোট।

কে যাচ্ছেন হোয়াইট হাউসে : ডোনাল্ড ট্রাম্প না কমলা হ্যারিস

- জন্ম : ১৪ জুন ১৯৪৬; কুইন্স, নিউইয়র্ক
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক (পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)
- পেশা : আবাসন ব্যবসায়ী, টেলিভিশন প্রযোজক ও রাজনীতিক
- রাজনৈতিক দল : রিপাবলিকান পার্টি
- – দেশটির সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী

- জন্ম : ২০ অক্টোবর ১৯৬৪; ওকল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক (হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়)
- পেশা : আইনজীবী
- রাজনৈতিক দল : ডেমোক্র্যাটিক পার্টি
- ক্যালিফোর্নিয়ার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাটর্নি জেনারেল
- প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী এবং প্রথম কোনো ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভাইস প্রেসিডেন্ট। এছাড়া অভিবাসীর সন্তান থেকেও প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট
- তার বাবা জ্যামাইকান এবং মা ভারতীয় বংশোদ্ভূত

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০৪ নভেম্বর, ২০২৪
১৮ কার্তিক, ১৪৩১
০১ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- **বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয় কবে?**

  উত্তর: ৪ নভেম্বর, ১৯৭২।

- **'আবদুল্লাহ', 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা' গ্রন্থগুলোর রচয়িতা কে?**

  উত্তর: কাজী ইমদাদুল হক। (জন্ম: ৪ নভেম্বর, ১৮৮২)

- **সম্প্রতি বাংলাদেশের কোন কারখানাটি 'লিড সার্টিফায়েড' সনদ পেয়েছে?**

  উত্তর: কটন ফিল্ড বিডি লি.। (দেশের মোট ২৩০টি কারখানা এ সনদ পেয়েছে)

- **সদ্যঃসমাপ্ত অক্টোবর মাসে প্রবাসীরা কী পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছে?**

  উত্তর: ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার।

- **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কতসালে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছিল?**

  উত্তর: ২০১৭ সালে। (চলতি বছর নতুন করে আবার একীভূত করা হবে)

- **চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নতুন মেয়রের নাম কী?**

  উত্তর: ডা. শাহাদাত হোসেন।

- **ইন্টারপোলের ৯২তম সাধারণ অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?**

  উত্তর: যুক্তরাজ্যে।

- **এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (AIIB) বর্তমান সদস্য কত?**

  উত্তর: ৯৮টি।

০৪ নভেম্বর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৮৮২	সাহিত্যিক কাজী ইমদাদুল হক জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৭২	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়।
১৯৭৩	বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কুয়েত।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

২০০৮	গঙ্গা নদীকে ভারতের জাতীয় নদী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
২০২০	প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে সরে দাঁড়ায়।
১৯২৯	মানব কম্পিউটার নামে পরিচিত ভারতীয় লেখক শকুন্তলা দেবী জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৫৬	সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন দমন করার জন্য সোভিয়েত সেনাবাহিনী হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করে।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০৩ নভেম্বর, ২০২৪
১৮ কার্তিক, ১৪৩১
৩০ রবিউস সানি, ১৪৪৬

☑ জেলহত্যা দিবস কবে পালিত হয়?

উত্তর: ০৩ নভেম্বর।

☑ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানি করে কোন দেশে?

উত্তর: সংযুক্ত আরব আমিরাত।

☑ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নতুন কোচের নাম কী?

উত্তর: ফিলিপ ভেরান্ট সিমন্স।

☑ ২০২৪ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?

উত্তর: ১০৬তম।

☑ জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনের প্রাধানের নাম কী?

উত্তর: জঁ্যা-পিয়েরে ল্যাক্রোইক্স।

☑ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) বর্তমান সদস্য কত?

উত্তর: ৬৯টি।

☑ দীনেশচন্দ্র সেন এর উপাধী কী ছিল?

উত্তর: রায় বাহাদুর।

☑ 'মার্কাভা' ট্যাংক কোন দেশের তৈরি?

উত্তর: ইসরায়েল।

- আয়োজন: ৩১তম
- সময়কাল: ৯-১৬ নভেম্বর, ২০২৪
- স্থান: লিমা, পেরু
- পূর্ণরূপ: Asia-Pacific Economic Cooperation